Contents

দ্বাদশ বর্ষ

১১শ/১২শ যুগ্ম সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

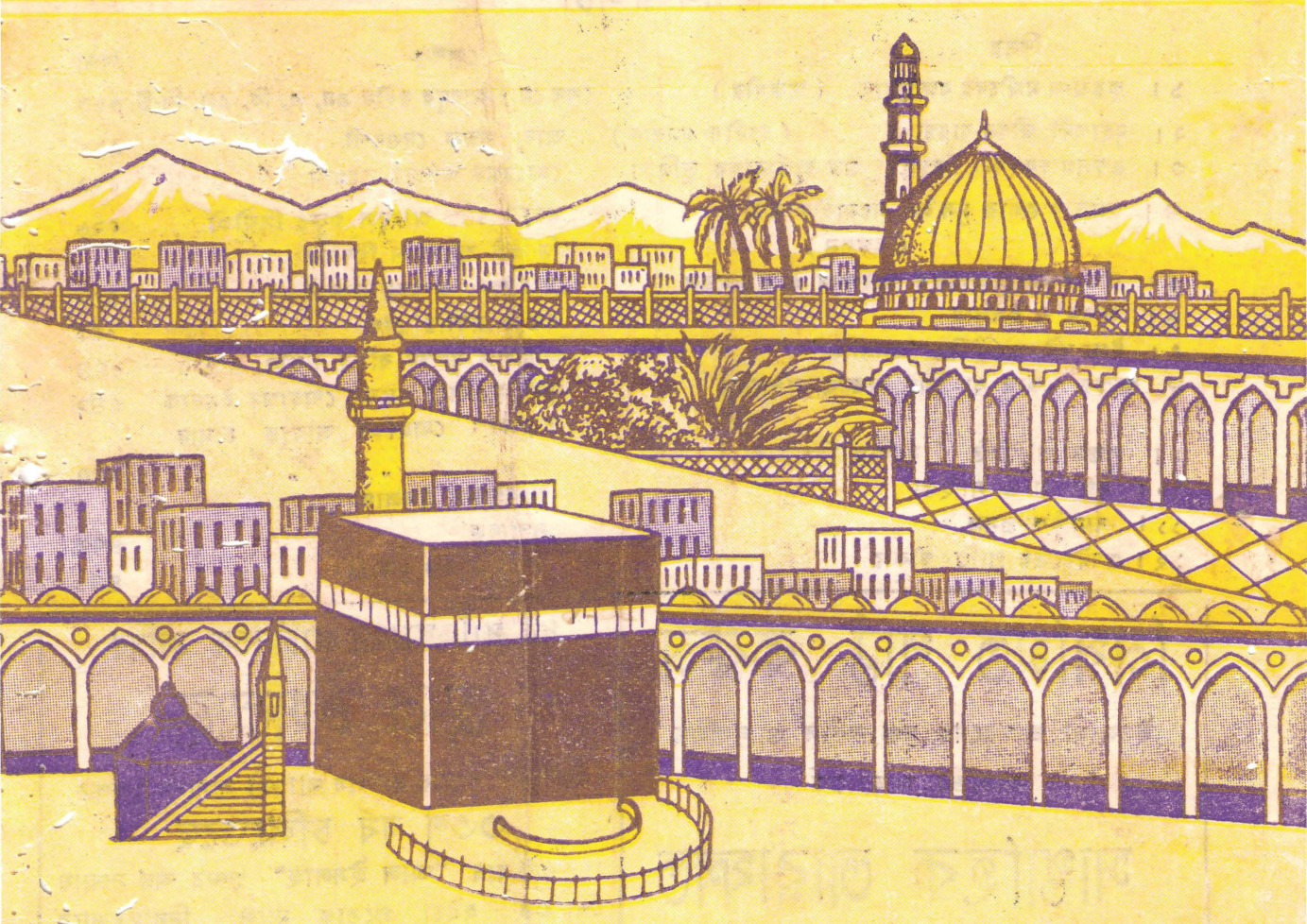

সম্পাদক

শাইখ আবদুর রহীম এম এ, বি এল, বি-টি

এই সংখ্যার মূল্য ১·০০

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬·৫০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল-হাদীস

(মাসিক)

দ্বাদশ বর্ষ—একাদশ-দ্বাদশ যুগ্ম সংখ্যা

পৌষ-মাঘ—১৩৭২ বাং ডিসেম্বর-জানুয়ারী—১৯৬৫-৬৬ ইং

শা'বান রমযান—১৩৮৫ হিঃ

বিষয়-সূচী

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। কুরআন মজীদের বঙ্গানুবাদ (তফসীর)	শেখ মোঃ আবদুর রহীম এম, এ, বি, এল, বি-টি	৫০৩
২। মুহাম্মদী জীবন-ব্যবস্থা (হাদীস-অনুবাদ)	আবূ য়ুসুফ দেওবন্দী	৫১০
৩। রসূলুল্লাহর (দঃ) জিহাদে গুপ্ত বার্তাবহের ভূমিকা	মোহাম্মদ আবদুর রহমান	৫২১
৪। পাক বাঙলার মুসলিম নরনারীর নাম : (সঙ্কলন)	মরহুম ডক্টর আবদুল গফুর সিদ্দীকী ডি-লিট অনুসন্ধান বিশারদ	৫২৬
৫। রামাযানুল মুবারকের আহকাম ও মাসায়েল	মোহাম্মদ আবদুছ ছামাদ	৫৩০
৬। জীবন ও ইসলাম	এম এ জব্বার বেগ	৫৩৯
৭। ইসলামী অর্থনীতির "মূলনীতি"	অধ্যাপক মুহম্মদ বসির উদ্দীন সরদার	৫৪৪
৮ শস্যের যাকাত বা উশর সংক্রান্ত মাসায়েল	মূল : মওলানা হাফেয মোহাম্মদ ইসহাক অনুবাদ : মোহাম্মদ আবদুছ ছামাদ	৫৪৯
৯। পুস্তক পরিচিতি [সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ]	" " " "	৫৫৩
১০। যুদ্ধাবস্থা ও সাহিত্য	আযহারুল ইসলাম	
১১। সাময়িক প্রসঙ্গ	সম্পাদক	৪৭২
১২। জমঈয়তের প্রাপ্তি স্বীকার	আবদুল হক হক্কানী	৪৭৫

নিয়মিত পাঠ করুন

ইসলামী জাগরণের দৃপ্ত নকীব ও মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

সাপ্তাহিক আরাফাত

৯ম বর্ষ চলিতেছে

সম্পাদক : মোহাম্মদ আবদুর রহমান

বার্ষিক চাঁদা : ৬·৫০ ষান্মাষিক : ৩·৫০

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ম্যানেজার : সাপ্তাহিক আরাফাত, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

পূর্ব পাকিস্তানের প্রাচীনতম মাসিক

আল ইসলাহ

সিলহেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের মুখপত্র

৩৩শ বর্ষ চলিতেছে

এই বর্ষে "আল ইসলাহ" সুন্দর অঙ্গ সজ্জায় শোভিত হইয়া প্রত্যেক মাসে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছে। নিয়মিত গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ছাড়াও ইহাতে আছে শ্রেষ্ঠ লেখক লেখিকাদের মননশীল রচনা সমূহ।

বার্ষিক চাঁদা সাধারণ ডাকে ৬৲ টাকা, ষান্মাসিক ৩৲ টাকা, রেজিষ্টারী ডাকে ৮৲ টাকা, ষান্মাসিক ৪৲ টাকা।

ম্যানেজার—আল ইসলাহ

জিন্নাহ হল, দরগা মহল্লাহ, সিলহেট।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল হাদীস

(মাসিক)

দ্বাদশ বর্ষ—১৩৭১-৭২ বঙ্গাব্দ, ১৩৮৪-৮৫ হিঃ, ১৯৬৫-৬৬ ইং

সম্পাদক—শাইখ আবদুর রহীম এম. এ, বি-এল, বি-টি

বর্ণানুক্রমিক বর্ষসূচী

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
		অ	
১।	আরবী উপক্রমণিকা	শাইখ আবদুর রহীম এম, এ, বি, এল, বি-টি	১
২।	আরবী উপক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ	... ...	৩
৩।	আল্লামা মুহাম্মদ ইকবাল	আবুল কাসেম আদমুদ্দীন এম, এ	২১১
৪।	আহলে হাদীস ইতিহাসের উপকরণ	মোহাম্মদ আবদুর রহমান	১৭, ৭৫ ও ১১৫
		ই	
৫।	ইকবালের অগ্নিগর্ভ কবিতা	এম. মওলা বখশ নদভী	৪২৪
৬।	ইসতিসকা নামাযের মসনুন তরীকা	আবদুস সোবহান	৪৩১
৭।	ইসলামী অর্থনীতির "মূলনীতি"	অধ্যাপক মুহাম্মদ বসির উদ্দীন সরদার	৫৪৪
৮।	ইসলামী আদর্শ রূপায়ণে হযরত ওমরের ভূমিকা	মোহাম্মদ আবদুর রহমান	২১৬
৯।	ইসলামে মৌলিক অধিকার	আফতাবুদ্দীন আহমদ এম, এ	৩৫
		ক	
১০।	কবি আকবর এলাহাবাদী	এম মওলা বখশ নদভী	১৭৩,২০৭,৩১৯ ও ৩৮৫
১১।	কবি গোলাম মোস্তফার কাব্যাদর্শ	আজহারুল ইসলাম	৮৫
১২।	কুরআনের বঙ্গানুবাদ ও তফসীর	শাইখ আবদুর রহীম এম, এ, বি, এল বি টি	৬, ৪৯, ৯৯, ১৪৯, ১৯৯, ২৪৭, ২৯৫, ৩৪৭, ৩৯৯ ৪৫১ ও ৫০৩
		জ	
১৩।	জমঈয়তের প্রাপ্তি স্বীকার	আবদুল হক হক্কানী	৪৫, ৯৩, ১৪৬, ১৯৫, ২৪৩, ২৯১, ৩৪৪, ৪৪৩, ৪৯৫ ও ৫৭৫
১৪।	জিজ্ঞাসা ও উত্তর	আবূ মুহাম্মদ আলীমুদ্দীন	
	(ক) মসজিদের অভ্যন্তরে জানাযার নামায		২৩৮
	(খ) আযান ও ইকামতে 'মুহম্মদুর রসূলুল্লাহ' শ্রবণে বৃদ্ধাঙ্গুলী চুম্বন		২৮৪
	(গ) নযর মানা জানোয়ার সম্বন্ধে হুকুম		২৮৮
	(ঘ) মসজিদের সীমানায় কবর থাকিলে মসজিদ সম্প্রসারণ সমস্যা		৩১৮

www.ahlehadeethbd.org

Contents

	(ঙ) যাকাত ফিৎরা প্রভৃতির অর্থে মসজিদ নির্মাণ চলে কি না		৩৪০
	(চ) ফজরের সুন্নতের মস'আলা		৪৮৫
১৫।	জিহাদ ও ইসলাম	শাইখ আবদুর রহীম	৪২৮
১৬।	জীবন ও ইসলাম	এম এ জব্বার বেগ	৫৩৯
	ত		
১৭।	তাজমহল স্মরণে	কবি পশুপতি কুণ্ড	২১৪
১৮।	তোমার আশিস ধারা	মুর্শিদাবাদী	৩০৯
	দ		
১৯।	দেখে এলাম মক্কা মদীনা	ডাক্তার কামরুল ইসলাম বি এইচ এম এস	৬৬
২০।	দ্বীনে ভেজাল	শাইখ আবদুর রহীম	২৭১
	প		
২১।	পয়গামে মসীহ	আবদুন নঈম চৌধুরী	৪১৭ ও ৪৭৪
২২।	পাক বাঙলার মুসলিম নরনারীর নাম	(সংকলন) মরহুম ডক্টর আবদুল গফুর সিদ্দীকী ডি লিট	৫২৬
২৩।	পাকিস্তান আন্দোলনের ঐতিহাসিক পটভূমি	অধ্যাপক আশরাফ ফারুকী	৩৮২, ৪১৩ ও ৪৭১
২৪।	পাকিস্তানের আদর্শবাদ	" " "	২৬৭ ও ৩১১
২৫।	পাকিস্তানের সংস্কৃতি ও সাহিত্য	আজহারুল ইসলাম	৩৭৯
২৬।	পুনর্গঠন ও আমাদের সাহিত্য	" "	১৫৯
২৭।	পুস্তক পরিচিতি (সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ)	ইবনে সিকান্দর	৫৫৩
	ম		
২৮।	মওলানা আবদুল্লাহেল কাফীর সাহিত্যকর্ম	মোহাম্মদ আবদুর রহমান	১৭৯, ২৩০, ২৭৪, ৩৩৩ ও ৩৭০
২৯।	মহিয়সী জননীর ফরিয়াদ	মোহাম্মদ আবদুছ ছামাদ	৩৩
৩০।	মুফতী মুহাম্মদ আবদুহু	আবুল কাসিম আদমুদ্দীন এম, এ	৩২৩
৩১।	মুহাম্মদী জীবন-ব্যবস্থা (হাদীসের অনুবাদ)	আবু য়ুসুফ দেওবন্দী	১২, ৫৭, ১০৭ ১৫৪, ২০৪, ২৬০, ৩০৩,৩ ৫৪, ৪০৮, ৪৬০ ও ৫১০
৩২।	"মঁ্যাও"	ইবনে সিকান্দার	৩৮
	য		
৩৩।	যুদ্ধাবস্থা ও সাহিত্য	আজহারুল ইসলাম	৫৬৬
	র		
৩৪।	রণাঙ্গন হইতে	(সংকলন)	৪৩৮
৩৫।	রমযানুল মুবারক	মরহুম আল্লামা মোহাঃ আবদুল্লাহেল কাফী আলকুরায়শী	১৩৮
৩৬।	রসুলুল্লার (দঃ) জিহাদে গুপ্ত বার্তাবহের ভূমিকা	মোহাম্মদ আবদুর রহমান	৪৮৩ ও ৫২১
৩৭।	রসুলুল্লাহ (দঃ) স্মরণে (কবিতা)	মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান এম এ	৩৬৩
৩৮।	রামাযানুল মুবারকের আহকাম ও মাসায়েল	মোহাম্মদ আবদুছ ছামাদ	৫৩০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

শ

৪৯। রাষ্ট্রাধিনায়ক পদে নারীর অযোগ্যতা সম্পর্কীয় হাদীস — শাইখ আবদুর রহীম দেওবন্দী — ১২২

৪০। রংপুর জেলা আহলে হাদীস কনফারেন্স (সভাপতির অভিভাষণ) — ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল বারী — ২২২

৪১। শস্যের যাকাত বা উশর সংক্রান্ত মাসায়েল — মূল : মওলানা হাফেয মোহাম্মদ ইসহাক, অনুবাদ : মোহাম্মদ আবদুছ ছামাদ — ৫৪৯

৪২। শহীদে মিল্লাতের আখেরী সফর — মূল : নওয়াব সিদ্দীক আলী খান, অনুবাদ : মোহাম্মদ আবদুছ ছামাদ — ৭১

৪৩। 'শিরক' এবং মানুষের কর্মধারার উপরে 'শিরক' এর প্রভাব — অধ্যাপক শাই আবদুর রহীম — ১৬৪

স

৪৪। সাইয়িদ জামালুদ্দীন আফগানী — আঃ কাঃ মুহাম্মদ আদমুদ্দীন এম এ — ৩৬৪

৪৫। সাময়িক প্রসঙ্গ — (সম্পাদকীয়) ৪২, ৯০, ১৪৩, ১৯২, ২৪১; ২৮৯, ৩৪২, ৩৯২, ৪৪০, ৪৯২ ও ৫৭২

৪৬। সালাম পূর্ব পাকিস্তান (কবিতা) — মূল : সোরেশ কাশ্মীরী, অনুবাদ : আবুল কাসেম মোস্তফা — ৪৬৯

হ

৪৭। হযরত ঈসা (আঃ) ও ক্রুশের ঘটনা — আবদুন নঈম চৌধুরী বি এল — ২৫

৪৮। হযরত ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে মুসলমানগণের আকীদা — আবু মুহাম্মদ আলীমুদ্দীন — ২৮০ ও ৩২৭

৪৯। হযরত ঈসার সশরীরে আসমানে অবস্থান ও কিয়ামতের পূর্বে পৃথিবীতে অবতরণ — " " " — ৩৮৮ ও ৪৩৫

৫০। হযরত নবী মোস্তফার (দঃ) মে'রাজ — মূল : মওলানা মোহাম্মদ হানীফ নদভী, অনুবাদ : মোহাম্মদ আবদুছ ছামাদ — ৪৭৯

অপূর্ব সুযোগ ! অপূর্ব সুযোগ !!

কনসেশন রেটে তর্জুমানের পুরাতন কপি

এখন হইতে তর্জুমানুল হাদীসের পুরাতন কপি প্রতি সংখ্যা '৫০ স্থলে '৩১ পয়সায় পাওয়া যাইবে।

তর্জুমানের নিম্নলিখিত পুরাতন কপি দফতরে মওজুদ রহিয়াছে।

২য় বর্ষ : ৩য় হইতে ৮ম ও ১০ম সংখ্যা মোট ৭ কপি।

৩য় বর্ষ : ৩য়, ৪র্থ ও ৭ম হইতে ১২শ সংখ্যা মোট ৮ কপি।

৪র্থ বর্ষ : ১ম হইতে ৫ম সংখ্যা মোট ৫ কপি।

৫ম বর্ষ : ৫ম হইতে ১২শ সংখ্যা মোট ৮ কপি।

৬ষ্ঠ বর্ষ : নাই

৭ম বর্ষ : নাই

৮ম বর্ষ : ১ম ও ৩য় হইতে ১২শ সংখ্যা মোট ১১ কপি।

৯ম বর্ষ, ১০ম বর্ষ ও একাদশ বর্ষ : এর সমস্ত সংখ্যা।

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানের গ্রাহক ও অনুগ্রাহকদের প্রতি

এই সংখ্যায় তর্জুমানুল হাদীসের দ্বাদশ বার্ষিক সফর শেষ হইল। ইন্‌শা আল্লাহ আগামী সংখ্যা হইতে উহার ১২শ বর্ষের সফর শুরু হইবে।

এই সুদীর্ঘ কালই আমরা গ্রাহক ও অনুগ্রাহকগণের সহানুভূতি ও উৎসাহ পাইয়া আসিয়াছি। আগামী বর্ষেও আমরা গ্রাহকগণের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইব না, এই আশা আমরা দৃঢ়ভাবেই পোষণ করি।

১২শ বর্ষের ১ম হইতে যাহারা গ্রাহক ছিলেন বর্তমান সংখ্যায় তাহাদের বার্ষিক চাঁদার মীয়াদ শেষ হইল। আশা করি এই সংখ্যা পাওয়ার পর ১৫ দিনের মধ্যে ১২শ বর্ষের বার্ষিক চাঁদা ৬·৫০ ছয় টাকা পঞ্চাশ পয়সা নিম্ন ঠিকানায় মনিঅর্ডার যোগে প্রেরণ করিবেন। ভি. পি'তে অতিরিক্ত ·৩৭ পয়সা দণ্ড দিতে হয়। অধিকন্তু পত্রিকা পাঠাইতেও বিলম্ব ঘটে।

আল্লাহ না করুন, যদি কোন গ্রাহক আগামীতে পত্রিকার গ্রাহক থাকিতে ইচ্ছা না রাখেন, তাহা হইলে পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে আপনার অভিপ্রায় জানাইলে আমরা উপকৃত হইব। যাহাদের নিকট হইতে কোনরূপ নিষেধপত্র বা বার্ষিক চাঁদা পাওয়া যাইবে না তাহাদের নিকট ক্রমিক নম্বর অনুসারে ১২শ বর্ষের ১ম সংখ্যা ভি, পি করা হইবে। ইচ্ছায় বা অবহেলায় ভি, পি, ফেরৎ দিয়া তবলীগে ইসলামের এই প্রতিষ্ঠানটিকে অন্যায়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন না— ইহাই আমাদের একান্ত আবয।

টাকা প্রেরণ অথবা ভি, পির অর্ডার প্রদানের সময় পুরাতন গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর এবং নূতন গ্রাহকগণ নূতন কথাটি লিখিতে ভুলিবেন না।

১৯শে জানুয়ারী, ১৯৬৬ ইং

ম্যানেজার, তর্জুমানুল-হাদীস

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুলহাদীস

(মাসিক)

আহলেহাদীছ আন্দোলনের মুখপত্র

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

প্রকাশ মহল ঃ ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

দ্বাদশ বর্ষ	অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩৭২ বংগাব্দ ; শাবান-রমযান ১৩৮৫ হিঃ ডিসেম্বর ১৯৬৫ ও জানুয়ারী, ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দ ;	একাদশ-দ্বাদশ যুগ্মসংখ্যা

بسم الله الرحمن الرحيم

تفسير القران العظيم

কুর্‌আন-মজীদের ভাষ্য

আম পারার তফসীর

সূরা আত্‌ তারিক

শাইখ আবদুর রহীম এম-এ, বি-এল বি-টি, ফারিগ-দেওবন্দ

سُورَةُ الْغَاشِيَةِ

আখিরাতে বদকারদের যে দুরবস্থা হইবে এবং নেককারেরা যে সৌভাগ্য লাভ করিবে তাহার এক দফা বিবরণ এই সূরায় দেওয়া হইয়াছে। তারপর আখিরাতের বাস্তবতা ও অবশ্যম্ভাবিতার প্রমাণ দান প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলার কতিপয় সৃষ্টির উল্লেখ করা হইয়াছে। সেই সঙ্গে রসূলুল্লাহ সঃ-র উপরে কী পরিমাণ দায়িত্ব ও কর্তব্য ন্যস্ত করা হইয়াছে তাহাও স্পষ্টভাবে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

অসীম দয়াবান অত্যন্ত দাতার নামে

১ هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ

১। আচ্ছন্নকারিণীর বার্তা কি আপনার নিকট আসিয়াছে ?১

২ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ۔

২। ঐ দিবসে কোন কোন মুখমণ্ডল হইবে দীন-হীন,

৩ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ۔

৩। কর্মরত, ক্লিষ্ট।২

৪ تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً ۔

৪। অত্যুত্তপ্ত হুতাশনে প্রবেশ করিবে।

৫ تُسْقٰي مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ ۔

৫। অত্যুষ্ণ প্রস্রবণ হইতে তাহাদিগকে পান করান হইবে।

৬ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ ۔

৬। যারী' হইবে তাহাদের একমাত্র খাদ্য—৩

১। কিয়ামত দিবসে নবী, অলী, নেককার, বদকার তামাম লোককে ব্যাপক বিপদ ও দুরবস্থা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে এবং সকলেই ত্রাহি ত্রাহি করিতে থাকিবে। এই কারণে আয়াতে উল্লিখিত আচ্ছন্ন-কারিণীর তাৎপর্য গ্রহণ করা হয় 'কিয়ামত' দিবস।

২। বদকারগণ জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইবার পূর্ব্বে তাহাদিগকে সহস্র বৎসর দীর্ঘ কিয়ামত দিবসে ক্ষুধার্ত, পিপাসার্ত, উলঙ্গ অবস্থায় দণ্ডায়মান থাকিয়া যে অশেষ কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে তাহারই দিকে এই আয়াতে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, ঐ দিবসের লাঞ্ছনা ও যাতনায় তাহারা জর্জরিত হইতে থাকিবে।

৩। যারী' শব্দটির একাধিক তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়। অধিকাংশ তফসীরকার ও ভাষাবিদের মতে যারী' এমন এক প্রকার কাঁটাযুক্ত গুল্ম যাহা কাঁচা অবস্থায় উটকে খাওয়ান হয় এবং তাহাতে উটের শরীরের পুষ্টি সাধন হয়। কিন্তু শুষ্ক হইলে উহা প্রাণঘাতী বিষে পরিণত হয় এবং উট তখন উহা মুখেও করে না। এই কারণে এই আয়াতটি মুশরিকদের সামনে পাঠ করা হইলে তাহাদের কেহ কেহ বলিয়াছিল, "ভালই কথা! যারী' খাইয়া আমাদের উট মোটা-সোটা হইয়া থাকে। আমাদিগকে যদি জাহান্নামে যারী' খাইতে দেওয়া হয় তাহা হইলে আমরা বেশ মোটা-সোটা হইব।" তাহাদের এই মন্তব্যের উত্তর পরবর্তী আয়াতটিতে রহিয়াছে।

তারপর সূরা (الحاقة) আল্ হাক্কার ৩৬ নং আয়াতে বলা হইয়াছে যে, জাহান্নামীদের জন্য জাহান্নামে 'গিস্‌লীন' ছাড়া অন্য কোন খাদ্য নাই। আবার সূরা আদ্-দুখানের ৩৩-৩৪ নং আয়াতদ্বয়ে বলা হইয়াছে যে, জাহান্নামীদের খাদ্য হইবে 'যাক্কুম' গাছ। তবে, এই আয়াতে যারী'কে তাহাদের একমাত্র খাদ্য বলিয়া উল্লেখ করিবার তাৎপর্য কী ?

www.ahlehadeethbd.org

٧ لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ ۝

৭। যাহা পুষ্টও করিবে না এবং ক্ষুধায়ও কোন উপকার দিবে না।৪

٨ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ۝

৮। [আর] ঐ দিবসে কোন কোন মুখ-মণ্ডল হইবে উৎফুল্ল,

٩ لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ۝

৯। নিজ নিজ চেষ্টা-চরিত্রের জন্য সন্তুষ্ট, ৫

١٠ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝

১০। মহান জান্নাতের মধ্যে—

١١ لَّا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً ۝

১১। যেথায় তাহারা কোন বাজে কথা শুনিবে না ;৬

ইহার দুইটি জওয়াব দেওয়া হয়। (এক জাহান্নামের বিভিন্ন স্তর রহিয়াছে। উহার কোন স্তরে শুধু যারী' খাইতে দেওয়া হইবে; কোন স্তরে শুধু গিসলীন খাইতে দেওয়া হইবে এবং কোন স্তরে খাইতে দেওয়া হইবে যাক্কুম গাছ।

(দুই) যারী' ও গিসলীন একই জাতীয় গাছের বিভিন্ন প্রকরণও হইতে পারে। কাজেই কোথাও যারী' এবং কোথাও গিসলীন বলা হইলেও প্রকৃতপক্ষে উহা একই বস্তু হইতে পারে।

এই প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন তোলা হয় যে, আগুনের মধ্যে যারী', যাক্কুম প্রভৃতি গাছগুলির উৎপন্ন হওয়া ও বাঁচিয়া থাকা কি সম্ভব?

উত্তরে বলা হয়, আগুনের মধ্যে মানুষকে যিনি বাঁচাইয়া রাখিতে পারেন, তাঁহার পক্ষে আগুনের মধ্যে গাছ জন্মান ও গাছকে সজীব রাখা মোটেই অসম্ভব নয়।

দ্বিতীয়তঃ, এই দুনয়াতেই এমন গাছ আছে যাহার তলদেশে আগুন জ্বলিতে থাকিলে গাছটি সজীব থাকে এবং আগুন জ্বালান বন্ধ করিলে গাছটি ধীরে ধীরে মরিয়া যায়। লাহোরের কোন এক বোটানিক্যাল গার্ডেনে রক্ষিত এই ধরণের একটি গাছের কথা আমি প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বে জানিতে পারি।

৪। জাহান্নামের কোনও খাদ্য খাইয়া জাহান্নামীদের ক্ষুধার একটুও উপশম হইতে পারে না, এবং হইবেও না। কারণ ক্ষুধার উপশম নিঃসন্দেহে শান্তিবিশেষ—শাস্তি নয়। আর জাহান্নাম হইতেছে শাস্তির আকর—শান্তির লেশমাত্র সেখানে নাই। তাই আল্লাহ তা'আলার কালাম হইতে ইহাও জানা যায় যে, জাহান্নামের খাদ্য খাইয়া জাহান্নামীদের জঠর জ্বালা তীব্রতর হইয়া উঠিবে এবং তাহাদের অশান্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে।

৫। আয়াতটির ব্যাখ্যা দুই ভাবে করা হয়। (এক) জান্নাতবাসী ব্যক্তি দুনয়াতে যাহা আমল করিয়াছিল উহার সম্বন্ধে সন্তোষ প্রকাশ করিবে এবং বলিবে, "কী ভাল কাজই না করিয়াছিলাম!"

(দুই) দুনয়াতে সে যাহা আমল করিয়াছিল তাহার প্রতিদানে সে আখিরাতে যাহা লাভ করিবে তাহাতে সে পরিতুষ্ট হইবে।

৬। আয়াতটির তাৎপর্য এই যে, জান্নাতীদের কেহই কোন বেহুদা বাজে কথা বলিবেন না। বস্তুতঃ জান্নাত হইতেছে আল্লার নৈকট্য প্রাপ্ত লোকদের আবাসস্থল। আর আল্লার নৈকট্য প্রাপ্ত লোকদের কেহই দুনয়ার মজলিসেই কোন বেহুদা বাজে কথা বলেন নাই এবং তাহারা জান্নাতের মজলিসেও কোন বেহুদা বাজে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

١٢ فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۔

১২। যেথায় রহিয়াছে প্রবহমান প্রস্রবণ,

١٣ فِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ ۔

১৩। যেথায় রহিয়াছে উচ্চে তুলিয়া রাখা শয্যাসন,

١٤ وَّاَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ ۔

১৪। নিম্নে স্থাপিত কুজো-সোরাই,

١٥ وَّنَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ ۔

১৫। সারীবদ্ধ গদি-কৌচ,

١٦ وَّزَرَابِيُّ مَبْثُوْثَةٌ ۔

১৬। ও সুবিন্যস্ত ফরাশ-বিছানা।

[কিয়ামতের বাস্তবতা সম্পর্কে যদি লোকের মনে সন্দেহ জাগে]

١٧ اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۔

১৭। তবে তাহারা কি তাকাইয়া দেখে না উটের দিকে ?—কী আকৃতি প্রকৃতি দিয়া দিয়া উহাকে পয়দা করা হইয়াছে ?১৭

কথা- বলিবেন না—বলিতে পারেন না। তাই বলা হইল যে, জান্নাতীরা জান্নাতে কোন বেহুদা বাজে কথা শুনিবেন না।

৭। সূরার প্রথম হইতে এই পর্যন্ত যাহা বলা হইল তাহাতে দাবী করা হইল যে, মানুষের মৃত্যুর পরে তাহাকে এক সময়ে পুনর্জীবিত করিয়া তাহাদের পার্থিব জীবনের কর্মাকর্মের বিচারের জন্য তাহাদিগকে কিয়ামতের বিচারালয়ে সমবেত করা হইবে। তারপর তাহাদের মধ্যে যাহারা দুন্‌য়াতে বদকার ছিল বলিয়া প্রমাণিত হইবে তাহাদিগকে জাহান্নামে লইয়া গিয়া কঠোর শাস্তি দেওয়া হইবে এবং যাহারা দুন্‌য়াতে নেককার ছিল বলিয়া প্রমাণিত হইবে তাহাদিগকে জান্নাতে লইয়া গিয়া অশেষ সুখ-শান্তি দেওয়া হইবে। এই দাবীর যথার্থতার প্রমাণ দেওয়া আরম্ভ হইল এই আয়াত হইতে।

এই আয়াতে এবং ইহার পরবর্তী আয়াত তিনটিতে বলা হইয়াছে যে, মানুষ যদি উটের আকৃতি প্রকৃতির দিকে, ঊর্দ্ধে অবস্থিত আসমানের দিকে, পৃথিবী বক্ষে দণ্ডায়মান পাহাড় পর্বতের দিকে এবং সুবিস্তৃত ভূপৃষ্ঠের দিকে শুধুমাত্র চোখ খুলিয়া তাকাইয়া দেখে তাহা হইলে সে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইবে যে যিনি এই সব পয়দা করিয়াছেন তাঁহার পক্ষে মানুষকে পুনরায় জীবিত করিয়া তাহাকে তাহার কর্মাকর্মের জন্য পুরস্কৃত ও দণ্ডিত করা মোটেই অসম্ভব নয়।

আয়াতটিতে তামাম জানোয়ারের মধ্যে বিশেষ করিয়া উটের আকৃতি প্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করিবার জন্য আহ্বান জানান হইয়াছে। ইহার রহস্য বর্ণনা করিতে গিয়া তফসীরকারগণ বলেন, উটের মধ্যে এমন সব বিচিত্র ও অভিনব গুণের সমাবেশ রহিয়াছে যাহার সবগুলি দূরের কথা—অধিকাংশ গুণও অপর কোন জানোয়ারে মধ্যে পাওয়া যায় না। যথা, উটের গোশত খাওয়া হয় এবং তাহার দুধ পান করা হয়। আর এই গোশ্‌ত ও দুধ পরিমাণে এত প্রচুর হয় যে, তাহাতে এক সঙ্গে বহু লোকের ক্ষুধা ও পিপাসা দূর হইয়া থাকে তারপর, উটের উপর আরোহণ করা হয় এবং উহার দ্বারা বোঝাও বহন করা হয়। আর এই উট আরোহী

www.ahlehadeethbd.org

١٨ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۝

১৮। আর আসমানের দিকে—কী ভাবে উহাকে উর্ধে তুলিয়া রাখা হইয়াছে? ৮

ও মালপত্র লইয়া সুগম পথে তো চলিতেই পারে, অধিকন্তু দুর্গম মরুভূমি অতিক্রম ব্যাপারে উটই একমাত্র বাহন হইয়া থাকে। তদুপরি উট বিরামহীন ভাবে যত দিন যত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে পারে বাহনের অপর কোন জানোয়ার দ্বারা তাহা সম্ভব হয় না। আবার পথে আট দশ দিন খাদ্য ও পানীয় না পাইলেও উট অচল হয় না ঐ সময়ে সে তাহার কুঁজ হইতে খাদ্য পাইতে থাকে এবং তাহার পাকস্থলীর বিশেষ এক থলিতে সংরক্ষিত পানি হইতে পানীয় গ্রহণ করিতে থাকে। শুধু তাই নয়, বরং তাহার ওষ্ঠ এমনভাবে তৈয়ারী যে, মরুভূমির একমাত্র পশু-খাদ্য কাঁটা-গুল্মাদি খাইবার সময়ে তাহার ওষ্ঠে কোন কাঁটা বিধে না। আর তাহার পদতল এমন ভাবে গঠিত যে, মরুভূমিতে চলিবার সময় তাহার পা বালুকা মধ্যে প্রবেশ করে না।

পক্ষান্তরে, হাতী উটের মতই বিরাটকায় প্রাণী বটে, কিন্তু উহা একে তো গৃহপালিত পশু নয়—তা ছাড়া উহাকে বশে রাখা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। তারপর হাতী মরুভূমিতে চলিতে পারে না এবং উহার জন্য প্রত্যহ প্রচুর পরিমাণে খাদ্য ও পানীয়ের প্রয়োজন হয়। তা ছাড়া হাতীর গোশ্ত ও দুধ মানুষের খাদ্যরূপে ব্যবহৃতও হয়না।

ছাগল, গরু ও মহিষের গোশ্ত ও দুধ মানুষের খাদ্য বটে, কিন্তু উটের তুলনায় উহার পরিমাণ অল্প। তদুপরি এই গুলির উপরে আরোহণ করাও যায় না।

ঘোড়া, গাধা ও খচ্চরের উপর আরোহণ করা যায় বটে, কিন্তু মরুভূমিতে ইহারা অচল। তাহা ছাড়া ইহাদের দুধ ও গোশ্ত সাধারণতঃ খাদ্যরূপে গ্রহণ করা হয় না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "কয়েক প্রকার পশুকে আমি মানুষের বশীভূত করিয়া দিলাম। উহার মধ্যে কোন কোনটি তাহাদের আরোহণের জন্য এবং কোন কোনটির গোশ্ত তাহারা খাইয়া থাকে। আর পশুর মধ্যে তাহাদের জন্য নানা উপকার ও পানীয় রহিয়াছে।"—য়াসীন, ৭২—৭৩।

"পশুগুলিকে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপকারের জন্য পয়দা করিয়াছেন। উহাদের কোন কোনটি হইতে তোমরা গরম পোষাক ও নানা উপকার পাইয়া থাক। এবং কোন কোনটির গোশ্ত তোমরা খাইয়া থাক। আর তোমারা সেগুলি যখন সন্ধ্যাকালে বাড়ী লইয়া আস এবং সকালে চরাইতে লইয়া যাও তখন উহা তোমাদের পক্ষে শোভা ও সৌন্দর্য হইয়া থাকে। আর তোমাদের যে বোঝাগুলি বহন করিয়া অন্য দেশে লইয়া যাইতে তোমাদের প্রাণান্তকর কষ্ট হইয়া থাকে সেই বোঝাগুলি তোমরা কোন কোন পশুর দ্বারা সচ্ছন্দে বহন করাইয়া থাক। নিশ্চয় তোমাদের রব্ব অত্যন্ত কোমল, অত্যন্ত দাতা। আর ঘোড়া, খচ্চর ও গাধাকে তোমাদের আরোহণের জন্য ও (তোমাদের গৃহের) শোভার জন্য পয়দা করিয়াছেন। আবার তিনি (তোমাদের পরিবহনের জন্য) এমন কিছু পয়দা করিবেন যাহা তোমরা জান না।" আন্-নাহ্ল, ৫—৮।

আয়াতটির তাৎপর্য এই যে, যে আল্লাহ তা'আলা এমন বিচিত্র জানোয়ার পয়দা করিতে পারিয়াছেন তাঁহার পক্ষে মানুষকে এক দফা পয়দা করিবার পরে তাহাকে মরণ দিয়া আবার তাহাকে পুনর্জীবিত করা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত সহজ ব্যাপার।

৮। الارض বা পৃথিবী বলিতে যেমন পৃথিবীস্থ কুল মখলুকাতকে শামিল ধরা হয় সেইরূপ السماء বা আসমান বলিতে ঊর্দ্ধ জগতের কুল মখলুকাত—যথা, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ নক্ষত্র ইত্যাদিকে বুঝান হয়। কাজেই আয়াতটির তাৎপর্য এই, যে আল্লাহ তা'আলা ঊর্ধস্থ জটিল জটিল মখলুকাতকে পয়দা করিয়া সে গুলিকে চরম শৃঙ্খলার সহিত সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে পরিচালনা করিয়া চলিয়াছেন, তিনি সৌর জগতের তুলনায় তুচ্ছাতিতুচ্ছ মখলুক মানুষকে যে ভাবে ইচ্ছা পয়দা করিতে, ধ্বংস করিতে; পুনরায়

www.ahlehadeethbd.org

١٩ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ۝

১৯। আর পাহাড়-পর্বতগুলির দিকে—কী ভাবে উহাদেরে খাড়া করিয়া রাখা হইয়াছে ?৯

٢٠ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۝

২০। আর ভূ-তলের দিকে—কী ভাবে উহাকে বিছাইয়া রাখা হইয়াছে ?১০

٢١ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ۝

২১। [হে রাসূল,] যাহা হউক আপনি উপদেশ দিতে থাকুন। ইহা নিশ্চিত যে, আপনি উপদেশক মাত্র ;—

পয়দা করিতে, পুরস্কৃত করিতে ও দণ্ডিতে করিতে নিঃসন্দেহে পূর্ণ ক্ষমতাবান। এই দলীলটি, কুরআন মজীদের বহু স্থানে বিভিন্ন ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।

৯। আয়াতটিতে বলা হইয়াছে যে, বিরাট বিরাট পাহাড় পর্বত যুগ যুগ ধরিয়া একই ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছে। সে গুলি কোন দিকে কাতও হয় না, ধ্বসিয়াও পড়ে না। যে আল্লাহ তা'আলা এই গুলিকে একই ভাবে দীর্ঘ কাল সংরক্ষিত করিয়া রাখিতে পারেন তাঁহার পক্ষে মানুষের দেহাবশেষ সংরক্ষিত রাখিয়া তাহাকে পুনর্জীবন দান এবং পুরস্কার ও দণ্ডদান মোটেই কঠিন নয়।

১০। এই বিশাল পৃথিবীতে মৎস্য, হাঙ্গর, কুমীর প্রভৃতি জলচর জন্তুর বাসের জন্য যেমন নদ-নদী, সাগর মহাসাগরের ব্যবস্থা রহিয়াছে—ব্যাঘ্র, ভল্লুক, সিংহ, সর্প প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর বাসের জন্য যেমন পাহাড়-পর্ব্বত, বন-বাদাড়, অরণ্য জঙ্গলের ব্যবস্থা রহিয়াছে ; সেইরূপ মানুষের বাসের উপযোগী সমতল ক্ষেত্রেরও ব্যবস্থা রহিয়াছে। যে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন জীবের বাসের জন্য পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছেন তাঁহার ক্ষমতা নিঃসন্দেহে অসীম এবং মানুষের বুদ্ধির অগম্য। কাজেই ঐ অসীম ক্ষমতাবানের পক্ষে মানুষকে পুনর্জীবিত করিয়া তাহাকে পুরস্কার ও দণ্ড দান নিঃসন্দেহে অতি তুচ্ছ ও সামান্য ব্যাপার বটে।

অবশেষে বক্তব্য এই যে, আয়াত চারিটিতে যে চারিটি বস্তুর দিকে দৃষ্টিপাত করিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে সেই বস্তুগুলি বাহ্য দৃষ্টিতে অসংলগ্ন ও এলোমেলো বলিয়া মনে হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ঐ গুলি মোটেই অসংলগ্ন নয়—বরং ঐ গুলি পরস্পর পরস্পরের সহিত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এই সংলগ্নতা ইমাম রাযী দুইভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন ; তন্মধ্যে একটি এই ঃ—

এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে কুরআন মজীদ আরবী ভাষায় আরবদের মধ্যে নাযিল হয় বলিয়া কোন কোন ব্যাপারে উহাতে আরবী আব-হাওয়ার ছাপ দৃষ্টিগোচর হয়। এখানে তাহাই হইয়াছে। আরব দেশে খাদ্যশস্য বিশেষ জন্মিত না। তাই আরবের লোকেরা খাদ্যশস্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ব্যবসা উপলক্ষে বিদেশ যাত্রা করিতে বাধ্য হইত। অনন্তর তাহারা আরব মরুভূমির একমাত্র বাহন উটে আরোহণ করিয়া পথ অতিক্রম করিতে থাকাকালে তাহাদের অন্তরে কোন না কোন চিন্তার উদয় হওয়া খুবই স্বাভাবিক বিধায় তাহাদের চিন্তাধারায় প্রথমে তাহাদের বাহন উটের বিষয়ই আসিয়া উপস্থিত হইত। তারপর উটের কথা চিন্তা করিতে করিতে তাহারা যখন উর্দ্ধ দিকে তাকাইত তখন তাহাদের নযরে পড়িত বিশাল আসমান। আর তখন তাহাদের চিন্তাধারা নিবদ্ধ হইত আসমানে। তারপর আসমানের কথা চিন্তা করিতে করিতে তাহারা যখন এদিকে ওদিকে দৃষ্টিপাত করিত তখন তাহাদের দৃষ্টিপথে পড়িত পাহাড় পর্ব্বত। অনন্তর পাহাড় পর্বতের কথা চিন্তা করিতে করিতে তাহারা যখন সম্মুখে দূরে তাকাইত তখন তাহাদের দৃষ্টি পড়িত সমতল ভূতলের প্রতি এবং তখন তাহারা ভূতল সম্বন্ধে চিন্তা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

٢٢ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ۝

২২। আপনি তাহাদের জন্য নিয়ামক নন।১১

٢٣ إِلَّا مَنْ تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ ۝

২৩। তবে, যে কেহ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে ও অবিশ্বাস করিবে—

٢٤ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ۝

২৪। তাহাকে আল্লাহ শাস্তি দিবেন— অতীব গুরুতর শাস্তি।১২

٢٥ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ۝

২৫। ইহা নিশ্চিত যে, তাহাদের প্রত্যাবর্তন একমাত্র আমারই দিকে হইবে ;

٢٦ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ۝

২৬। তারপর, ইহাও নিশ্চিত যে, তাহাদের হিসাব-কিতাব একমাত্র আমারই অধিকারে।

করিতে লাগিত। কাজেই দেখা যায়, আয়াতে বর্ণিত বস্তুগুলির মধ্যে বিশেষ সংযোগ থাকার কারণেই আল্লাহ তা'আলা এখানে চারিটি বিষয়ের অবতারণা করেন।

১১। কাফির মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার আদেশ-ব্যঞ্জক আয়াত দ্বারা এই আয়াতটির হুকম রহিত করা হয়।

১২। অর্থাৎ জাহান্নামের কঠোর শাস্তি তাহাদিগকে দেওয়া হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মুহাম্মদী জীবন-ব্যবস্থা

বুলুগুল মারাম—বঙ্গানুবাদ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُوْرِ

কসম ও মানত অধ্যায়

৫১৭। ইবন উমর রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী সঃ মানত মানিতে নিষেধ করেন এবং বলেন,

إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ

"ইহা নিশ্চিত যে, মানত নিজে কোন মঙ্গল আনয়ন করে না। [কারণ, মঙ্গল-দান সম্পূর্ণ-রূপে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাধীন।] তবে মানতের দ্বারা কৃপণের নিকট হইতে কিছু ধন বাহির করিয়া লওয়া হয়।"—বুখারী ও মুসলিম। ৭

إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ

৭। 'মানত কোন মঙ্গল আনয়ন করে না।' এই বাক্যটি মুসলিমে রহিয়াছে। বুখারীতে এই বাক্যের স্থলে রহিয়াছে,

إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا

'মানত কোন কিছু পরিবর্তন করে না'—বুখারী পৃষ্ঠা ৯৭৮ ও ৯৯০।

'মানতে' সাধারণতঃ বিশেষ কোন শর্তে শারীরিক অথবা মানসিক কোন ইবাদত সম্পাদন করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করা হয়। যথা বলা হয়,—আমি অথবা অমুক ব্যক্তি রোগমুক্ত হইলে অথবা অমুক মামলা মোকদ্দমা জিতিলে আমি এত রাকআত নফল নামায পড়িব অথবা এত দিন রোযা রাখিব অথবা এত টাকা খয়রাত করিব, ইত্যাদি।

এই হাদীসে রসূলুল্লাহ সঃ যে কোন প্রকার মানত করিতে নিষেধ করেন এবং মুমিনদিগকে জানাইয়া দেন যে, যে কল্যাণটি তকদীরে লিখা হয় নাই সেই কল্যাণটি মানতের ফলে কোন ক্রমেই আসিতে পারে না বলিয়া এবং মানতের দ্বারা তকদীরের ভাল-মন্দের কোনই পরিবর্তন সাধিত হয় না বলিয়া কোন কল্যাণ লাভের উদ্দেশ্যে কোন মানত করার কোনই অর্থ হয় না। বস্তুতঃ শারী'আতের মূল নীতি ও বিশ্বাস সম্পর্কে অজ্ঞতা ও মূর্খতার কারণেই মানুষ মানত মানিয়া থাকে।

তারপর মানত মানার তাৎপর্য এই দাঁড়ায় যে, আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে যেন একটি এই ধরনের চুক্তি করা হয় যে, আল্লাহ তা'আলা মানতকারীর অমুক কাজটি করিয়া দিলে মানতকারী আল্লাহ তা'আলার অমুক কাজটি সম্পাদন করিবে। এই মনোবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে ইসলাম-পরিপন্থী বিধায় কোন মুমিনের অন্তরে কোন মানত করার প্রবৃত্তি জাগরিত হওয়া উচিত নয়। কিন্তু কোন মুমিন অজ্ঞতাবশতঃ কোন মানত করিয়া থাকিলে তাহাকে কী করিতে হইবে তাহা পরবর্তী কয়েকটি হাদীসে বলা হইবে।

মানতের বিকল্প হিসাবে বিনা শর্তে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করতঃ রোগমুক্তি অথবা বিপদমুক্তির জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে বরাবর দুআ করিতে থাকাই মুমিনের জন্য প্রশস্ত বিধি।

www.ahlehadeethbd.org

৫১৮। (ক) উক্‌বা ইব্‌ন 'আমির রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِيْنِ

"কসম-ভঙ্গের কাফ্‌ফারাই হইতেছে মানত ভঙ্গের কাফ্‌ফারা।"—মুসলিম।

(খ) তিরমিযীও এই হাদীস রিওয়াত করিয়াছেন। কিন্তু সেই রিওয়াতে এই শব্দগুলি বেশী রহিয়াছে—

اِذَا لَمْ يُسَمِّهِ

"সে যদি তাহার মানতটির কথা নির্দিষ্ট-ভাবে উল্লেখ না করে।"

(গ) ইব্‌ন 'আব্বাস রাঃ হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِيْ مَعْصِيَةٍ فَكَفَّارَةُ يَمِيْنٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيْقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ

"কেহ যদি মানত মানা ইবাদতটির কথা উল্লেখ না করিয়া মানত করে, তাহা হইলে তাহাকে ঐ মানতের কাফ্‌ফারা হিসাবে কসম-ভঙ্গের কাফ্‌ফারা পালন করিতে হইবে। কেহ যদি কোন পাপ কাজ করিবার মানত করে তাহা হইলে তাহাকে [ঐ মানত ভঙ্গ করিতে হইবে এবং তাহাকে] কসম ভঙ্গের কাফ্‌ফারা পালন করিতে হইবে। কেহ যদি তাহার অসাধ্য কোন ব্যাপারে মানত করে তাহা হইলে উহার কাফ্‌ফারা স্বরূপ তাহাকে কসম-ভঙ্গের কাফ্‌ফারা পালন করিতে হইবে।"—আবু-দাউদ। ইহার সনদ সহীহ; কিন্তু হাদীসের হাফিযগণের মতে ইহা নবী সঃ-র বাণী না হইয়া ইব্‌ন আব্বাস রাঃ-র বাণী হওয়াই সমধিক যুক্তি-সঙ্গত।

(ঘ) 'আয়িশা রাঃ বলেন, নবী সঃ বলিয়াছেন,

وَمَنْ نَذَرَ اَنْ يَعْصِيَ اللّٰهَ فَلَا يَعْصِهِ

"আর কেহ যদি আল্লা'র না-ফরমানী করিবার মানত করে তাহা হইলে সে আল্লার নাফরমানী করিতে পারিবে না। [বরং তাহাকে ঐ মানত ভঙ্গ করিতে হইবে।]"

(ঙ) 'ইম্‌রান রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِيْ مَعْصِيَةٍ

"কোন পাপ করিবার মানত পালন করিতে নাই।"—মুসলিম।

(চ) উক্‌বা ইব্‌ন আমির রাঃ বলেন, আমার ভগিনী মানত করিয়াছিল যে, সে বয়তুল্লাহ পর্যন্ত খালি পায়ে হাঁটিয়া যাইবে। অনন্তর এই বিষয় সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সঃ-র নিকট হইতে বিধান জানিবার জন্য সে আমাকে আদেশ করিলে আমি তাঁহার নিকট বিধান জানিতে চাহিয়াছিলাম। তাহাতে নবী সঃ বলিয়াছিলেন,

لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ

"সে হাঁটিয়াও যাক এবং উটে চড়িয়াও যাক।" বুখারী ও মুসলিম। শব্দগুলি মুসলিম হইতে গৃহীত।

www.ahlehadeethbd.org

এই হাদীসটি আহমদের মুসনাদেও সুনান চতুষ্টয়ে এই ভাবে রহিয়াছে। নবী সঃ বলেন,

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئًا مُرِيهَا فَلْتَخْتَمِرْ وَلْتَرْكَبْ وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

"ইহা নিশ্চিত যে, তোমার ভগিনীর অনর্থক কষ্ট স্বীকারে আল্লার কোনই প্রয়োজন নাই। অতএব তাহাকে আদেশ কর সে যেন চাদর গায়ে দিয়া উটে চড়িয়া যায় এবং [মানত ভঙ্গের কারণে] তিন দিন রোযা রাখে।"৮

৫১৯। ইবন 'আব্বাস রাঃ বলেন, সা'দ ইবন 'উবাদা রাঃ-র মাতা কোন কিছু মানত মাত্রিয়া উহা পালন করিবার পূর্ব্বেই মারা যান। —অনন্তর সা'দ সেই সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সঃ-র নিকট বিধান জানিতে চাহিলে তিনি বলেন,

اقْضِهِ عَنْهَا

"তাহার পক্ষ হইতে তুমি উহা পালন কর।"৯—বুখারী ও মুসলিম।

৮। এই হাদীসগুলি হইতে নিম্নলিখিত আহকাম সাবিত হয়।—(এক) মানত করিবার সময় যদি নির্দিষ্ট কোন ইবাদতের নির্দিষ্ট কোন পরিমাণ উল্লেখ করা না হয় তাহা হইলে ঐ মানত পালন করা অসম্ভব বিধায় মানতটি ভঙ্গ করা হইয়াছে বলিয়া ধরা হইবে। কাজেই ঐ ক্ষেত্রে (খ) হাদীস মতে কসম-ভঙ্গের কাফ্‌ফারা অবধারিত হইবে।

(দুই) শারী'আত গর্হিত কোন পাপ কাজ করিবার মানত করা হইলে ঐ মানত পালন করা (ঘ) ও (ঙ) হাদীস মতে হারাম হইবে। কাজেই সে ক্ষেত্রে মানত ভংগ করতঃ (গ) হাদীস মতে কসম-ভঙ্গের কাফ্‌ফারা অবধারিত হইবে।

(তিন) কোন নির্দিষ্ট ইবাদত করিবার মানত করা হইলে ঐ ইবাদত যদি অসাধ্য না হয় তাহা হইলে উহা পালন করা আল্লাহ তা'আলার কালাম ["আর তাহারা যেন তাহাদের মানত পালন করে"—সূরা আল-হজ্জ, ২৯ আয়াত] মতে ওয়াজিব হইবে। কিন্তু ঐ ইবাদত যদি অসাধ্য হয় তাহা হইলে উহা পালন করা অসম্ভব বিধায় মানতটি ভঙ্গ হইয়াছে বলিয়া ধরা হইবে। কাজেই ঐ ক্ষেত্রে (গ) হাদীস মতে কাফ্‌ফারা অবধারিত হইবে।

(চার) কোন মুবাহ কাজ করিবার মানত করা হইলে ঐ কাজটি যদি মানতকারীর পক্ষে অসাধ্য হয় তাহা হইলে তাহাতে কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে মতভেদ দেখা যায়। তবে উহাকে মানত ভঙ্গ করা হয় বলিয়া (ক) হাদীস মতে কাফ্‌ফারা পালন করাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। কিন্তু ঐ মুবাহ কাজটি যদি দুঃসাধ্য ও কষ্টকর হয় তাহা হইলে (চ) হাদীস মতে ঐ মানত পালন না করিয়া কসম ভঙ্গের কাফ্‌ফারা দিতে হইবে।

৯। কোন ফরয ওয়াজিব ইবাদত অসমাপ্ত রাখিয়া যদি কাহারও মৃত্যু হয় তাহা হইলে ঐ ফরয-ওয়াজিব ইবাদতগুলি তাহার ওয়ারিসকে পালন করিতে হইবে কি না এবং ওয়ারিস উহা পালন করিলে মৃত ব্যক্তি ঐ দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি পাইবে কি না—সে সম্বন্ধে আলিমদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। ইবন আব্বাস বর্ণিত হাদীসটিতে সাদ রাঃ র মাতার যে মানতের উল্লেখ রহিয়াছে সেই মানতটি কোন ধরনের ছিল তাহা সঠিক ভাবে জানা যায় না বলিয়াই এই মতভেদ হইয়াছে। কেহ বলেন, ঐ মানতটি রোযা রাখার মানত ছিল! কেহ বলেন, উহা গোলাম আযাদ করার মানত ছিল। আবার কেহ বলেন, উহা দান-খয়রাত করার মানত ছিল।

www.ahlehadeethbd.org

৫২০। (ক) সাবিত ইবন্ যাহ্হাক রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ র যমানায় একজন লোক [সিরীয়ার উপকণ্ঠে অবস্থিত] বাওয়ানা নামক স্থানে একটি উট যবহ করার মানত করে। অনন্তর সে রসূলুল্লাহ সঃ-র নিকটে আসিয়া তাঁহাকে সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে রসূলুল্লাহ সঃ বলিলেন,

هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ يُعْبَدُ؟ قَالَ:

لَا — قَالَ: فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ

أَعْيَادِهِمْ؟ فَقَالَ: لَا — فَقَالَ: أَوْفِ

بِنَذْرِكَ فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي

مَعْصِيَةِ اللهِ وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ

وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ.

আহলুয-যাহির বাদে অপর দলগুলির অধিকাংশ আলিমের মত এই যে, মৃত ব্যক্তি যদি মাল সম্পর্কিত কোন ফরয-ওয়াজিব পালন না করিয়া মারা যায় এবং সে যদি উহা পালন করিবার উপযোগী মাল ছাড়িয়া যায় তাহা হইলে তাহার ওয়ারিসকে মৃত ব্যক্তির ঐ ফরয ওয়াজিব পালন করিতে হইবে – অন্যথায় নহে। যথা, যাকাত অথবা মানত খয়রাত বাকী রাখিয়া কাহারও মৃত্যু ঘটিলে তাহার পরিত্যক্ত মাল হইতে তাঁহার ওয়ারিস উহা প্রদান করিবে। কিন্তু মৃত ব্যক্তি কোন ফরয নামায অথবা রমযানের রোযা বা মানত রোযা সম্পাদন না করিয়া মারা গেলে তাহার ওয়ারিসকে উহা সম্পাদন করিতে হইবে না। তারপর হজ্জের কথা। হজ্জে মালও খরচ করিতে হয় এবং শরীরও খাটাইতে হয়। ইহা শরীর ও মাল উভয়ের মিশ্র ইবাদত। রসূলুল্লাহ সঃ ওয়ারিসকে মৃত ব্যক্তির পক্ষ হইতে হজ্জ করিবার জন্য স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়াছেন বলিয়া ওয়ারিসকে মৃত ব্যক্তির মাল হইতে হজ্জ করিতে বা করাইতে হইবে। ইহাই আহ্লুয্-যাহির ছাড়া অপর দলগুলির অধিকাংশ আলিমের মত।

পক্ষান্তরে, আহলুয্ যাহির আলিমগণ বলেন যে, মৃত ব্যক্তির সর্ব প্রকার ফরয ওয়াজিবই ওয়ারিসকে পালন করিতে হইবে। তাঁহাদের একটি দলীল হইতেছে এই হাদীস। তারপর ইমাম বুখারী তাঁহার সহীহ গ্রন্থে এই হাদীসটির পরেই যে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন তাহা হইতেছে তাঁহাদের দ্বিতীয় দলীল। ঐ হাদীসটিতে বলা হইয়াছে যে, একটি লোক রসূলুল্লাহ সঃ কে বলিল, "আমার বোন হজ্জ করিবার মানত করিয়াছিল; কিন্তু [হজ্জ না করিয়াই] মারা গিয়াছে।" তাহাতে নবী সঃ বলিলেন, "তাহার যদি কোন দেনা থাকিত তাহা হইলে তুমি উহা পরিশোধ করিতে কি? লোকটি বলিল, 'হাঁ'। তখন নবী সঃ বলিলেন, "তবে আল্লার দেনা পরিশোধ কর। **কেননা আল্লার দেনা পরিশোধ করা অধিকতর উপযোগী।**"

হাদীসটিতে আল্লাহ তা'আলার সকল দেনা পরিশোধ করিবার প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে। আর নামায, রোযা নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলার দেনার অন্তর্ভুক্ত। কাজেই ওয়ারিসকে মৃত ব্যক্তির বাকী রাখিয়া যাওয়া নামায রোযাও সম্পাদন করিতে হইবে।

ইমাম বুখারী অধ্যায়টির প্রারম্ভে যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ইমাম বুখারী এই মতই পোষণ করেন। অধ্যায়ের প্রারম্ভে তিনি বলেন :—

"যে ব্যক্তি মানত পালন না করিয়া মারা যায়। এবং একজন স্ত্রীলোকের মাতা কুবা মসজিদে নামায পড়িবার মানত করিয়া মারা গেলে ইবন উমর ঐ স্ত্রীলোকটিকে বলেন, 'তাহার পক্ষ হইতে তুমি নামায পড়িও'। এবং ইবন আব্বাসও অনুরূপ কথা বলিতেন।"—বুখারী পৃঃ ৯৯১।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

"ঐ স্থানে কি কোন মূর্তির পূজা করা হইত? সে বলিল, "না।" তিনি বলিলেন, "সেখানে কি মুশরিকদের কোন উৎসব অনুষ্ঠিত হইত?" সে বলিল, "না"। তখন রসূলুল্লাহ সঃ বলিলেন, "তোমার মানত পূর্ণ করিতে পার। কারণ, ইহা নিশ্চিত যে, আল্লার নাফরমানী সংক্রান্ত কোন মানত পূর্ণ করিতে হয় না; আত্মীয়তা ছিন্ন করা সম্পর্কিত কোন মানতও পালন করিতে হয় না; আর আদম সন্তানের অধিকারে যাহা নাই সেই সম্পর্কিত মানতও পালন করা যায় না"—আবূ দাউদ ও তাবরানী। ইবারতটি তাবরানী হইতে গৃহীত। ইহার সনদ সহীহ।১০

(খ) এই মর্মে কারদামের হাদীস আহমদ রিওয়ায়াত করিয়াছেন।

৫২১। জাবির রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, একজন লোক মক্কা-বিজয় দিবসে বলিল, "আল্লার রাসূল, আমি মানত করিয়াছিলাম যে, আল্লাহ আপনাকে মক্কা ফতহ করাইলে আমি বায়তুল মকদিসে গিয়া নামায পড়িব। (এখন কী করিব?)" তাহাতে তিনি বলিলেন—

صَلِّ هٰهُنَا فَسَأَلَهُ فَقَالَ : صَلِّ هٰهُنَا فَسَأَلَهُ فَقَالَ : فَشَأْنَكَ إِذًا •

"এখানেই নামায পড়।" সে আবার নবী সঃকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "এখানেই নামায পড়।" সে তৃতীয় বার নবী সঃ-কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "এখন তোমার যাহা খুশী।"—আহমদ ও আবূ দাউদ। হাকিম ইহাকে সহীহ বলিয়াছেন।

১০। হাদীসটির তাৎপর্য এই—যে মানতের সাথে আল্লার নাফরমানী জড়িত থাকে না সেই মানত পালন করিতে হইবে। তবে উহা কোন স্থান বিশেষের সহিত জড়িত করা হইলে উহা ঐ স্থানেই পালন করিতে হইবে—এমন কোন কথা নাই। কারণ পরবর্তী হাদীস দুইটি হইতে জানা যায় যে, কা'বা গৃহ সংলগ্ন মসজিদ, বায়তুল মকদিসের মসজিদ ও নবী সঃ-র মসজিদ ছাড়া অন্য কোন মসজিদে অথবা অন্য কোন স্থানে কোন ইবাদত করার মানত করা হইলে ঐ ইবাদত যদি যে কোন মসজিদে অথবা যে কোন স্থানে সম্পাদিত করা হয় তাহা হইলে তাহাতেই মানত পালন করা হইবে। কারণ ঐ তিনটি মসজিদ ছাড়া অপর সকল মসজিদই মর্যাদায় সমান।

কিন্তু কা'বার মসজিদে নামায পড়ার মানত করিলে ঐ মসজিদে নামায পড়া ছাড়া মানত পালিত হইবে না। কারণ, পৃথিবীর সকল মসজিদই মর্যাদায় কা'বা মসজিদের নীচে। মসজিদ সমূহের মধ্যে মর্যাদায় সর্ব্ব প্রথম হইতেছে কা'বার মসজিদ; দ্বিতীয় হইতেছে নবী সঃ-র মসজিদ এবং তৃতীয় হইতেছে বায়তুল-মকদিসের মসজিদ। এই তিনটি মসজিদ ছাড়া দুনিয়ার তামাম মসজিদ মর্যাদায় সমান। কাজেই এই তিনটি ছাড়া যে কোন মসজিদে কোন ইবাদত করিবার মানত করা হইলে ঐ ইবাদত যে কোন মসজিদে করিলেই মানত পূর্ণ হইবে।

—নবী সঃ-র মসজিদে নামায পড়িবার মানত করা হইলে ঐ মসজিদে অথবা কা'বার মসজিদে নামায পড়িলে মানত পূর্ণ হইবে। অন্য কোন মসজিদে পড়িলে মানত পূর্ণ হইবে না।

বায়তুল-মকদিসের মসজিদে নামায পড়িবার মানত করা হইলে ঐ মসজিদে, অথবা নবী সঃ-র মসজিদে অথবা কা'বার মসজিদে নামায পড়িলে মানত পূর্ণ হইবে—অন্য কোন মসজিদে পড়িলে মানত পূর্ণ হইবে না। এই কারণেই পরবর্তী হাদীসটিতে বায়তুল-মকদিসের মসজিদে নামায পড়ার মানত সম্পর্কে নবী সঃ ঐ মানতকারীকে কা'বা মসজিদে নামায পড়িয়া মানত পূর্ণ করিবার নির্দেশ দেন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

৫২২। আবূ সা'ঈদ খুদরী রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, নবী সঃ বলিয়াছেন,

لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَمَسْجِدِي هَذَا

"তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোন স্থানের জন্য সওয়াবের উদ্দেশ্যে সফর করা চলিবে না। (মসজিদ তিনটি এই ঃ—) মসজিদুল হারাম বা কা'বার মসজিদ, মসজিদুল আকসা বা বায়তুল মকদিসের মসজিদ এবং আমার এই মসজিদ অর্থাৎ মদীনার মসজিদুন্নবী।"—বুখারী ও মুসলিম। ভাষা বুখারী হইতে গৃহীত।১১

৫২৩। উমর রাঃ বলেন, আমি একদা "বলিলাম, "আল্লার রাসূল, জাহিলী যুগে আমি মানত করিয়াছিলাম যে, আমি মসজিদুল হারামে এক রাত্রির জন্য ই'তিকাফ করিব।" তাহাতে তিনি বলিলেন,

أَوْفِ بِنَذْرِكَ

"তোমার মানত পূর্ণ কর।"—বুখারী ও মুসলিম। বুখারীর রিওয়াতে ইহাও রহিয়াছে যে, রসূলুল্লাহ সঃ বলিলেন,

فَاعْتَكِفْ لَيْلَةً

'তবে এক রাত্রি ই'তিকাফ কর।"

১১। কাফির অবস্থায় কোন মানত করা হইলে ইসলাম গ্রহণের পরে ঐ মানত পালন করিতে হইবে কি না—সে সম্বন্ধে আলিমদের মতভেদ দেখা যায়। এই হাদীস হইতে পরিষ্কারভাবে জানা যায় যে, কাফির অবস্থায় যদি শারী'আত-সম্মত কোন মানত করা হয় তাহা হইলে ইসলাম গ্রহণের পরে ঐ মানত পূর্ণ করিতে হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

كِتَابُ الْقَضَاءِ

বিচার অধ্যায়

৫২৪। বুরাইদা রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছে

الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ اِثْنَانِ فِي النَّارِ وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ رَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَلَمْ يَقْضِ بِهِ وَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ لَمْ يَعْرِفِ الْحَقَّ فَقَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ

"বিচারক তিন প্রকার—দুই প্রকার জাহান্নামে যাইবে এবং এক প্রকার জান্নাতে যাইবে। যে ব্যক্তি ন্যায় বুঝিতে পারিয়া তদনুযায়ী মীমাংসা করে সে জান্নাতে যাইবে। কিন্তু যে ব্যক্তি ন্যায় বুঝিতে পারিয়া তদনুযায়ী মীমাংসা করে না—বরং ফয়সালা ব্যাপারে যুলুম করে সে জাহান্নামে যাইবে। আর যে ব্যক্তি ন্যায় বুঝিয়া উঠিতে অক্ষম হইয়া অজ্ঞতার উপর ভিত্তি করিয়া মীমাংসা দেয় সেও জাহান্নামে যাইবে।"১ —সুনান চতুষ্টয়। ইহাকে হাকিম সহীহ বলিয়াছেন।

৫২৫। আবু হুরাইরা রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেনঃ

مَنْ وُلِّيَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّيْنٍ

"যে ব্যক্তি বিচারক নিযুক্ত হয় সে বিনা ছোরাতে যবহ হইয়া যায়।"২ —আহমাদ ও সুনান চতুষ্টয়। ইহাকে ইবন হিব্বান সহীহ বলিয়াছেন।

১। ন্যায় অন্যায় বুঝিবার পক্ষে প্রয়োজনীয় ইলম ও বুদ্ধি বিচারকের মধ্যে অবশ্যই থাকিতে হইবে। এই ইলম ও বুদ্ধি না থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি বিচার করিতে যায় এবং ফলে অন্যায় ফয়সালা দিতে থাকে তাহার প্রতি হাদীসটির শেষ অংশ প্রযোজ্য হইবে। যে বিচারকের মধ্যে বিচার কার্য পরিচালনার উপযোগী যথেষ্ট ইলম ও বুদ্ধি রহিয়াছে তাহার ফয়সালা যদি সাক্ষ্য প্রমাণের ত্রুটির কারণে প্রকৃত হকদারের পক্ষে না হইয়া তাহার বিপক্ষে হয়, তাহা হইলে তাহাতে বিচারকের কোনই অপরাধ হইবে না। (হাদীস নং ৫৩০)। বরং ন্যায় উদ্ধারে যথাসাধ্য চেষ্টা করার জন্য ঐ বিচারক একটি প্রতিদানের হকদার হইবে। (হাদীস নং ৫২৭)।

২। হাদীসটির তাৎপর্য এই যে, বিচারকের পদটি অত্যন্ত বিপদ-সঙ্কুল। দুনিয়াতে যথাসাধ্য চেষ্টা যত্ন করিয়া ন্যায় বিচার করিয়া তাহাকে লোকদের বিরাগ ভাজন হইতে হয় এবং আখিরাতে তাহাকে কঠোর হিসাবের সম্মুখীন হইতে হইবে। হাদীস নং ৫৩২)। "ছোরা বিনে নিহত হওয়া" কথাটি "বিনা মেঘে বজ্রপাত"—এর সমতুল্য।

www.ahlehadeethbd.org

৫২৬। আবূ হুরাইরা রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন :

إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَنِعْمَتِ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ •

"ইহা নিশ্চিত যে, তোমরা অনতিবিলম্বে শাসন ক্ষমতা লাভ করিবার জন্য লোভ করিতে থাকিবে। কিন্তু ঐ শাসন ক্ষমতা কিয়ামত দিবসে অনুতাপে পরিণত হইবে। শাসন-ক্ষমতা দুগ্ধদায়িনীরূপে কত উত্তম আর দুগ্ধ দান বন্ধকারিণীরূপে কত খারাপ!"৩—বুখারী।

৫২৭। 'আমর ইবন 'আস রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রসূলুল্লাহ সঃ-কে ইহা বলিতে শুনিয়াছেন :

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ •

"বিচারক যদি বিচার করিতে বসিয়া ন্যায় নির্ণয়ন ব্যাপারে যথাসাধ্য চেষ্টা করে এবং সঠিক মীমাংসায় পৌঁছে তাহা হইলে সে দুইটি প্রতিদান লাভ করে। আর সে যদি বিচার করিতে বসিয়া সত্য উদ্ধারে যথাসাধ্য চেষ্টা করে কিন্তু সঠিক মীমাংসায় পৌঁছিতে না পারে তাহা হইলে সে একটি প্রতিদান লাভ করে।"৪—বুখারী ও মুসলিম।

৩। রসূলুল্লাহ সঃ এই হাদীসে একটি ভবিষ্যদ্বাণী করেন। তাহা এই যে সাহাবীগণ অদূর ভবিষ্যতে নানা দেশ জয় করিবে এবং ঐ সকল দেশের শাসনভার লাভ করিবার জন্য উদগ্রীব হইয়া উঠিবে। এই প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ সঃ সাহাবীদিগকে সতর্ক করিয়া দেন যে, শাসনক্ষমতা গ্রহণ করা কল্যাণকর ব্যাপার মোটেই নয়। কারণ উহা যতকাল হাতে থাকে তত কাল ধনসম্পদ লাভ হয় এবং লোকের ভক্তি শ্রদ্ধা পাওয়া যায় বলিয়া উহা প্রীতিকর হইয়া থাকে। কিন্তু শাসন ক্ষমতা হস্তচ্যুত হওয়া মাত্রই ধন-সম্পদ লাভের পথও বন্ধ হইয়া যায় এবং লোকেও মোটেই মানতে চায় না বলিয়া তখন অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠে। অধিকন্তু আখিরাতের দুর্ভোগ তো আছেই।

এই হাদীসে শাসনক্ষমতা গ্রহণ করা হইতে যথা সম্ভব পরহেয করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

৪। প্রথম ক্ষেত্রে বিচারক 'যথাসাধ্য চেষ্টা করার' জন্য একটি প্রতিদান এবং সঠিক মীমাংসায় পৌঁছার জন্য আর একটি প্রতিদান—মোট দুইটি প্রতিদান লাভ করে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বিচারক 'যথাসাধ্য চেষ্টা করার জন্য একটি প্রতিদান লাভ করে। আর সঠিক মীমাংসায় পৌঁছিতে না পারার গুনাহ আল্লাহ মাফ করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আল্লাহ কাহাকেও তাহার আয়ত্ব ছাড়া কোন কিছুরই জন্য হুকুম করেন না।"—আল বাকরা, ২৮৬।

এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সঠিক মীমাংসায় পৌঁছিবার জন্য বিচারকের পক্ষে যাহা কিছু প্রয়োজনীয় তাহা সে যথাসাধ্য অবলম্বন করা সত্বেও যদি সঠিক মীমাংসায় পৌঁছিতে না পারে কেবলমাত্র সেই বিচারকই এই একটি প্রতিদানের হকদার হইবে। সঠিক মীমাংসায় পৌঁছিবার জন্য যাহা প্রয়োজনীয় তাহা যথাসাধ্য অবলম্বন না করার ফলে যে বিচারক ভুল মীমাংসা দিয়া থাকে সে ৫২৪নং হাদীস অনুযায়ী জাহান্নামে যাইবে।

www.ahlehadeethbd.org

৫২৮। আবূ বাক্‌রা রাঃ বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সঃ-কে ইহা বলিতে শুনিয়াছি :

لَا يَحْكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ

"কেহ যেন রাগান্বিত অবস্থায় দুই জনের মধ্যে কোন ফয়সালা না করে।"৫—বুখারী ও মুসলিম।

৫২৯। (ক) আলী রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন ;

إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخَرِ فَسَوْفَ تَدْرِيْ كَيْفَ تَقْضِيْ قَالَ عَلِيٌّ فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ ٭

"দুইজন লোক যখন তোমাকে বিচারক মানিয়া লয় তখন তুমি একজনের কথা শুনিয়া মীমাংসা করিও না। বরং অপর জনেরও কথা শুনিও। কেননা তাহা হইলে তুমি কীভাবে মীমাংসা করিবে তাহা বুঝিতে পারিবে।"৬—আহমাদ, আবূ দাউদ ও তিরমিযী। এই হাদীসকে তিরমিযী হাসান বলিয়াছেন ; ইবনুল মাদীনী শক্তিশালী বলিয়াছেন এবং ইবন হিব্বান সহীহ বলিয়াছেন।

[খ] এই মর্মে ইবন আব্বাস রাঃ-র একটি হাদীস ইমাম হাকিম রিওয়ায়াত করিয়াছেন

৫৩০। উম্ম সালামা রাঃ বলেন, একদা রসূলুল্লাহ সঃ বলিলেন,

إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ إِلَيَّ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُوْنَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِيْ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيْهِ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ ٭

"ইহা নিশ্চিত যে, তোমাদের মধ্যেকার বিবাদ মীমাংসার জন্য তোমরা বিবাদমান ব্যাপারটি আমার নিকট পেশ করিয়া থাক। অনন্তর তোমাদের এক দলের তুলনায় অপর দলটি নিজ প্রমাণ বর্ণনা ব্যাপারে অধিকতর

৫। বাদী অথবা বিবাদী—যে কোন পক্ষের প্রতি বিচারকের যদি ব্যক্তিগত রাগ বা আক্রোশ থাকে অথবা বিচারকালে রাগের উদ্রেক হয় তাহা হইলে বিচারক নিজ স্বার্থের খাতিরে তাহার মোকদ্দমার বিচার করিবে না। ঐ অবস্থায় বিচারক যদি মীমাংসা দিয়া বসেন তাহা হইলে ঐ মীমাংসা কার্যকর না হওয়াই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। বর্তমান বিচার পদ্ধতিতে আপীলের ব্যবস্থার মধ্যে ইহার সমর্থন পাওয়া যায়।

৬। বিচারের জন্য বাদী ও বিবাদী—উভয় পক্ষের বক্তব্য বিচারককে অবশ্যই শুনিতে হইবে। এক পক্ষের কথা শুনিয়া বিচারক কোন মোকদ্দমা ফয়সালা করিতে পারিবে না। কিন্তু অপর পক্ষের প্রতি সমন জারী করা সত্ত্বেও সে যদি বিচারালয়ে উপস্থিত না হয়, অথবা উপস্থিত হইয়া কোন কিছু বলিতে অস্বীকার করে, অথবা চুপ থাকে তাহা হইলে ঐ সকল অবস্থায় বিচারক এক পক্ষের বক্তব্য শুনিয়া এবং প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করিয়া ঐ মোকদ্দমা ফয়সালা করিতে পারিবে।

www.ahlehadeethbd.org

বাক্‌পটু হইয়া থাকে। ফলে, তাহার নিকট হইতে আমি যাহা শুনি সেই মতে তাহার পক্ষে ডিক্রী ফয়সালা দিয়া থাকি। এই ভাবে আমি যদি কাহাকেও তাহার ভাইয়ের কোন হক দিয়া ফেলি তাহা হইলে আমি তাহাকে জাহান্নামের আগুনের একটি টুকরা বৈ আর কিছুই দিই না।"৭—বুখারী মুসলিম।

৫৩১। [ক] জাবির রাঃ বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সঃ-কে ইহা বলিতে শুনিয়াছি ঃ

كَيْفَ تُقَدَّسُ أُمَّةٌ لَا يُؤْخَذُ مِنْ شَدِيدِهِمْ لِضَعِيفِهِمْ

"যে উম্মতের শক্তিশালী লোকদের নিকট হইতে দুর্বলদের হক আদায় করা না হয় সেই উম্মত কী ভাবে পাক-পবিত্র হইবে?"৮—ইবন হিব্বান।

[খ] এই মর্মে বুরাইদা রাঃ-র একটি হাদীস বায্‌যার রিওয়াত করিয়াছেন এবং আবু সাঈদ রাঃ-র অপর একটি হাদীস ইবন মাজা রিওয়াত করিয়াছেন।

৫৩২। আয়িশা রাঃ বলেন আমি রসূলুল্লাহ সঃ-কে ইহা বলিতে শুনিয়াছি ঃ

يُدْعَى بِالْقَاضِي الْعَادِلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى مِنْ شِدَّةِ الْحِسَابِ مَا يَتَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي عُمْرِهِ، رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَلَفْظُهُ فِي تَمْرَةٍ

"কিয়ামত দিবসে ন্যায়-বিচারক কাযীকে ডাকা হইবে। অনন্তর সে এমন কঠোর হিসাবের সম্মুখীন হইবে যে, সে কামনা করিতে থাকিবে—হায়! সে যদি তাহার জীবদ্দশায় কোন দুই জনের মধ্যে বিবাদ নিষ্পত্তি না করিত!" —ইবন হিব্বান এই পর্যন্তই রিওয়াত করেন। আর বাইহাকীর রিওয়ায়াতের শেষে অতিরিক্ত এই কথাও রহিয়াছে ঃ "একটি খুরমা ব্যাপারেও।"

৫৩৩। আবু বাক্‌রা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, নবী সঃ বলিয়াছে ঃ

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً

"যে কাওম কোন স্ত্রীলোককে নিজেদের শাসনভার অর্পণ করে সে কাওম কখনই সফলকাম হইবে না"৯—বুখারী।

৭। হাদীসটির তাৎপর্য এই ঃ

যে কোন মোকদ্দমাতেই উভয় পক্ষই, তাহাদের ন্যায্য হক নিশ্চিত ভাবে জানে। কাজেই বিচারক যথারীতি সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করিয়া যে ফয়সালা দেন তাহাতে যদি কোন পক্ষ দেখিতে পায় যে, তাহাকে অপর পক্ষের কিছু ন্যায্য হক দেওয়া হইয়াছে তাহা হইলে তাহার পক্ষে ঐ ফয়সালার বলে ঐ হক ভোগ করা হালাল হইবে না; এবং উহা ভোগ করিলে তাহাকে জাহান্নামে যাইতে হইবে।

কোন বিচারকের ফয়সালার দরুণ—এমন কি রসূলুল্লাহ সঃ-র ফয়সালার দরুণও এক পক্ষের ন্যায্য হক অপর পক্ষের জন্য হালাল হইবে না।

৮। এই হাদীস হইতে জানা যায় যে, **সবলদের হাত হইতে দুর্ব্বলদের স্বার্থরক্ষার উপরে সমাজ ও রাষ্ট্রের পবিত্রতা ও সুষ্ঠুতা নির্ভর করে।**

৯। এই হাদীস হইতে প্রমাণিত হয় যে, **স্ত্রীলোকের হাতে শাসন-ক্ষমতা কোনক্রমেই দেওয়া চলিবে না।** গ্রন্থকার হাদীসটি বিচার অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট করিয়া ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, **স্ত্রীলোককে বিচারকও নিযুক্ত করা যাইবে না।**

www.ahlehadeethbd.org

Contents

৫৩৪। আবূ মারয়াম আযদী রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, নবী সঃ বলিয়াছেন ঃ

مَنْ وَلَّاهُ اللّٰهُ شَيْئًا مِنْ أُمُوْرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَاحْتَجَبَ عَنْ حَاجَتِهِمْ وَفَقِيْرِهِمْ احْتَجَبَ اللّٰهُ دُوْنَ حَاجَتِهِ ۰

"মুসলিমদের শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারসমূহে কোন কিছুর ভার আল্লাহ যাহাকে অর্পণ করেন সে যদি মুসলিমদের প্রয়োজন পূরণের পথে এবং গরীব মুসলিমদের পথে প্রতিবন্ধক হয় তাহা হইলে তাহার প্রয়োজন পূরণ ব্যাপারে আল্লাহ প্রতিবন্ধক হইবেন।"—আবূ দাঊদ ও তিরমিযী।

৫৩৫। [ক] আবূ হুরাইরা রাঃ বলেন, বিচার ব্যাপারে ঘুষ দানকারী ও ঘুষ গ্রহণকারী উভয়ের জন্যই রসূলুল্লাহ সঃ লা'নত করিয়াছেন।—আহমাদ ও সুনান চতুষ্টয়।১০ তিরমিযী ইহাকে হাসান বলিয়াছেন।—ইবন হিব্বান ইহাকে সহীহ বলিয়াছেন।

[খ] এই মর্মে আবদুল্লাহ ইব্ন আম্র রাঃ-র একটি হাদীস তিরমিযী, আবূ দাঊদ ও ইবন মাজা রিওয়াত করিয়াছেন।

৫৩৬। আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ এই হুকম করিয়াছেন ঃ

إِنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَاكِمِ ۰

"পক্ষদ্বয়কে বিচারকের সম্মুখে অবশ্যই বসান হইবে।"১১—আবূ দাঊদ। হাকিম এই হাদীসকে সহীহ বলিয়াছেন।

১০। ইবনুল্-আসীর তাঁহার 'নিহায়া' গ্রন্থে বলিয়াছেন, 'অন্যায়ভাবে কিছু লাভ করিবার মতলবে কেহ যদি কাহাকেও কিছু দেয় তবে তাহাই 'ঘুষ' হইবে। এবং ঐ ঘুষ-দাতাকেই লানত করা হইয়াছে। কিন্তু নিজের ন্যায্য হক লাভের জন্য, অথবা কোন যুলুম হইতে আত্মরক্ষার জন্য কেহ যদি কাহাকেও কিছু দেয় তাহা হইলে সে লানতপ্রাপ্ত ঘুষদাতার আওতায় পড়িবে না। আবদুল্লাহ ইবন মস'উদ রাঃ আবিসিনিয়াতে একবার আক্রান্ত হইলে দুই দীনার দিয়া নিজের জান বাঁচাইয়াছিলেন। তাহা ছাড়া একদল তাবিঈ ইমাম বলিয়াছেন যে, নিজের জান ও মাল যুলুম হইতে রক্ষা করিবার জন্য কিছু দিতে কোন দোষ নাই।

তারপর মিশকাতের ভাষ্য 'মিরকাত' গ্রন্থে মুল্লা আলী কারী বলেন ঃ "কাহারও ন্যায্য হক নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে অথবা অন্যায়ভাবে কিছু লাভের উদ্দেশ্যে বিচারক অথবা শাসনকর্তাকে যাহা দেওয়া হয় তাহাকেই 'ঘুষ' বলা হয় এবং এই প্রকার ঘুষ-দাতাকেই লা'নত করা হইয়াছে। কিন্তু নিজের ন্যায্য হক লাভের উদ্দেশ্যে অথবা যুলুম হইতে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে বিচারক ও শাসনকর্তা ছাড়া অপর কাহাকেও যদি কেহ কিছু দেয় তাহা হইলে সে লা'নতপ্রাপ্ত ঘুষ-দাতার পর্যায়ে পড়িবে না।"—(তিরমিযীর ভাষ্য তুহফা হইতে সঙ্কলিত।)

১১। পক্ষদিগকে অথবা সাক্ষীদিগকে দণ্ডায়মান অবস্থায় রাখিয়া তাহাদের যবানবন্দী গ্রহণ করা শারী'আত-বিরুদ্ধ। মানুষ একমাত্র আল্লাহতা'আলার সামনে দাঁড়াইতে বাধ্য। বর্তমানে বিচারালয়গুলিতে দাঁড়াইয়া যবান-বন্দী দেওয়ার যে ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহার পরিবর্তন হওয়া উচিত।

www.ahlehadeethbd.org

রসূলুল্লার (ঃ) জিহাদে গুপ্ত-বার্তাবহের ভূমিকা

[চয়ন]

—মোহাম্মদ আবদুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

খন্দকের যুদ্ধেঃ

হিজরীর ৫ম বর্ষ। কুরেশ এবং তাদের মিত্র পক্ষ ও প্রভাবাধীন গোত্র সমূহের ১০ হাজার সৈন্য মদীনার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। গুপ্তচর মারফত সংবাদ পেয়ে পারস্যবাসী মুসলিম—সালমান ফারসীর পরামর্শ-ক্রমে মদীনা রক্ষার জন্য পরিখা খনন করা হ'ল। কুরেশরা শহর আক্রমণ করতে এসে পরিখা দেখে স্তম্ভিত হল।

মুসলমানগণ পালাক্রমে দিনরাত পরিখা পাহাড়া দিচ্ছিল। কুরেশ বাহিনীর তীর নিক্ষেপ, প্রস্তর বর্ষণ ও পরিখা অতিক্রমণের সব চেষ্টা যখন ব্যর্থ হয়ে গেল তখন তাদের মনে নৈরাশ্য দেখা দিল। তাদের খাদ্য সম্ভারও ফুরিয়ে আসতে লাগল। তারা এক কূটনীতির আশ্রয় নিল। তারা মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ মদীনার ইহুদী গোত্র বনি-কুরায়জাকে সন্ধি ভঙ্গ করতে এবং মুসলমানদের উপর মদীনার ভিতর থেকে অতর্কিত হামলা চালাতে প্ররোচিত করল। এটাকে একটা মহা সুযোগরূপে গ্রহণ করতেও তারা তাদেরকে উত্তেজিত করল।

গুজব রটে গেল বনি কুরায়জা চুক্তি ভঙ্গ করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুরেশদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। গুজব রসূলুল্লার (দঃ) কানেও পৌঁছল। তিনি সত্য মিথ্যা নির্ধারণের জন্য সা'দ ইবনে উবাদা প্রভৃতি বিশিষ্ট সাহাবাগণকে কুরায়জা মহল্লায় প্রেরণ করলেন। তারা ঘুরে ফিরে এবং কুরায়জা প্রধানদের সঙ্গে কথা বার্তা ব'লে রসূলুল্লার (দঃ) নিকট রিপোর্ট পেশ করলেন যে, গুজব ষোল আনা সত্য। বরং যা অনুমান করা গিয়েছিল ষড়যন্ত্র তার চাইতেও গভীরতর। কাল পর্যন্ত যারা ছিল বিশ্বাসযোগ্য মিত্র, আজ তারাই জানী দুশমন। তাদের কথা বিদ্রূপাত্মক, তাদের ব্যবহার আপত্তিজনক। মুসলমানগণ মিত্রপক্ষের এই বিশ্বাসঘাতকতায় দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ হলেন কিন্তু নিরাশ হলেন না। বরং সময় মত গোপন তথ্য জানতে পারায় আল্লার শোকরিয়া জানালেন। তাঁরা সতর্ক হলেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের সুযোগ পেলেন।

কুরেশদের সঙ্গে যে সব দুর্ধর্ষ বেদুইন গোত্র এবং অন্যান্য কবীলা যোগ দিয়ে মদীনা আক্রমণ করার জন্য সমবেত হয়েছিল তাদের মধ্যে একটি কবীলার নাম ছিল গাতফান। এই গোত্রের এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি নায়ীম ইব্‌নে মসউদের মন ইসলামের প্রতি ঝুঁকে পড়ল। তিনি ইসলাম কবুল করলেন কিন্তু তিনি তাঁর ইসলাম কবুলের কথা গোপন রাখলেন। কাউকে কিছু না বলে তিনি সে গোপনে হুযূরতের দরবারে এসে হাযির হলেন এবং নিবেদন করলেন, 'হুজুর আমি আল্লার অশেষ ফযল ও করমে ইসলাম কবুল করেছি। ইসলামের এই নাজুক পরিস্থিতিতে কিছু খেদমত করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করব। মুনাসেব যে কোন কাজের নির্দেশ দিন—বান্দা হাযের।' মানব চরিত্র এবং মানুষের কর্মক্ষমতা সম্পর্কে অতি অভিজ্ঞ মহানবী (দঃ) এরশাদ ফরমালেন, "তোমার ইসলাম গ্রহণ এখনও শত্রু মিত্র সকলের নিকট অজ্ঞাত। তোমার দ্বারাই সম্ভব দুশমন দলে ভাঙ্গন সৃষ্টির কূটনৈতিক তৎপরতা। জেনো রাখ, যুদ্ধ হচ্ছে কূটকৌশল, এর অপর নাম হিলা ও তদবির।"

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বুদ্ধিমান নায়ীম সমরবিশেষজ্ঞ মহানবীর (দঃ) ইঙ্গিতের অর্থ পরিষ্কার বুঝতে পারলেন। খুশী মনে কূটনীতিকের দায়িত্ব কাঁধে নিলেন। যে গাতফান কবীলার তিনি নেতৃপুরুষ, তারাও ছিল ইহুদী। এই কবীলার সঙ্গে ইহুদী বনি কুরায়জার সম্পর্ক ছিল পুরাতন, ঘনিষ্ট ও হৃদ্যতাপূর্ণ। গাতফান গোত্রের প্রতিনিধিরূপে শুভানুধ্যায়ীর ভূমিকায় তিনি বনিকুরায়জা মহলে উপস্থিত হলেন। লৌকিকতার আদান প্রদানের পর উপস্থিত পরিস্থিতির পর্যালোচনা প্রসঙ্গে তিনি পরামর্শ স্বরূপ নিবেদন করলেন, "কুরেশ পক্ষ এই যুদ্ধে জয়লাভ করবে এমন কথা হলফ ক'রে বলা চলে না। যদি জয়লাভ করে ভাল, কিন্তু তা না পারলে এটা খুবই সম্ভব যে, তারা তোমাদেরকে মোহাম্মদের করুণা এবং প্রতিশোধ গ্রহণের মাঝে নিক্ষেপ ক'রে সরে পড়বে। তখন তোমরা কেমন ক'রে নিজেদেরকে বাঁচাবে একবার ভেবে দেখেছ কি? সুতরাং এখনও সময় থাকতে তোমাদের গভীরভাবে সমস্ত ব্যাপারটা বিবেচনা করে দেখা উচিত বলে আমি মনে করি।"

বনি কুরায়জা না'য়ীমের পরামর্শ মনোযোগ দিয়ে শুনল, এবং এর সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করল। তারা তারই নিকট পরামর্শ চাইল যে, তাদের তখন কি করা যুক্তি সঙ্গত। না'য়ীম বুঝতে পারলেন ঢিল ঠিক জায়গাতেই লেগেছে, ওষুধের ক্রিয়া শুরু হয়েছে। মনে মনে উৎসাহিত হয়ে তিনি বললেন, "আমার মতে কুরেশরা যাতে ক'রে কোন অবস্থাতেই তোমাদেরকে বিপদের মুখে ফেলে পালাতে না পারে তারই রক্ষাকবচ স্বরূপ তাদের কিছু সংখ্যক লোককে প্রতিভূরূপে তোমাদের নিকট রেখে দেওয়ার দাবী জানান উচিত।"

না'য়ীমের এ পরামর্শ তাদের কাছে ভাল লাগল। তাঁকে তারা ধন্যবাদ জানাল। না'য়ীম এবার কুরেশ বাহিনীর দিকে এগিয়ে চললেন। তাদের ছাউনীতে ঢুকে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জড় করে তিনি বললেন, "এইমাত্র আমি মদীনা থেকে এলাম, কিছু তথ্যও তোমাদের জন্য বহন করে আনলাম।" সেই তথ্য জানার আগ্রহ-ব্যাকুলতা কুরেশ প্রধানদের মধ্যে লক্ষ্য ক'রে তিনি বললেন, "কিন্তু সে তথ্য প্রকাশ করার পূর্বে আমি জানতে চাই—আপনাদের প্রতি আমার শুভেচ্ছা, নেক নিয়ত এবং আমার আন্তরিকতায় আপনাদের আস্থা আছে কিনা।" কুরেশদের মিত্র কবীলা গাতফানের নেতৃ পুরুষ তিনি, তাঁর প্রতি তাদের অবিশ্বাসের কোনই কারণ থাকতে পারে না। তাই সম স্বরে তারা উত্তর দিল, "আপনার প্রতি আমাদের পূর্ণ আস্থা বিদ্যমান।" "তাহলে শুনুন" নায়ীম বলতে শুরু করেন, "আমি বিশ্বস্ত সূত্রে জেনে এলাম, ইহুদী বনিকুরায়জা মোহাম্মদের সঙ্গে সন্ধিভঙ্গ ক'রে এখন অনুতপ্ত, তারা এখন মুসলমানদের সঙ্গে সালাম কালাম ও মেলামেশা শুরু করে দিয়েছে। আমি যতদূর বুঝতে পারলাম তারা তোমাদের প্রবঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে—তোমাদেরকে সহায়তা দানের মূল্য স্বরূপ তোমাদের কতিপয় সরদারকে যামিনরূপে দাবী করবে। এ দাবী মেনে নিলে তারা কুরায়জা-মুসলিম মৈত্রির প্রমাণ স্বরূপ তাদেরকে মোহাম্মদের হাতে সঁপে দেবে। তারপর তোমাদের উপর তারা মিলিত হামলা চালাবে। সুতরাং সাধু! সাবধান!"

ইহুদী জাতির বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে কুরেশরা অবহিত ছিল। সুতরাং নায়ীমের এ সংবাদ তারা উপেক্ষাভরে উড়িয়ে দিতে পারল না। তারা তাঁর কাছেই এ পরিস্থিতিতে ইতিকর্তব্যের পরামর্শ চাইল। নায়ীম আরয করলেন, "শনিবার ইহুদীদের পবিত্র দিবস—কর্ম বিরতির দিবস। সেদিন তারা মুসলমানদের উপর আক্রমণ করে বসবে—এরূপ ধারণা মুসলমানদের মনে কিছুতেই জাগবে না। কাজেই

www.ahlehadeethbd.org

তাদের আন্তরিকতা যাচাই করার জন্য শনিবারে মুসলমানদের উপর হামলা চালাতে বলুন। এ আক্রমণ হবে অতর্কিত, অপ্রত্যাশিত এবং তাতে জয় একরূপ সুনিশ্চিত।" কুরেশ প্রধানগণ এ পরামর্শ মনোযোগ দিয়ে শুনল কিন্তু তৎক্ষণাৎ কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল না। তারা গভীরভাবে চিন্তা করিতে লাগল।

না'য়ীম এবার স্বীয় গোত্র গাতফানীদের নিকট গেলেন। সেখানেও অনুরূপ কূটনৈতিক চাল চেলে আসলেন। তারপর ফিরে এলেন পরিখার এপারে। মুসলিম শিবিরে এসে একটা গুজব ছড়িয়ে দিলেন। গুজবটি এই: 'বনি—কুরায়জা কুরেশদের নিকট যামিন চেয়ে বসেছে। কিছু সংখ্যক কুরেশকে প্রতিভূ স্বরূপ তাদের হাতে সঁপে না দিলে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামবে না।' গুজব বাতাসে উড়ে। সকলের কাছেই পৌঁছে গেল এ গুজব। কে একজন রসূলুল্লার (দঃ) কানেও এ গুজবের কথা পৌঁছিয়ে দিল। শুনে তিনি মন্তব্য করলেন: 'লা 'আল্লানা আমারাহুম বি-যালিক'—'হয়ত আমরাই তাদেরকে এরূপ করতে বলেছি।' নাঈম আন্ নুমান নামে এক ব্যক্তি কাছেই ছিল। সে হযরতের মুখে একথা শোনা মাত্র কুরেশ শিবিরের দিকে ধাবিত হ'ল। সে আবু সুফিয়ানের কাছে হযরতের মুখে-শোনা কথা বিবৃত করল। সেদিন ছিল শুক্রবার।

আবু সুফিয়ানের মনের দ্বিধা দ্বন্দ্ব এবার চুকে গেল। তিনি মন স্থির করে ফেললেন। তৎক্ষণাৎ বনি কুরায়জার কাছে লিখে পাঠালেন, "আমরা এখানে বিদেশী; মাল মত্তা রসদপত্র যা আমরা সঙ্গে এনেছিলাম, দীর্ঘদিন এখানে অবস্থানের ফলে তা প্রায় নিঃশেষ হয়ে এল। আমাদের পক্ষে আর বিলম্ব করা সম্ভব নয়,—চলুন আমরা কালই একযোগে মুসলমানদের উপরে প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করে দিই—আমরা বাইরে থেকে, আপনারা ভিতর থেকে।"

বনি কুরায়জা এই চিঠি পাঠ করা মাত্র ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। না'য়ীমের কথা তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে গেল এবং সে কথার যথার্থতা হাতে কলমে প্রমাণিত হ'ল। হুঁ, না'য়ীম তো ঠিকই বলেছে। অবিলম্বে তারা এইভাবে তার জওয়াব লিখে পাঠাল: "আপনারা একথা জানেন যে, কাল শনিবার— আমাদের পবিত্র সাপ্তাহিক বিরতির দিবস। এ দিন আমাদেরকে হামলা করতে বলছেন। কিন্তু এ দিন যুদ্ধ তো দূরের কথা, কোন কাজই আমরা করিনা। অবস্থা দৃষ্টে এখন আপনাদের কাছে একথাই বলতে হচ্ছে—যে পর্যন্ত আপনারা আপনাদের নেতৃস্থানীয় কয়েক ব্যক্তিকে আমানত স্বরূপ আমাদের হাতে সমর্পণ না করছেন সে পর্যন্ত আমরা কিছুতেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হব না।"

কুরেশগণ এ ধরণের পত্র পেয়ে না'য়ীমের কথার যথার্থতা উপলব্ধি করল। উত্তরে তারা জানিয়ে দিল—"আমরা আমাদের একজন আদ্‌না ব্যক্তিকেও তোমাদের নিকট যামীন স্বরূপ প্রেরণ করতে প্রস্তুত নই।"

না'য়ীমের কূটনৈতিক চালে উদ্দিষ্ট ফল হাসিল হ'ল। কুরেশ, গাতফান প্রভৃতি আক্রমণকারী দল রণে ভঙ্গ দিয়ে যার যার গৃহে প্রত্যাবর্তন করল। আর বনি কুরায়জাকে সন্ধি চুক্তি ভঙ্গ করার ন্যায়-সঙ্গত পরিণতি নিদারুণ ভাবেই ভুগতে হ'ল।

হুদায়বিয়ায়:

৬ষ্ঠ হিজরীর যিল কা'দ মাসে রসূলুল্লাহ (দঃ) চৌদ্দ শত মুসলমান সঙ্গে নিয়ে মক্কার কাবাতুল্লায় 'ওমরা' পালনের উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে রওয়ানা হলেন। এই সময় ৩ মাস চিরাচরিত প্রথায় আরবের সর্বত্র যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ থাকে। দেশে বিরাজ করে শান্তি। তবু সতর্কতার জন্য রসূলুল্লাহ (দঃ) কুরেশদের মতিগতি জানার উদ্দেশ্যে একজন গুপ্তচর প্রেরণ করলেন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

চর সংবাদ নিয়ে এসে বললেন, "কুরেশরা কিছুতেই আমাদেরকে মক্কায় ঢুকতে দেবে না। তারা পার্শ্ববর্ত্তী এলাকার লোকজন নিয়ে মুসলিম কাফেলাকে বাধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে মদীনার পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য প্রস্তুত।" এ সংবাদ শুনার পর সাহাবাদের সঙ্গে পরামর্শ করার পর হযরত কাফেলা নিয়ে অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ত করলেন। সিদ্ধান্তে সকল মুসলমান অবিচল। তারা কাউকে আক্রমণ করবেন না। কিন্তু যদি আক্রান্ত হন, প্রতিরোধ করবেন, সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়বেন।

কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর নিয়োজিত গুপ্তচর ফের সংবাদ দিলেন, খালিদ বিন ওলীদ এবং আকরামা বিন আবুজহলের অধীনে দু' শত সৈন্যের অগ্রবর্ত্তী দল মুসলমানদের গতিরোধের উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসছে। সংবাদ পেয়ে নবী (দঃ) চলতি পথ ছেড়ে অন্য পথে মক্কার দিকে অগ্রসর হলেন এবং মক্কার এক মনযিল দূরে হুদায়বিয়া নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশ করলেন।

সেখান থেকে উভয় পক্ষের দীর্ঘ আলোচনার পর এক সন্ধিপত্র সাক্ষরিত হ'ল। হুদায়বিয়ার সন্ধি নামে উহা প্রখ্যাত।

খায়বর যুদ্ধে ঃ ৭ম হিজরী ঃ

হুদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পরই হযরত গুপ্তচর মারফত জানতে পারলেন যে, খায়বরের ইহুদী এবং মদীনার বিতাড়িত ইহুদী একজোট হয়ে মদীনা আক্রমণের তোড়জোর শুরু করে দিয়েছে। তাদের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী বেদুইন গোত্র গাতফানও যোগ দিয়েছে। সংবাদ শুনেই ৭ম হিজরীর মুহররম মাসে তিনি ১৬ শত মুসলিম মুজাহিদের এক বাহিনী নিয়ে মদীনা ত্যাগ করলেন। তিনি যাত্রাপথ এমন ভাবে বেছে নিলেন যেন শত্রুপক্ষের ধারণা জন্মে যে, খায়বর নয়, গাতফান গোত্রের বাসস্থানের দিকেই বাহিনী অগ্রসর হচ্ছে। সংবাদও রটিয়ে দেওয়া হ'ল তেমনি ভাবে। এ সংবাদ গাতফানীদের কর্ণগোচর হ'ল। তখন তারা স্বীয় আবাসভূমির প্রতিরক্ষার তাকীদে নিজেদের গৃহে ফিরে এল—খায়বারের দিকে পুনঃ যাত্রা করা তাদের আর ঘটে উঠলনা।

রসূলুল্লাহ খায়বারে পৌঁছলেন। এখানে ৬টি সুরক্ষিত মজবুত কেল্লায় ইহুদীরা ২০ হাজার সৈন্য সমাবেশ এবং অস্ত্র সম্ভারে ভর্তি করে রেখেছিল। হযরত এর একটি দুর্গে প্রবেশ করার আভ্যন্তরীণ পথের সন্ধান পান শত্রুপক্ষেরই এক ইহুদীকে বশীভূত ক'রে। সর্বাপেক্ষা দুর্ভেদ্য কামূস দুর্গ জয় করতে মুসলমানদের বহু বেগ পেতে হয়। অবশেষে বীর কেশরী হযরত আলীর অনন্যসাধারণ শৌর্য বীর্যে মুকাবেলায় ইহুদীদিগকে পরাজয় বরণ করতে হয়।

ইহুদীগণ যুদ্ধে পরাভূত এবং পর্যুদস্ত হ'ল বটে কিন্তু তাদের সঞ্চিত ধন দৌলতের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। কারোরই মুখ দিয়ে গোপন কথা ফাঁস হচ্ছিল না। কিন্তু মুসলমানরা নাছোড়বান্দা। তারা সব রকম চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলেন। অবশেষে এক ইহুদীকে বাগে আনতে সমর্থ হলেন। তার তথ্য উদ্ঘাটনের ফলেই মুসলমানরা মাটির নীচে প্রোথিত অজস্র ধন দৌলতের সন্ধান পেয়ে গেলেন। হযরত অবশ্য সেই ইহুদীকে প্রচুর পরিমাণে পুরস্কৃত করতে কসুর করলেন না।

এর পর মূতার যুদ্ধ, মক্কার বিজয় অভিযান, হুনাইনের যুদ্ধ, তাবুক অভিযান প্রভৃতি সব কয়টি অভিযানেই শত্রুপক্ষের মতলব, গতিবিধি, সমরসজ্জা, কলাকৌশল প্রভৃতি যাবতীয় তথ্য গুপ্তচরের মারফতেই রসূলুল্লাহ (দঃ) অবগত হন। প্রত্যেকটি অভিযানে রওয়ানার পূর্বে রসূলুল্লাহ (দঃ) গুপ্ত বার্তাবহ পাঠিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। নিয়োজিত ব্যক্তিরাও অত্যন্ত সাবধানতা সহকারে সংবাদ সংগ্রহ করতেন এবং ততোধিক হুশিয়ারীর সঙ্গে সে সব

www.ahlehadeethbd.org

সংবাদ পাঠাতেন। যুদ্ধের সাফল্যের জন্য এ ছিল অপরিহার্য।

রসূলুল্লাহর (দ) সময় মানুষের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা স্বভাবতই খুব কম ছিল যদি ওরা কেউ হঠাৎ কোন অপরাধ করে বসতেন, সঙ্গে সঙ্গেই তার জন্য অনুতাপ ও অনুশোচনার জ্বালায় দগ্ধিভূত হতেন। অন্তর্গ্লানির দুঃসহ চাপে তারা হযরতের নিকট ছুটে আসতেন। তারা অকপট হৃদয়ে স্বীয় অপরাধ, ভ্রান্তি ও পদস্খলনের কথা প্রকাশ করতেন, এবং শরীয়তের নির্দিষ্ট শাস্তি গ্রহণ করতেন—পরকালে নিষ্কৃতি এবং শান্তিময় শাশ্বত জীবন লাভের আশা ও সম্ভাবনায়। রসূলুল্লাহ (দঃ) অপরাধ ও পদস্খলনের তারতম্যানুসারে নির্দিষ্ট শাস্তি জারি করতেন, তওবা কিম্বা অনুশোচনার মাধ্যমে সংশোধনের পথ বাৎলিয়ে দিতেন। কাজেই তাঁর সময়ে মুসলমানদের কৃত অপরাধ বা অন্যায়াচরণ সম্পর্কে অথবা দেশের আভ্যন্তরীণ শাসন ও শান্তি রক্ষার জন্য গোয়েন্দা নিয়োগের প্রয়োজন দেখা দেয়নি।

কিন্তু যুদ্ধের সময়ে প্রয়োজনের তাকীদে অপরিহার্যরূপে গুপ্তচর নিযুক্তির দৃষ্টান্ত থেকেই শান্তির সময়ে দেশের নিরাপত্তা বজায় রাখা, অশান্তি ও অন্যায় প্রতিরোধ করা, শাসন শৃঙ্খলা সুপ্রতিষ্ঠিত রাখা এবং অনুরূপ অন্যান্য প্রয়োজনে দেশের অভ্যন্তরেও উক্ত ব্যবস্থা প্রবর্তনের মূলনীতি আবিষ্কার করা যেতে পারে।

বরাতী গ্রন্থপঞ্জী

১। ওস্‌ওয়ায়ে হাসানা—উর্দু তর্জমা—হাদ্‌য়ুর রাসূল,—ইখ্‌তিসার—যাদুল মা'দ্‌ : শাইখুল ইসলাম হাফেজ ইব্‌নে কাইয়েম, ১৭৮—২২২ পৃঃ

২। সিরাতুন নবী, ১ম খণ্ডঃ শিবলী নু'মানী, ৩১৬—৪৩১, ৫৩২ পৃঃ

৩। রহমতুল লিল আলামীন, ১ম খণ্ডঃ আল্লামা কাযী সুলায়মান মনসুরপুরী ; ১৩৬—১৮৪ পৃঃ

৪। বিশ্ব নবী (দঃ) প্রথম খণ্ড : গোলাম মোস্তফা ১৫০—২৪০ পৃঃ

৫। মানুষের নবী, ১ম সংস্করণ : মৌলবী আবদুল জব্বার ৬৫-১০৫ পৃঃ

৬। The Islamic Literature, July, 1950 : Military Intelligence in the Time of the Prophet P, 585-594.

৭। মাহ্‌বুবে খোদা : মাহমুদর রহমান ২৮০—৩৬০ পৃঃ

৮। নয়া জাতির স্রষ্টা : মুহম্মদ বরকতুল্লাহ ৩৮—১০১ পৃঃ

[ডিটেকটিভ—অক্টোবর, ১৯৬৪]

সঙ্কলন

পাক বাঙলার মুসলিম নরনারীর নাম

মরহুম ডক্টর আবদুল গফুর সিদ্দিকী ডি-লিট, অনুসন্ধান বিশারদ

বাঙলা দেশ, বিশেষতঃ পাক-বাঙলায় মুসলিম নর-নারীর বে-শরাহ নামের সহিত যখন পরিচিত হই, তখন বেদনায় হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়। কিন্তু চিরদিনই কি এই প্রকার বে-শরাহ নিয়ম বাঙালী মুসলমান সমাজে প্রচলিত ছিল?—এই প্রকার বে-শরাহ নিয়ম বাঙালী মুসলিম সমাজে জারি ছিল না।

"তারিখ-ই-বাঙলা" নামক ফার্সী ভাষায় লিখিত ইতিহাস মুসলমান আমলের বিশেষতঃ পাঠান যুগের প্রামাণ্য ইতিহাস। সৈয়দ হাসান বিন গফফারী নামক জনৈক ঐতিহাসিক নবম হিযরাকে এই ইতিহাস লেখা সমাপ্ত করিয়াছেন। এই ইতিহাস খানি দ্বাদশ দফতরে সমাপ্ত।

"তারিখ ই-বাঙলা" পাঠে বাঙালা দেশের শাসনকর্তাদিগের, বাঙলা দেশের মুসলমান ও অনুসলমান অধিবাসীদিগের এবং বাঙলা দেশের গ্রাম, নগর ও পল্লী সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানিতে পারা যায়। যাহা জানিতে পারা যায়, তাহাতে বলা যায় যে, পাঠান যুগে বাঙলা দেশের মুসলমানদিগের বে শরাহ নাম রাখার উপায় ছিল না। এবিষয়ে তাহারা অত্যন্ত সজাগ ছিল। ইসলাম তাহাদের প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় ছিল।

সৈয়েদ হাসান বিন গফফারী সন্তোষ প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, "আমি দীর্ঘকাল বাঙলা দেশে অবস্থিতি করিয়া এবং বাঙলার মুসলমানদিগের সহিত মিলামিশা করিয়া এমন একজন মুসলমান নর-নারীর সন্ধান পাইলাম না যে নিজকে আবদুল্লাহ অথবা নিজকে আবদুর রাসুল (?) বলিয়া পরিচয় দিতে শ্লাঘা বোধ করে না।"

সৈয়েদ হাসান বিন গফফারী আরও লিখিয়াছেন, "কুরআন অনুমোদিত আরবী শব্দ বিশিষ্ট নামের মুসলমানই বাঙলা দেশে অধিক। ইসলাম অনুমোদিত ফার্সী শব্দ বিশিষ্ট নামের মুসলমান বাঙলা দেশে খুবই কম।"

সৈয়দ হাসান বিন গফফারী ফার্সী ভাষাকে ইসলাম অনুমোদিত ভাষা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—"খোলাফায়ে রাশেদিন যুগের দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর ফারুক বিন খাত্তাবের শাসনকালে পারস্য দেশ সম্পূর্ণরূপে বিজিত হইয়াছিল—অর্দ্ধচন্দ্র লাঞ্ছিত সবুজ পতাকা বাদশা খসরুর বালাখানার উপর উড্ডীন হইয়া ইসলামের মহিমা ঘোষণা করিতেছিল। মহামহিমান্বিত খলিফার তরফ হইতে পারস্যের প্রধান শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন এবং খলিফার নির্দেশ অনুসারে পারস্য দেশের ভাষা ও বর্ণ সংস্কার কমিটি গঠিত হইল। কমিটী স্থির করিলেন পারস্যের বর্ণমালাকে বর্জ্জন করিয়া তৎস্থলে আরবী বর্ণমালাকে স্থান দিতে হইবে। কমিটী আরও স্থির করিলেন আরবী বর্ণমালার মধ্যে পার্সী বর্ণমালার যে যে প্রতিবর্ণের অভাব দেখা যাইতেছে, তাহা পূরণ করিবার জন্য আরবী বর্ণের নিম্নে ও উর্দ্ধে নোক্তা এবং সাঙ্কেতিক চিহ্ন বসাইয়া নূতন বর্ণ সৃষ্টি করিতে হইবে। কমিটী আরও স্থির করিলেন, পারস্যের ভাষায় যে সকল শব্দ শেরেকী ও কোফরী ভাবাপন্ন তাহা বর্জন করিয়া, তৎস্থলে নূতন তৌহিদী শব্দ যোগ করিতে হইবে।"

www.ahlehadeethbd.org

Contents

"কাম্পীর সোপারিশ পারস্যের প্রধান শাসনকর্তা এবং মহামহিম খলিফা কর্তৃক অনুমোদন লাভ করিল। ইহার ফলে, পারস্যের অধিকাংশ আতস পরস্ত (অগ্নি উপাসক) অল্পদিনের মধ্যেই ইসলামের বৈশিষ্টকে স্বীকার করিলেন—তাঁহারা ইসলামের সুশী- তল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। আর অল্প সংখ্যক পার্সী পারস্য ত্যাগ করিয়া অপর রাজ্যে আশ্রয় লইল। পরন্তু পার্শী ভাষায় 'খোদা' শব্দ, লিঙ্গ প্রত্যয়ের অতীত বিধায় উহা গৃহীত হইল। এই কারণেই ফার্সী ভাষা ইসলাম অনুমোদিত ভাষা- রূপে গণ্য হইল।"

উপরোক্ত "তারিখ ই-বাঙলা ব্যতীত পুথি সাহিত্যের ভিতরও বাঙলার মুসলিম নরনারীর নাম সম্বন্ধে আমরা অনেক তথ্য জানিতে পারি। পাঠক পাঠিকাদিগের অবগতির জন্য আমরা এখানে তাহার একটু আলোচনা করিতেছি।

—ঢাকা নিবাসী মওলবী হামিদুল্লাহ চারিখানি পুঁথি রচনা করিয়াছিলেন। সে চারিখানি পুঁথির নাম 'রদ্দে হোককা নামা' 'ফলসায়ে আম' হেক- মাতে গুলজার' এবং 'ইসমোল মোমিনীন।' উক্ত চারিখানি পুঁথি মধ্যে 'ইসমোল মোমিনিনের' রচনা কাল ১২৯৭ বঙ্গাব্দ। শায়ের হামিদুল্লাহ উক্ত পুঁথিতে লিখিয়াছেন :—

"সুবা বাঙ্গালার,
মোমেন মোমেনার
নামের যে খুবী ছিল।
সে খুবী এখন,
বাঙ্গালা ভূষণ,
ছাড়িয়া কোথায় গেল?
আরবী ধাঁধাঁর,
নাম তা সবার
রাখা হ'ত ভাইজান।
মুসলমান এতে,
গরব করিতে,
হইল খুব পেরেশান॥
কিন্তু আফসোস,
গদরের দোষ,
ঢাকিবার তরে তারা।
দুর্বল ঈমানে,
ভুলিল আপনে,
কোফরি নামেতে তারা॥
পরিচয় দিল,
হনুদ সাজিল,
ঈমান চলিয়া গেল।
বেইমানের খাপে,
পা বাড়ায় ধাপে,
আল্লা রসুলেরে ভুলিল॥
না আসক্ত গদর,
না হইত ফাঁপর,
আল্লা তুমি কি করিলে?
ইংরাজের জুলুমে,
মুছিবত আনে।
মোমিন মোমিনার ছেলে॥"

সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, বাঙ্গালা দেশের মুসলমানেরা সিপাহী (গদর) যুদ্ধের পূর্বে নিজ নিজ পুত্রকন্যাদিগের আরবী আদর্শে নাম রাখা গৌরবের বিষয় মনে করিত। গদর যুদ্ধের পর হিন্দুয়ানী ধরণের নাম রাখিয়া, সেই নামের আড়ালে আত্ম- গোপন করা বা আত্মগোপন করিতে পারাই মুসল- মানেরা গৌরবের বিষয় মনে করিয়াছিল। অতঃপর শায়ের হাবিবুল্লাহ লিখিয়াছেন :

"তাহারা এখন,
ভুলেছে আপন,
ভুলেছে তরিক রসুলী।
মোর্শেদ তাদের,
বেদীন কাফের
জুম্মার অন্য আমলী॥"

www.ahlehadeethbd.org

অর্থাৎ এখন বাঙ্গালার মুসলমানেরা নিজকে ভুলিয়াছে আর ভুলিয়াছে হজরত রসুলুল্লার তরিকেকে। বাঙ্গালার মুসলমানদের এখন আদর্শ (মোর্শেদ) হইয়াছে বেদীন কাফের জুন্নার ধারী ব্রাহ্মণপতি।

শায়ের আরও লিখিয়াছেন :

"যায় কাছে তার,
নাম রাখিবার,
হিতবাণী পুছে গিয়া॥
কি নাম রাখিব,
বলে দাও দেব,
বেটার নাম রাখি দিয়া॥
জন্মি াছে পুত,
যেন বামুন শুত,
নাম কি রাখিব বল॥
এই কথা শুনি,
সে বামন গুণি,
বলে নাম রাখ কাল॥"

অর্থাৎ বাঙ্গালী মুসলমানদিগের ঘরে পুত্রকন্যা জন্মগ্রহণ করিলে তাহার নাম ঠিক করিয়া দিবার জন্য ব্রাহ্মণের কাছে যায় এবং বলে—দাদা ঠাকুর! আমার এক পুত্র জন্মিয়াছে দেখিতে ঠিক যেন ব্রাহ্মণতনয়। আপনি তাহার নাম রাখিয়া দিন। মুসলমানের এই উক্তি শ্রবণ করিয়া ঠাকুর গণনা করিয়া বলেন, ছেলের নাম রাখ কালা, মেয়ে হইলে রাখিতে বলিতেন কালিতারা।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, পরবর্তীকালে এই কালার এক বোন জন্মগ্রহণ করিলে বামুন ঠাকুরের ইঙ্গিত মত তাহার নাম রাখা হইয়াছিল কালীতারা। এই কালীতারার বিবাহ হইয়াছিল আমার পরম ভক্তিভাজন অগ্রজতুল্য এক ব্যক্তির সহিত। বিবাহ-কালে বরের নির্দেশ মত কালীতারার নাম পরিবর্তন করিয়া "বিবি কুলসুম" রাখা হইয়াছিল।

শায়ের হামিদুল্লাহ আরও লিখিয়াছেন-

"এই ভাবে বামুনের
কাছে গিয়া তার
নাম ঠিক করে
নিজ আওলাদের সারা॥
কালু, কুশো, লব আর
গোপাল, ন্যাপাল।
নাম রাখি দেয় সেই
মোমেন সওয়াল॥
বাড়ী বাড়ী ঘুরে ফেরে
নায়েবে রসুল।
নাহি পুছে তাঁহাদেরে
এমনই বাতুল।"

কিন্তু হায়! দেশের আলেমরা—নায়েবে রসুলরা বাড়ী বাড়ী ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তাহাদিগকে কেহ জিজ্ঞাসাও করে না; মুসলমানেরা এমনই বাতুল। তাহারা বামুনের নির্দেশ মত পুত্র-কন্যার নাম রাখে, কালু, কুশো, লব, গোপাল, ন্যাপাল। হায় আফসোস!

শায়ের হামিদুল্লাহ আরও লিখিয়াছেন—

"গদরের লড়াই যবে শেষ হল ভাই।
মনে হ'ল মুস্লেমের আতঙ্ক য়্যাসাই॥
তাই তারা রাখে নাম লক্ষ্মী, সরস্বতী।
অনিমা, শিবানী, শিবতারা রূপবতী॥
আর রাখে লক্ষ্মণ, নকুল, কার্ত্তিক।
ঝুনা, সাধু সহদেব, গণেশ, রক্ষিত॥
আর রাখে হরিফুল্লা ছাওয়ালের নাম।
আল্লার দুষমন সেই হরিফ মোদাম॥
মোমেনের ঘরে কোফরের স্থান তাই।
না জানে গাঙার তারা আপনা ভালাই॥
হেন মতে শয়তানের ধোকায় তাহারা।
গোলামীর হয়ে আছে শোনহ মায়েরা।
কছদান এ গোনা তাদের মাফ নাহি হবে।
হাসর দিনেতে আল্লা সাজা তাদের দেবে॥

www.ahlehadeethbd.org

Contents

উদ্ধৃত অংশ হইতে আমরা দুইটি আলোচনার সন্ধান পাইলাম। প্রথম সিপাহী বিদ্রোহের পর হইতে বাঙলার মুসলমানেরা নিজ নিজ পুত্র-কন্যাদিগের এই শ্রেণীর নাম রাখিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কারণ, বিদ্রোহ-শান্তির পর ইংরাজ বিদ্রোহী ও অবিদ্রোহী মুসলমানদিগের উপর যে ভাবে দুধারা অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল, তেমন অত্যাচার আর কোন জাতির উপর করে নাই। সে কারণ তাহারা এই হিন্দুয়ানী নামের আড়ালে আত্মরক্ষায় যত্নবান হইয়াছিল। আর মুসলমানেরা হিন্দুর বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সাহায্য লইয়া এইরূপ করিয়াছিল। এখানে লক্ষ্যযোগ্য যে, মুসলমানদিগের ঈমানের দুর্বলতাই ইহার জন্য দায়ী।

আমরা ইতিহাস পাঠে জানিতে পারি, মিউটিনির পর যখন কৃষ্ণদাস পাণ্ডা প্রভৃতি হিন্দু নেতারা সারা ভারতের জন্য "হিন্দু লীগ" নামে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছিলেন, তখন মুসলিম নেতা নওয়াব আবদুল লতিফ, মওলানা ওবায়দী, নওয়াব মীর মোহাম্মদ আলী প্রমুখ এই প্রকার সাম্প্রদায়িক 'হিন্দু লীগ" নামের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। আর সেই প্রতিবাদের জওয়াবে হিন্দু নেতারা বলিয়াছিলেন, "ভারত হিন্দুস্থান। এখানকার সমস্ত অধিবাসী—ধর্ম যাহাই হউক—হিন্দু। সুতরাং এই নাম অসাম্প্রদায়িক।"

হরিফুল্লা নাম শেরেকী নাম। হরিফ অর্থে দুশমন এবং উল্লা অর্থে আল্লা। আজকাল যশোহর-খুলনার বহু মুসলমান অধিবাসীর ঘরে হরা, ননী, গগন, গোপাল, নেপাল, ভোদো নাম সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল নামের আমদানী হইয়াছে পণ্ডিত মদন মোহন তর্কালঙ্কারের 'শিশুশিক্ষা'র ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বর্ণ-পরিচয়ে'র মধ্যস্থতায়। সুতরাং সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, কোন জাতির জাতীয় জীবনে সাহিত্যের প্রভাব কতখানি। পুঁথি সাহিত্য না থাকিলে বাঙলার মুসলমানদিগের অবস্থা আরও কি হইত, তাহা আল্লা পাক'ই বলিতে পারেন।

আশু, আনন্দ, লবাই, বা লব, কুশুই বা কুশো লক্ষ্মণ, নকুল, মাধব, কার্ত্তিক, ঝুনা, সাধু, সহদেব ইত্যাদি নাম হিন্দু দেবতাদিগের। ইহাও আল্লার এবং আল্লার রসুলের না-পছন্দ।

রূপী, বাউলী, পদ্মা, সত্যবতী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কালীতারা, দুর্গা, রূপবতী, শিবানী, শিবতারা, তারা, ইত্যাদি নামও খুলনা-যশোর জেলার মুসলিম নারী সমাজে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল নামও অ-ইসলামী ভাবধারায় পরিপূর্ণ—তওহীদের বিরোধী। এই সকল নামের ভিতর দিয়া মুসলমান জাতির মধ্যে কোফরী ও শেরেকী বিস্তার করিতেছে।

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, পূর্বপাক রাষ্ট্রের মুসলমানরা এখনও হুশিয়ার হইলে এবং সতর্কতা অবলম্বন করিলে কল্যাণ হইবে, পাকিস্তান রাষ্ট্রের কল্যাণ হইবে এবং রাষ্ট্রের শত্রুতা পঞ্চম বাহিনীরূপে রাষ্ট্রের সর্বনাশের পথ খোলাসা করিতে সক্ষম হইবে না। দাদাঠাকুরের পিঠচাপড়ান, দাদাঠাকুরের মিষ্ট কথায় ভুলিবার সময় পাকিস্তানীদের নাই। এখনও যাঁহারা দুনিয়ার বুকে অ-ইসলামী নামে পরিচিতি, তাঁহাদের উচিত, অনতিবিলম্বে তওবা করিয়া এবং কোর্টে এফিডেবিট করিয়া তাঁহারা নিজেদের নাম এবং পরিবারের লোকদের নাম সংশোধন করুন।

আমি পাকিস্তানের মুসলমানদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, জাতির ও জাতীয় রাষ্ট্রের কল্যাণে অপেক্ষা নিজ কল্যাণের চিন্তা নিকৃষ্ট চিন্তা। আমি আশা করি, পাকিস্তানী মুসলমানদিগের খেয়াল এদিকে আকৃষ্ট হইবে। হজরত রসুলে করিমের খেতাব অনুসারে আজ তাহারা আনসার এবং আমরা মোহাজের। মোহাজেরদিগকে মস্তিষ্ক এবং আনসারদিগের দেহমন এক সঙ্গে মিলিত হউক, আল্লার দরবারে ইহাই আমার কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা।

পাকিস্তান জিন্দাদ!

[আজাদ ২৩শে কার্তিক, ১৩৫৯ বাং]

www.ahlehadeethbd.org

রামাযানুল মুবারকের আহ্‌কাম ও মাসায়েল

॥ মোহাম্মদ আবদুছ ছামাদ ॥

রামাযান মাসের রোযা ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের অন্যতম। আল্লাহ তা'আলা মু'মিন মুসলমানদের উপর উহা বাধ্যতামূলকভাবে বিধিবদ্ধ করিয়াছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون .

"হে মু'মিনগণ, তোমাদের পূর্বে যাহারা ছিল তাহাদের উপরে সিয়াম পালন যেমন বিধিবদ্ধ করা হইয়াছিল তোমাদের উপরেও উহা সেইরূপ বিধিবদ্ধ করা হইল—সম্ভবতঃ [উহার ফলে] তোমরা অন্যায় অধর্ম হইতে রক্ষা পাইবে।—সূরা আল্‌বাকারা, ১৮৩ আয়াত।

রোযা পালনের জন্য আল্লাহ তা'আলা রামাযান মাসকে নির্দিষ্ট করিয়া বলেন ঃ—

شهر رمضان الذى انزل فيه القران هدى للناس وبينت من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ٥

"রামাযান মাস—এমন একটি মাস—যে মাসে কুরআন নাযিল করা হইয়াছে আর উহা হইতেছে [সেই কোরআন মজীদ যাহা] সমগ্র মানব সমাজের জন্য পথ প্রদর্শক ও হিদায়তের নিদর্শন এবং হক ও বাতিলের মধ্যে প্রভেদকারী। অতএব তোমাদের মধ্যে যে কেহ এই মাস পাইবে তাহাকে উহাতে রোযা পালন করিতে হইবে।" সূরা আলবাকারা, ১৮৫ আয়াত।

নির্ভরযোগ্য হাদীস সমূহেও মাহে রমযানের রোযা ফরয হওয়ার প্রমাণ মওজুদ রহিয়াছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর রাঃ বলেন ঃ

صام النبى صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وامر بصيامه فلما فرض رمضان ترك ٥

নবী সঃ মুহাররম মাসের দশম দিবসের রোযা পালন করিতেন এবং সাহাবাগণকেও ঐদিনের রোযা পালনের জন্য আদেশ করিতেন। অতঃপর রামাযানের রোযা যখন ফরয করা হইল তখন হইতে উহা (আশুরার রোযা পালন ফরয হিসাবে পালন) পরিত্যক্ত হইল।" বুখারী, ২৫৪ পৃষ্ঠা

হযরত আয়িশা রাঃ বলেন ঃ—

ان قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء فى الجاهلية ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء فليصمه ومن شاء افطر .

"জাহিলীয়তের যুগে কুরাইশেরা মুহাররমের দশম তারীখে রোযা পালন করিত। তারপর (ইসলামের প্রথম যুগে) রসূলুল্লাহ্ সঃ ঐ দিনের রোযা পালন করিবার জন্য আদেশ করেন। অতঃপর রামাযানের রোযা ফরয করা হইলে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

রসূলুল্লাহ সঃ বলিলেন, "যাহার ইচ্ছা উহার (আশুরার-) রোযা পালন করিতে পার আর যাহার ইচ্ছা ঐ দিনে রোযা না রাখিতেও পার"

অর্থাৎ রামাযানের রোযা ফরয হওয়ার পর আশুরায়ে মুহাররমের রোযা ফরয হিসাবে পালনীয় নহে। যাহার ইচ্ছা সে অতিরিক্ত হিসাবে ঐ দিবসের রোযা পালন করিতে পারিবে আর যাহার ইচ্ছা সে উহা পালন না করিয়া ছাড়িয়াও দিতে পারিবে।—বুখারী ২৫৪ পৃঃ।

উপরোক্ত আয়াত ও সহীহ হাদীসের আলোকে সন্দেহাতীতভাবে মাহে রামাযানের রোযা ফরয বলিয়া সাব্যস্ত হইল। সুতরাং সকল মু'মিন মুসলিমকে এই মাসের রোযা অবশ্যই পালন করিতে হইবে। অবশ্য শরী'অত সম্মত ওযর থাকিলে রোযা পরিত্যাগ করা চলিবে।

মাহে রামাযানের ফযীলত ঃ

কোন এক শা'বান মাসের শেষ দিবসে মাহে রামাযানের আগমন উপলক্ষে রসূলুল্লাহ সঃ বলেন, "হে মানবমণ্ডলী! একটি মহান মাস, একটি বরকতপূর্ণ মাস তোমাদের নিকট আসিয়া পৌঁছিল। উহাতে এমন একটি রাত্রি রহিয়াছে যাহা [ইবাদত বন্দেগী ব্যাপারে] হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। এই মাসটিতে রোযা পালন করাকে আল্লাহ তা'আলা ফরয করিয়াছেন এবং ইবাদত উদ্দেশ্যে রাত্রি জাগরণকে নফল করিয়াছেন। এই মাসটিতে যে ব্যক্তি একটি নফল কার্য সম্পাদন করিবে উহাতে সে অন্যান্য মাসের ফরয সম্পাদনের তুল্য সওয়াব লাভ করিবে। আর এই মাসে যে ব্যক্তি একটি ফরয কার্য সম্পাদন করিবে সে অন্যান্য মাসে অনুরূপ ৭০টি ফরয কার্য সম্পাদনের সমতুল্য সওয়াব পাইবে। এই মাসটি হইতেছে ধৈর্য্যের মাস, আর ধৈর্য্যের প্রতিদান হইতেছে জান্নাত। এই মাসটি হইতেছে পরস্পরের প্রতি সহায়তা করার মাস। এই মাসে মু'মিন বান্দাদের জীবিকা বৃদ্ধি করা হয়। যে ব্যক্তি এই মাসে কোন রোযাদারকে ইফতার করাইবে তাহার গুণাহ মাফ করা হইবে; তাকে জাহান্নামের আগুন হইতে নাজাত দেওয়া হইবে এবং সে ঐ রোযাদারের রোযার সমপরিমাণ সওয়াবও লাভ করিবে অথচ তাহাতে রোযাদারের সওয়াব কিছুই কম করা হইবে না।"

তখন সাহাবীগণ বলিলেন, "রোযাদারকে ইফতার করাইবার মত সঙ্গতি আমাদের সকলের তো নাই।" উহাতে রসূলুল্লাহ সঃ বলিলেন, "যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে পানি মিশ্রিত দুধ অথবা একটি খেজুর অথবা কেবলমাত্র পানি দ্বারা ইফতার করাইবে তাহাকেও আল্লাহ তা'আলা এই সওয়াব দিবেন"।

অতঃপর রসূলুল্লাহ সঃ বলেন, "যে ব্যক্তি রোযাদারকে পানাহারে পরিতৃপ্ত করিবে তাহাকে আল্লাহ তা'আলা [কিয়ামত দিবসে] আমার 'হাওয' হইতে এমনভাবে পান করাইবেন যে, সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করা পর্যন্ত আর তৃষ্ণার্ত হইবে না। এই মাসটির প্রথম অংশে রহিয়াছে রহমত, মধ্যবর্তী অংশে রহিয়াছে গুণাহ মাফ এবং শেষ অংশে রহিয়াছে জাহান্নামের আগুন হইতে মুক্তি। যে ব্যক্তি এই মাসে দাস দাসী—চাকর চাকরাণীর কাজ হাল্কা বা কম করিয়া দিবে আল্লাহ তা'আলা তাহার গুণাহ মাফ করিবেন এবং তাহাকে জাহান্নামের আগুন হইতে মুক্ত করিবেন।" [এই হাদীসটি সাহাবী সালমান ফার্সী রাঃ-র বাচনিক বাইহাকীর শু'আবুল্ ঈমান হাদীস গ্রন্থে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সংকলিত হইয়াছে বলিয়া মিশ্‌কাত গ্রন্থে উধৃত হইয়াছে।]

সাহাবী আবু হুরাইরা রাঃর প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে ; রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন :

اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جهنم وسلسلت الشياطين ٠

"মাহে রামাযান আসিলে আসমানের দরজাগুলি খোলা হয় ; জাহান্নামের দরজাগুলি বন্ধ করা হয় এবং শয়তানদের শিকলে আবদ্ধ করা হয়।" —বুখারী, ২৫৫ পৃঃ।

তিরমিযী হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে, মাহে রামাযানের প্রত্যেক রাত্রিতে একদল ফেরেশতা মঙ্গলকামীদিগকে নেক কাজে অগ্রসর হইবার জন্য এবং অনাচারীদিগকে অনাচার হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য আহ্বান জানাইতে থাকেন। এতদ্ব্যতীত মাহে রামাযানের ফযীলত সংক্রান্ত আরও বহু সংখ্যক সহীহ হাদীস রহিয়াছে।

রোযা এবং রোযা পালনকারীর ফযীলত :

হযরত আবু হুরাইরা রাঃর বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে, রসূলুল্লাহ সঃ বলেন :

كل عمل ابن ادم يضاعف الحسنة بعشر امثالها الى سبعمأة ضعف، قال الله تعالى الا الصوم فانه لى وانا اجزى به يدع شهوته وطعامه من اجلى للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم اطيب عند الله من المسك، والصيام جنة، واذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب فان سابه احد او قاتله فليقل انى امرأ صائم .

"আদম সন্তানের প্রত্যেকটি আমলের সওয়াব দশ গুণ হইতে সাতশত গুণ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "কিন্তু রোযা ইহার ব্যতিক্রম। কারণ উহা আমারই জন্য পালন করা হয় ; আর আমিই উহার প্রতিদান দিব, রোযাদার একমাত্র আমারই সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাহার প্রবৃত্তিমূলক কার্য এবং খাদ্যদ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া থাকে।" রোযাদারের জন্য দুইটি আনন্দ রহিয়াছে। একটি রোযা ইফতার করার সময় ; আর অপরটি তাহার প্রভু পরওয়ারদেগারের সাক্ষাৎ লাভের সময়। রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লার নিকট মিশকের সুঘ্রাণ অপেক্ষা অধিক সুগন্ধ। রোযা হইতেছে [অন্যায় হইতে রক্ষা পাইবার] ঢাল। কাজেই তোমাদের কেহ রোযা থাকাকালে অশ্লীল কথাও বলিবে না এবং গণ্ডগোলও করিবে না। তাহাকে কেহ যদি গালাগালি করে অথবা তাহার সহিত ঝগড়া করিতে আসে তবে সে যেন বলে, "আমি রোযাদার লোক।"—মুসলিম। বুখারীও এই মর্মে হাদীস রিওয়াত করিয়াছেন; কিন্তু বাক্যগুলির ক্রম অন্যরূপ। বুখারী ২৫৪, ২৫৫ ১৯৯৬ পৃঃ বাইহাকীর শু'আবুল ঈমান গ্রন্থে এক হাদীসে রোযার ফযীলত প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ সঃ বলেন :

الصيام والقران يشفعان للعبد يقول الصيام اى رب انى منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعنى فيه ويقول القران منعته النوم بالليل فشفعنى فيه فيشفعان .

"রোযা এবং কুরআন আল্লাহ তা'আলার দরবারে বান্দার পক্ষে সুফারিশ করিবে। রোযা বলিবে—হে প্রভু পরওয়ারদেগার, আমি দিবাভাগে আপনার বান্দাকে খাদ্য ও আসক্তির বস্তু সমূহ হইতে বিরত রাখিয়াছিলাম, সুতরাং তাহার পক্ষে আমার সুফারিশ কবুল করুন। আর

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কুরআন বলিবে—আমি তাহাকে রাত্রিবেলায় নিদ্রা হইতে বারিত রাখিয়াছিলাম। অতএব তাহার পক্ষে আমার সুফারিশ কবুল করুন! তখন আল্লাহ তা'আলা উভয়ের সুফারিশ কবুল করিবেন।"—মিশকাত।

হযরত সহল ইব্‌ন সা'আদ রা:-র প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন ঃ

ان فى الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيمة لايدخل منه احد غيرهم يقال اين الصائمون فيقومون لايدخل منه احد غيرهم فاذا دخلوا اغلق فلم يدخل منه احد .

"জান্নাতের মধ্যে একটি 'দ্বার' রহিয়াছে। উহার নাম রাইয়্যান। কিয়ামত দিবসে রোযাদারগণ ঐ দ্বার দিয়া জান্নাতে প্রবেশ করিবে। তাহারা ছাড়া ঐ দ্বার দিয়া আর কেহ প্রবেশ করিবে না। বলা হইবে, "রোযাদারগণ কোথায়?" তখন রোযাদারগণ উঠিয়া দাঁড়াইবে। তাহারা ছাড়া অপর কেহ ঐ দ্বার দিয়া প্রবেশ করিবে না। অনন্তর তাহারা যখন প্রবেশ করিবে তখন ঐ দ্বার বন্ধ করা হইবে। কাজেই ঐ দ্বার দিয়া আর কেহই প্রবেশ করিতে পারিবে না।—বুখারী, ২৫৪ পৃঃ।

বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবূ হুরাইরা রাঃ হইতে অপর একটি হাদীস বর্ণিত হইয়াছে—রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন ঃ

من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفرله ما تقدم من ذنبه .

"যে ব্যক্তি ঈমান সহকারে এবং সওয়াবের উদ্দেশ্যে রামাযান মাসের রোযা পালন করিবে তাহার পূর্ববর্তী গুণাহ মাফ করা হইবে।"

হিলাল দর্শন ঃ

হযরত আবূ হুরাইরা রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন

احصوا هلال شعبان لرمضان

"তোমরা রামাযানের উদ্দেশ্যে শা'বান মাসের চন্দ্রোদয়কে লক্ষ্য রাখিয়া দিন গণনা করিতে থাকিও।' তিরমিযী।

শা'বান মাসের ২৯ তারীখ দিবসের সন্ধ্যায় নূতন চাঁদ দৃষ্ট না হইলে পরবর্তী দিবস শা'বান মাসের ৩০ তারীখ গণ্য করিতে হইবে এবং তৎপরবর্তী দিবসকে রামাযানের প্রথম তারীখ গণ্য করতঃ ঐ দিবস হইতে রোযা আরম্ভ করিতে হইবে। হযরত আবূ হোরাইরা রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন ঃ

صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين .

(রামাযান মাসের) নূতন চাঁদ দেখিয়া রোযা আরম্ভ কর এবং (শাওয়াল মাসের) নূতন চাঁদ দেখিয়া রোযা ছাড়। শা'বানের ২৯ তারীখ গতে কোন কারণে চাঁদ দৃষ্ট না হইলে শা'বান মাসের ৩০ দিন পূর্ণ কর।"—বুখারী, আবূ দাউদ ও নাসায়ী।

প্রায় প্রতি বৎসর রামাযান, শাওয়াল ও যুলহিজ্জার চন্দ্রোদয় লইয়া নানারূপ বিভ্রাট ঘটিতে দেখা যায়। এক প্রদেশে চাঁদ দেখা গেলে রেডিও অথবা টেলিগ্রামের মারফত প্রাপ্ত সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া সহস্রাধিক মাইলের ভৌগোলিক ব্যবধান সত্ত্বেও অপর প্রদেশে রোযা রাখা ও ঈদ করা চলিবে কিনা তাহা লইয়াই মূল বিতর্ক উঠে। পূর্বপাকিস্তানে চাঁদ দেখা গেলে রেডিও অথবা টেলিগ্রাফের খবরে পশ্চিম পাকিস্তানে নির্বিবাদে রোযা রাখা

www.ahlehadeethbd.org

ও ঈদ করা যাইতে পারে; কারণ রেডিও বা টেলিগ্রাম মারফত প্রচারিত সংবাদ সাক্ষ্যরূপে গ্রহণযোগ্য না হইলেও উহার মূলে সাক্ষ্য বিদ্যমান থাকায় মুসলিম হুকুমতের মধ্যস্থতায় বিতরিত রেডিও অথবা টেলিগ্রামের সংবাদকে অগ্রাহ্য ও অবিশ্বাস করার কোনও শরয়ী বা যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। পক্ষান্তরে পূর্বপাকিস্তানের সূর্যাস্তের এক ঘণ্টারও বেশী সময় পরে পশ্চিম পাকিস্তানের সূর্যাস্ত হয় বলিয়া পশ্চিম পাকিস্তানের চাদ দেখা পূর্বপাকিস্তানের জন্য এবং অনুরূপ পশ্চিম অঞ্চলে অবস্থিত দেশগুলির কোথাও চাদ দেখা পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত দেশগুলির জন্য গ্রহণযোগ্য হইবে কিনা তাহাতে অবশ্যই মতভেদ রহিয়াছে। আমাদের বিবেচনায় এই মসয়ালাটি পাকিস্তানের উভয় অংশের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নির্ধারিত হওয়াই উচিত ও যুক্তিসঙ্গত। (এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য তরজুমানুল হাদীস একাদশ বর্ষ প্রথম সংখ্যা 'রুয়াত হিলাল' প্রবন্ধ দেখুন।)

রামাযানের নূতন চাঁদ দৃষ্ট হওয়ার পূর্বে রোযা রাখার বিধান শরী'অতে নাই। হাঁ, তবে কেহ যদি নফল রোযা রাখিতে অভ্যস্ত থাকে এবং তাহার নফল রোযার তারীখটি ঘটনাক্রমে রামাযানের চন্দ্রোদয় দিবস ও তৎপূর্ব দিবস হয় সেই ক্ষেত্রে অবশ্য সে রামাযানের এক দুই দিবস পূর্বেও নফল রোযা পালন করিতে পারিবে।

নূতন চাঁদ দেখিবার দু'আ: তিরমিযী হাদীসগ্রন্থে হযরত তালহা রাঃ র প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ সঃ নূতন চাঁদ দেখিয়া এই দু'আ পড়িতেন:

اللهم اهلله علينا بالامن والايمان والسلامة والاسلام ربى وربك الله هلال رشد وخير .

"হে আল্লাহ এই নূতন চাঁদকে নিরাপত্তা, ঈমান, শান্তি ও ইসলামের সহিত আমাদের প্রতি উদিত করুণ। [হে নূতন চাঁদ।] আমার ও তোমার প্রভু পরওয়ারদেগার আল্লাহ তা'আলা। তুমি যেন হিদায়ত ও মঙ্গলের চাঁদ হও।"

রোযার নীয়াত ও সেহরী:

নীয়াত এর অর্থ ও তাৎপর্য হইতেছে "সঙ্কল্প" বা 'পাক ইরাদা।' ফরয রোযার জন্য ফজরের পূর্বেই এই নীয়াত বা সঙ্কল্প করিতে হইবে। নীয়াতের জন্য কোন ভাষাতেই কোন শব্দ বা বাক্য মুখে উচ্চারণ করিবার প্রয়োজন হয় না।

রোযা রাখার জন্য সেহরী খাওয়া সুন্নত:

সাহাবী হযরত আনাস বিন মালিক রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ ফরমাইয়াছেন:

تسحروا فان فى السحور بركة

"তোমরা সেহরী খাও; কারণ সেহরী খাওয়ার মধ্যে বরকত রহিয়াছে।"—বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযী।

সেহরী খাইতে থাকাকালে এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সঃ র নিকট গমন করিলেন, তিনি বলিলেন,

الها بركة اعطاكم الله اياها فلا تدعوه

"সেহরী অবশ্যই এমন একটি বরকতের বস্তু যাহা আল্লাহ তাআলা কেবলমাত্র তোমাদিগকেই দান করিয়াছেন; সুতরাং তোমরা সেহরী খাওয়া পরিত্যাগ করিও না।"—নাসায়ী।

www.ahlehadeethbd.org

প্রসংগতঃ উল্লেখযোগ্য যে, উম্মতে মোহাম্মদীয়ার পূর্ববর্তী উম্মতগণকে রোযার জন্য সেহরী খাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় নাই। এই বরকতপূর্ণ সেহরীর অনুমতি কেবলমাত্র উম্মতে মোহাম্মদীয়াকেই দেওয়া হইয়াছে। উপরোক্ত হাদীসে উম্মতে মোহাম্মদীয়ার এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইংগীত করা হইয়াছে। সুতরাং পরিমাণে কম হইলেও কিছু না কিছু খাদ্য অথবা পানীয় দ্বারা সেহরীর সুন্নত পালন করা বাঞ্ছনীয়।

সেহরী খাওয়ার মধ্যে যথাসম্ভব বিলম্ব করাই সুন্নতের অধিক নিকটবর্তী। সুবহে সাদিকের অল্পক্ষণ পূর্বেই সেহরী খাওয়া শেষ করা উত্তম। সেহরী ও ফজরের মধ্যে এতখানি ব্যবধান থাকা সুন্নত যেন সেহরী খাওয়ার পর ফজরের পূর্ব পর্যন্ত কোরআন মজীদের পঞ্চাশটি আয়াত তিলাওাত করা যায়। হযরত যাইদ ইবনে সাবিত রাঃ বলেন :

تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا الى الصلوة قلت كم كان قدر ما بينهما ؟ قال خمسين اية ٠

"আমরা রসূলুল্লাহ সঃ র সহিত সেহরী খাইলাম। অতঃপর [ফজরের] নামাযে দাঁড়াইলাম। [হাদীসের বর্ণনাকারী বলেন,] আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, [সেহরী খাওয়া এবং ফজরের নামায] উভয়ের মধ্যে কি পরিমাণ সময় ছিল ? তিনি [হযরত যাইদ] বলিলেন, পঞ্চাশ আয়াত [পড়া যায় এই পরিমাণ সময়]"—বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবন মাজা।

সুবহে সাদিকের পূর্বে যদি ফজরের আযান দেওয়া হয় তাহা হইলে সেই আযান শুনিয়া সেহরী খাওয়া বন্ধ করিতে হয় না। সুবহে সাদিকের আবির্ভাবে আযান দেওয়া হইলে সেই আযান শুনিয়া সেহরী খাওয়া যায় না। শেষোক্ত অবস্থায় সেহরী না খাইয়াই রোযা রাখিতে হইবে।

রোযার বিধি-নিষেধ :

সেহরী খাওয়ার সময় গোসলের হাজত হইলে গোসল করিয়া সেহরী খাইতে হয়। কিন্তু গোসল করিয়া সেহরী খাওয়ার সময় থাকিবে না এরূপ আশংকা হইলে নাপাক ব্যক্তি জানাবতের গোসল না করিয়াই শুধুমাত্র উযূ করিয়া সেহরী খাইতে পারে।

উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়িশা রাঃ র বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে।

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر فى رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم ٠

"রামাযান মাসে স্বপ্নদোষ ব্যতীত [স্ত্রীসহবাস জনিত] নাপাকী অবস্থায় ফজরের সময় হইয়া গেলে রসূলুল্লাহ সঃ গোসল করিয়া রোযা রাখিতেন।"—বুখারী ও মুসলিম।

রোযাদার রোযা অবস্থায় মেসওাক করিতে পারিবে। হযরত আমির ইবনে রাবি'আ বলেন :

رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا احصى او اعد ٠

"আমি রসূলুল্লাহ সঃ কে রোযা অবস্থায় এত [অধিক বার] মেসওাক করিতে দেখিয়াছি যাহা সংখ্যায় সীমাবদ্ধ করিতে পারি না।"—আবু দাউদ।

www.ahlehadeethbd.org

রোযাদার আপন স্ত্রীকে চুম্বন দিতে পারে, তবে এ ব্যাপারে সংযম আবশ্যক রসূলুল্লাহ সঃ রোযা অবস্থায় আপন স্ত্রীগণকে চুম্বন দিয়াছেন বলিয়া হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে —বুখারী, মুসলিম ও আবুদাউদ।

রোযাদার যদি রোযার কথা ভুলিয়া গিয়া কোন কিছু পানাহার করিয়া বসে তবে তাহাতে রোযা নষ্ট হয় না। রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন :

من نسى وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه .

"যে ব্যক্তি রোযা অবস্থায় রোযার কথা ভুলিয়া গিয়া আহার অথবা পান করিয়া বসে, সে উক্ত রোযা পূর্ণ করিবে। [ইহাতে তাহার রোযা নষ্ট হয় নাই] আল্লাহ তাআলাই তাহাকে পানাহার করাইয়াছেন।"—বুখারী ও মুসলিম।

অনিচ্ছাকৃত ভাবে বমন করিলে অথবা স্বপ্নদোষ হইলে অথবা শিঙ্গা লাগাইয়া রক্ত বাহির করিয়া ফেলিলে রোযা নষ্ট হয় না। সেইরূপ শরীরে তৈল মালিশ করিলে অথবা চোখে সুরমা লাগাইলেও রোযা নষ্ট হয় না।

কোন শরয়ী ওযর ব্যতিরেকে রামাযান মাসের একটি রোযা নষ্ট করা হইলে তাহার ক্ষতিপূরণ কোন কিছু দ্বারাই সম্ভব নহে। রসূলুল্লাহ সঃ ফরমাইয়াছেন :

من افطر يوما من رمضان من غير رخصة ولامرض لم يقض عنه صوم الدهر كله وان صامه .

"যে ব্যক্তি শরই রোখ্‌সত অথবা অসুখ ব্যতিরেকে রামাযানের একদিন রোযা ভঙ্গ করিবে সে যদি সারা জীবন রোযা পালন করে তবুও ঐ রোযাটি পূরণ হইবে না।"

ফল কথা এই যে, আল্লার স্মরণে রত থাকিয়া যথা সম্ভব সংযতভাবে রোযার বিধি নিষেধের প্রতি পূর্ণ খেয়াল রাখিয়া রোযা পালন করিতে হইবে।

রোযা ইফতার :

সূর্য অস্তমিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রোযা ইফতার করা সুন্নাত। ইফতারে বিলম্ব করা সুন্নতের পরিপন্থী। হযরত ওমর ইব্‌ন খাত্তাব রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ (রোযা ইফতারের সময় নির্দেশ প্রসঙ্গে) ফরমাইয়াছেন :

اذا اقبل الليل من ههنا وادبر النهار من ههنا وغابت الشمس فقد افطر الصائم .

"যখন পূর্বদিক হইতে রাত্রির আগমন হইতে থাকে এবং পশ্চিম দিকে দিবসের নির্গমন ঘটে আর সূর্য্য অস্তমিত হয়, তখনই রোযাদার ইফতার করিবে।"—বুখারী ও মুসলিম।

ইফতারের সময় হওয়া মাত্র ইফতার করার গুরুত্ব বর্ণনা করিয়া রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন :

لايزال الناس بخير ما عجلوا الفطر

"যাবত জনগণ ইফতারে তাড়াতাড়ি করিবে তাবত তাহারা মঙ্গলের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিবে।"—বুখারী ও মুসলিম।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ইফতারের সময়টিতে দু'আ কবুল হইয়া থাকে। হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন 'আস রাঃ র প্রমুখাৎ বর্ণিত এক হাদীসে রসূলুল্লাহ সঃ ফরমাইয়াছেন : "ইফতারের সময় রোযাদার কোন দু'আ করিলে সেই দু'আ অগ্রাহ্য হয় না।"—ইবন মাজা।

ইফতার কালীন দো'আ।

আবূ দাউদ হাদীস গ্রন্থে এই মর্মে একটি মুরসাল হাদীস রহিয়াছে যে, নবী সঃ ইফতারকালে এই দু'আ বলিতেন :

اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت

"হে আল্লাহ, আমি তোমারই জন্য রোযা রাখিয়াছিলাম আর তোমারই দেওয়া রিযক দ্বারা ইফতার করিলাম।"

আবূ দাউদে অপর একটি হাদীসে আছে, ইব্ন উমর রাঃ বলেন, নবী সঃ ইফতার করিয়া এই দু'আ পড়িতেন :

ذهب الظماء وابتلت العروق

وثبت الاجر ان شاء الله .

"পিপাসা দূরীভূত হইয়াছে, ধমনিগুলি সিক্ত ও সঞ্জীবিত হইয়াছে এবং আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা হইলে সওয়াব প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে"—আবূ দাউদ।

খেজুর দ্বারা ইফতার করাই উত্তম। খেজুরের অভাবে পানি দ্বারা ইফতার করিতে হইবে। হযরত সুলায়মান ইব্ন আমির রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ ফরমাইয়াছেন :

اذا افطر احدكم فليفطر على تمر فان لم يجد فليفطر على الماء فانه طهور .

"যখন তোমাদের কেহ ইফতার করিবে, তখন সে যেন খেজুর দ্বারা ইফতার করে। কিন্তু সে যদি খেজুর না পায় তাহা হইলে সে যেন পানি দ্বারা ইফতার করে, কারণ উহা পবিত্রতা আনয়নকারী।"—তিরমিযী, আবূদাউদ ও ইব্ন মাজা।

তারাবীর নামায :

রামাযানের রাত্রিগুলিতে ইবাদত করা নফল বলিয়া বিবৃত হইলেও উহার ফযীলত অপরিসীম। রসূলুল্লাহ সঃ ফরমাইয়াছেন :

من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفرله ما تقدم من ذنبه .

"যে ব্যক্তি ঈমান সহকারে সওয়াব হাসিলের উদ্দেশ্যে রামাযান মাসে নফল নামায পড়ে তাহার অতীত গুণাহ মাফ করা হয়।"—বুখারী ও মুসলিম।

তারাবীহ নামায সম্পন্ন করা ইবাদতের একটি উত্তম ব্যবস্থা। তারাবীহ নামায আট রাক'আত। তিন রাক'আত বিত্র সহ রসূলুল্লাহ সঃ এগার রাক'আত তারাবীহ পড়িয়াছেন। সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত আয়িশা রাঃ বলেন : "রসূলুল্লাহ সঃ রামাযান ও গায়রে রামাযান নির্বিশেষে সকল রাত্রিতেই এগার রাক'আতের অধিক (নফল) নামায পড়িতেন না।" [বিস্তারিত আলোচনা মরহুম মওলানা আবদুল্লাহেল কাফী সাহেবে প্রণীত "তারাবীহ" গ্রন্থে দেখুন]

www.ahlehadeethbd.org

লাইলাতুল কদর ঃ

লাইলাতুল কদ্‌রের মুবারাক রাত্রিটী রামাযান মাসে থাকায় রামাযান মাসের মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। রামাযানের শেষ দশ রাত্রির কোন এক বেজোড় রাত্রিই লাইলাতুল কদর হইয়া থাকে। এই রাত্রির মর্যাদা বর্ণনায় কুরআন মজীদে একটি স্বতন্ত্র সূরাই রহিয়াছে। সূরাটির নাম 'আল-কদর' সূরা। তাহা ছাড়া হাদীসেও উহার ফযীলতের কথা বিবৃত হইয়াছে। রসূলুল্লাহ সঃ বলেন ঃ

من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفرله ما تقدم من ذنبه .

"যে ব্যক্তি ঈমান সহকারে এবং সওয়াব হাসিলের উদ্দেশ্যে কদর রাত্রিতে নফল ইবাদাত করে তাহার অতীতের গুণাহ মাফ করা হয়।"—বুখারী ও মুসলিম।

কদরের রাত্রিতে জাগ্রত থাকিয়া ইবাদতে মশগুল থাকাকালে মাঝে মাঝে এই দু'আ পড়িতে হয়।

اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنى .

"হে আল্লাহ, আপনি ক্ষমাকারী—ক্ষমা করিতে আপনি ভালবাসেন। অতএব আপনি আমার গুনাহ ক্ষমা করুন।"—নাসায়ী ও তিরমিযী।

ই'তিকাফ ঃ

মাহে রামাযানের শেষ দশকে সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম হইতে নির্লিপ্ত হইয়া সাময়িক-ভাবে মসজিদের একটি নির্দিষ্ট স্থানে আল্লার যিকরে ও ইবাদত বন্দেগীতে মশগুল থাকাকে শরীঅতে ই'তিকাফ বলা হয়। ই'তিকাফ করা সুন্নত কিফায়া। ২১শে রামাযান হইতে আরম্ভ করিয়া ঈদুলফিতরের পূর্ব পর্যন্ত এই ই'তিকাফ করিতে হয়।

www.ahlehadeethbd.org

জীবন ও ইসলাম

—এম, এ, জব্বার বেগ
[এম, এ, শেষ বর্ষ, ইসলামী ইতিহাস ও তমদ্দুন
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়,]

॥ এক ॥

'জীবন' আমাদের অস্তিত্বেরই নামান্তর। 'আমি' আছি বলতে যা বুঝি,—জীবন তাই। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা। ইহা সমাজ-জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যষ্টি ও সমষ্টির শাশ্বত কল্যাণ ও মুক্তির দিশারী।

॥ দুই ॥

মাটির সঙ্গে তরুলতার সম্পর্ক যতটা নিবিড়, সূর্যের সাথে চন্দ্রের আকর্ষণ যতটা সৌহার্দ্যপূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য—জীব জগতের জন্য বায়ুর প্রয়োজনীয়তা যেমন অপরিহার্য,—জীবনের সাথে ইসলামের সম্পর্ক তেমনি নিবিড়, সৌহার্দপূর্ণ অবিচ্ছেদ্যও অপরিহার্য। জীবনটাকে যদি প্রদীপের সঙ্গে তুলনা করা হয়, তবে ইসলাম তার আলোক বর্তিকা; জীবনটাকে যদি একটি পুষ্পের সঙ্গে তুলনা করা হয়, তবে ইসলাম তার সৌন্দর্য ও সৌরভ; জীবনকে যদি নির্জন সাগরতীরে পরিত্যক্ত এক নিঃসহায়, নিঃসঙ্গ পথিক মনে করি, তবে ইসলাম তার খেয়া-পারের নৌকা,—তার একমাত্র রক্ষাকবচ।

জীবনের সাথে এই ঐশ্বরিক জীবন-বিধানের যে ওতঃপ্রোত সম্পর্ক, যে নিগূঢ় বন্ধন, জীবনের প্রতি এর যে মঙ্গল দৃষ্টি,—সে কথা দুনিয়ার চিন্তাশীল মনীষীগণ স্বীকার করেছেন। বস্তুতঃ জীবন কেন্দ্রিক চিন্তাধারার স্বাভাবিক বিকাশ ঘটেছে ইসলামে। মাতৃক্রোড় থেকে কবর পর্যন্ত জীবনের যে বিস্তৃতি এবং কবর থেকে অনন্তকাল যাবৎ এই জীবনের অস্তিত্বের যে স্থিতি, তার সকল স্তর ও বিভাগের কল্যাণ, সকল মোড় ও মোহনার দিশা, সকল ষ্টেশন ও মঞ্জিলের পাথেয়, সকল চাহিদা ও রক্ষাব্যবস্থার সমূহ উপকরণ ও পথ-নির্দেশ ইসলামের মধ্যে মওজুদ রয়েছে।

পবিত্র আল-কুরআনের মূল বিষয়বস্তু: মানুষ, তার কল্যাণ এবং আল্লার সঙ্গে তার সম্পর্ক [তাফহীমুল কোরআন, প্রথম খণ্ড, 'কোরআনের পরিচয় দ্রষ্টব্য]। আধুনিক ইউরোপের দু'একজন নিরপেক্ষ চিন্তাশীল ব্যক্তিও জীবনের প্রতি ইসলামের মহান মনোভাবের কথা অকাতরে স্বীকার করেছেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী ইতিহাসের খ্যাতনামা শিক্ষাগুরু Sir H. A. R. Gibb সাহেব লিখেছেন:

"... ... Islam was at first an orientation of life in all its aspects in a particular ethical direction, dictated by the acceptance of certain general beliefs on the authority of Qur'anic revelation' (An interpretation of Islamic History, PP. 18, Edition—1957),

তরজমা: "ইসলাম প্রথমতঃ বিশেষ নৈতিক বিধি-বিধান নিয়ন্ত্রিত জীবনের সার্বিক মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা (Orientation); ইহা কোরআনিক

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ওহী-নির্ধারিত কতিপয় বিশেষ আকীদা-বিশ্বাস দ্বারা পরিচালিত।” আল্লাহর বিধান অনুযায়ী মানব-জীবনের প্রকৃত কল্যাণ ও প্রত্যাশিত মুক্তি সাধনই ইসলামের ধ্রুব লক্ষ্য।

॥ তিন ॥

ইসলাম জীবন ও জগতকে গূঢ়তমরূপে উপলব্ধি করার এক অফুরন্ত শিক্ষার উৎস।

এই নিখিল সৌরজগত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রাণীজগত একজন নিপুণতম শিল্পীর নিখুঁততম মহাপরিকল্পনায় প্রবহমান স্পন্দনশীলতার এক প্রজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টান্ত। আসমান, জমিন ও তার মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর মধ্যে একমাত্র তাঁরই অভিপ্রায় কার্যরত। মানবজীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে মহামুক্তির পথে পরিচালনার জন্য আল্লাহ এক জীবন বিধান প্রণয়ন করেছেন। তাঁর সেই মহাবিধান মানব সমাজে প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য যুগে যুগে দেশে দেশে মানবতার মুক্তির কাণ্ডারী নবীদেরকে [আঃ] প্রেরণ করেছেন। দুনিয়ার প্রথম মানব আদম [আঃ] দুনিয়ার প্রথম নবীও ছিলেন; এবং সেই থেকে নবুয়তের যে বিবর্তন শুরু হয়,—তার সমাপ্তি ঘটেছে হজরত মুহাম্মদ [দঃ] এর আগমনের মধ্য দিয়ে। তিনি মানব জীবনের সমূহ কল্যাণের জন্য পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর ঐশী সওগাত দুনিয়ার বুকে প্রচার ও প্রতিষ্ঠার দ্বারা নবুয়তের পূর্ণতার [Perfection] কথা ঘোষণা করেন।

ইসলাম মানুষকে মানুষেরই বংশধর বলে ঘোষণা করেছে। হযরত আদম [আঃ] ও হাওয়ার [আঃ] বংশধর এই নিখিল মানব জাতি। এই সমগ্র মানব-জীবন অখণ্ড মহাপরিবারের অন্তর্ভুক্ত। এই নিখিল মানব জীবনের ঐক্য ও মুক্তি নিখিল-জীবন-প্রভাকর তওহিদে সংরক্ষিত।

জীবনের উৎপত্তি প্রসঙ্গে আল্লাহ তাঁর জীবন-বিধানে ঘোষণা দিয়েছেন যে,—“আমরা আল্লাহর কাছ থেকেই এসেছি এবং তাঁর নিকটেই ফিরে যাব।” তিনি আমাদের destiny ঠিক করে দিয়েছেন যে, তাঁর কাছেই এই জীবনের গন্তব্যস্থল চুম্বক-স্তম্ভের আকর্ষণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লৌহশলাকা যেমন মন্ত্রমুগ্ধের মত আকর্ষিত, নদস্রোত যেমন সাগরের আহ্বানে গিরি কান্তার মরুভূর হাতছানি ও কোলাকুলিকে উপেক্ষা করে অম্বুধির ক্রোড়ে আশ্রিতা, আমাদের জীবনও তেমনি ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় খোদারই সান্নিধ্য ও মিলনকামী, জীবনের মহামিলন ও প্রত্যাবর্তন তাঁরই শরণে।

॥ চার ॥

ইসলাম শিখিয়ে দেয় যে, সকল জ্ঞানের উৎস আল্লাহ। মানব জীবনকে তিনি উত্তমরূপে গঠন করেছেন এবং তাকে জ্ঞান (Wisdom) দ্বারা অলংকৃত করেছেন। জীবনটা জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময় ও আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠুক, মানব-গোষ্ঠী জীবনের মৌল অর্থ বুঝুক,—জীবন সম্পর্কে তার অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদর্শিতা সৃষ্টি হোক,—এটিই ইসলামের দাবী। মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনায় নিয়োজিত থেকে তার অস্তিত্বের গভীর মর্ম উপলব্ধি করুক—জীবনকে উন্নত করার এই প্রয়াসকে ইসলাম উৎসাহিত ও অভিনন্দিত করে; জ্ঞানকে এক মহাস্ত্ররূপে এবং ‘প্রতিরক্ষামূলক অস্ত্ররূপে’ নিখিল মানবতার মুক্তির দিশারী হজরত মুহম্মদ (দঃ) ঘোষণা করেছেন। রেনেসাঁ উত্তর ইউরোপ ইসলামের এই অমৃত শিক্ষাকে গ্রহণ করার পর বলতে শিখেছে :—‘Knowledge is Power. (International Islamic Colloquium, Lahore, 1958.

ইসলাম পাশব-শক্তির ঊর্ধ্বে মানবীয় বিবেকী-শক্তির স্থান নির্ণয় করেছে, খড়্গ কৃপাণের বর্বর শক্তিমত্তার চেয়ে লেখনীর শক্তিকে অধিকতর মর্যাদা দান করেছে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

গোটা ইউনিভার্স সম্পর্কে আমাদের যেন একটা সুস্পষ্ট জ্ঞানলাভ হয়, এজন্যে ইসলাম আমাদেরকে গোটা সৌরজগতের প্রতি পর্যবেক্ষণ (Observation) করতে বলেছে; নিখিল সৃষ্টি বৈচিত্রের প্রতি সতর্ক ও জিজ্ঞাসু নেত্রে দৃষ্টিপাত করতে বলেছে। মানুষের সসীম জ্ঞানের পরিধি বিস্তারের জন্য এটা যে অপরিহার্য,—একথা কোন জ্ঞান-সাধকই অস্বীকার করতে পারেন না। মানব-জীবনের সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর পশু জীবনের যে তফাত তা হচ্ছে জ্ঞানের, শালীনতার ও বিবেকের। পশুর বিবেক, শালীনতাবোধ ও জ্ঞান—কোনটাই নেই এবং এসব আছে বলেই মানুষের এতখানি মর্যাদা।

ইসলাম মানুষকে জ্ঞান-পূত জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করে। এইজন্যই এই জীবনাদর্শ (Ideology) মানব-জাতিকে জ্ঞানের ত্রিবিধ মহান উৎসের সন্ধান দিয়েছে; যথাঃ (১) ঐশীবাণী বা Revelation, (২) সাধনা ও ধ্যান দ্বারা অর্জিত জ্ঞান এবং (৩) ইতিহাস (Reconstruction of Religius Thought in Islam by Dr. Iqbal.) প্রথমতঃ ঐশীবাণী বা ওহী মানব জীবনের মোক্ষম কল্যাণ ও মুক্তির দিশারী; দ্বিতীয়তঃ, সাধনা ও ধ্যান দ্বারা অর্জিত জ্ঞান (Intuition) আমাদের আত্মোপলব্ধি ও আত্মশুদ্ধির পথ যাত্রার মশাল; তৃতীয়তঃ, ইতিহাস—দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ, জাতি ও সমাজের দর্পণ। ইতিহাস মানুষকে বিচক্ষণ ক'রে তোলে। বিগত মানব জীবনপুঞ্জের ভুলের পরিণতি এবং শুদ্ধাচার, কৃতিত্ব ও প্রজ্ঞার পুরস্কারের সন্ধান—ইতিহাস আমাদের বন্ধুর মত স্মরণ করিয়ে দেয়।

আমরা ইতিহাসকে ভুলতে পারি, কিন্তু ইতিহাস আমাদেরকে ভুলে যায় না। আগেকার মানবমণ্ডলীর মত পুনরায় ভুল করতে থাকলে, ইতিহাস কোন ব্যক্তি বা জাতিকে ক্ষমা করে না। তাই ত ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে। আল-কুরআন আমাদেরকে আ'দ, সমুদ প্রভৃতি জাতির খোদাদ্রোহীতার পরিণতির কথা জানিয়ে সতর্ক করে দেয়, অপরপক্ষে হযরত লোকমান [আঃ], হযরত ইউসুফ, হযরত ঈশা, হযরত মুছার যুগের ঘটনাবলীর কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়। মানব-সমাজের প্রচুর কল্যাণ আসতে পারে ইতিহাসের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করলে। এই জন্য দুনিয়ার কোন প্রগতিশীল জাতিই ইতিহাসকে ভু'লে থা'কতে পারে না। তাই, জাতি হিসাবে বড় হতে হলে জাতীয় ইতিহাসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং জাতীয় ইতিহাসের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা দরকার। এমনিভাবে অর্জন করা হয় তরক্কী বা প্রগতি।

জীবনটাকে দূরদর্শী করার শিক্ষাও ইসলাম মানুষকে দিয়েছে। ইসলাম তাই চির আধুনিক। আল-কুরআনে নিখিল মানবতার জন্য এই পাঠ সংরক্ষিত রয়েছেঃ "দুনিয়াময় পর্যটন কর এবং তোমাদের পূর্বে যে সমস্ত জাতি ছিল তাদের কি পরিণতি হয়েছে, তা দেখ।" জীবন ও জগত সম্পর্কে গভীরতর জ্ঞান, দূরদর্শিতা ও প্রজ্ঞা অর্জনের জন্য গোটা মানবতার প্রতি এই পবিত্রতম আহ্বান—নিখিল মানব-জীবনের প্রতি ইসলামের কল্যাণকামীতারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই সমস্ত বাণীই দুনিয়াবাসীর আন্তর্জাতিক অজ্ঞতা-মুক্তি আন্দোলনের প্রথম আধুনিক সনদ (First Modern Charter) জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারেই হোক মানুষের প্রত্নতাত্বিক চিন্তাধারা এই শিক্ষারই ফলশ্রুতি; গোটা আধুনিক বিশ্ব নিজের অজ্ঞাতসারে এই শিক্ষাকে মেনে নিয়ে জ্ঞানের সমুদ্রে ডুবুরীর মত মূল্যবান রত্নরাজি আহরণ করছে এবং দুনিয়ার বুকে কার্পেটের মত বিছানো আল্লাহর প্রাসাদ-রাজিকে ভোগ করছে।

॥ পাঁচ ॥

ইসলাম মানব জীবনকে কল্যাণকর, সুন্দর ও সুষ্ঠু আযাদীর মর্যাদায় ভূষিত করেছে; দুনিয়ার সকল

www.ahlehadeethbd.org

বস্তুর উর্ধে মানুষের মর্যাদা নিরূপণ করেছে। এ জীবন আল্লাহ্‌র দে'য়া এক পাক আমানত। একে সকল কালিমা, সকল অবমাননা, সকল হীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত রাখাই ইসলামের দাবী। ইসলাম, তাই, মানুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ আযাদীর মর্যদা (সংবাদ) দিয়েছে; সকল মেকী 'খোদার' প্রভুত্বকে চূর্ণ ক'রে এক অমিয় স্বাধীনতার দ্বারোদ্‌ঘাটন করেছে। প্রকৃতির অর্চনা, মানুষের বন্দনা এবং বীরের পূজা (Hero-worship) কে ইসলাম বাতিল করেছে; কেনন', এমনিতে মানুষ তার আত্মাকে কলুষিত ও পংকিল ক'রে ফেলে—মহান আল্লাহর মহাবিধানকে লংঘন করে। ইসলাম, তাই, গোটা মানবতাকে শৃঙ্খলমুক্ত করেছে, বেড়ীমুক্ত করেছে, দাসত্বমুক্ত করেছে। ইসলাম তৌহিদের মহাবিপ্লবী মতবাদ শিক্ষা দিয়েছে; জীবনের মর্মকথা বুঝিয়ে দিয়েছে; পথভ্রষ্ট মানবকে সংহতি ও মুক্তির রাজপথ দেখিয়েছে। মানব জীবনের স্বাভাবিক বিকাশের জন্যই ইসলাম তাকে Liberty দিয়েছে; কিন্তু সমাজের মানুষের প্রতি ন্যায় বিচার এ সমাজের ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য সকল বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘনকে নিষিদ্ধ করেছে। ইসলামের মহাবিধানের আওতায় এ জীবন সুরভিত পুষ্পের মত স্বাভাবিকভাবে বিকাশ লাভ করে।

॥ ছয় ॥

জীবনকে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন করার জন্য ইসলামের এক গৌরবময় ভূমিকা রয়েছে। ইসলাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাকে এবাদতের অঙ্গ বলে চিহ্নিত করেছে। Stanley Laned poole 'The Moors in Spain' গ্রন্থে পরিবেশিত তথ্যে বলেছেন যে, মধ্যযুগের ইউরোপবাসীগণ স্পেনের মুসলমানদের কাছে পরিচ্ছন্নতা এবং স্নানের উপকারিতার বিষয় শিক্ষা করেছে। ইসলাম মানুষকে দৈহিক ও মানসিক উভয়বিধ পবিত্রতার শিক্ষা দান করে। শালীনতা ও রুচিবোধের স্বাভাবিক শর্ত হিসাবে ইসলাম লজ্জাশীলতাকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখেছে। বিনয় ও সৌজন্যকে মানব চরিত্রের অলঙ্কার বলে মনে করেছে। রসুলুল্লাহ বলতেন যে, তিনি সৌরভ, নম্রতা এবং এবাদতকে ভালবাসেন। আল্লাহ সুন্দর ও পবিত্র; তাই তিনি পবিত্র সৌন্দর্যকে ভালবাসেন। এই জন্যই ত এই দুনিয়া এত সুন্দর ও মনোহর হয়ে উঠেছে।

॥ সাত

ইসলাম জীবনের যে নক্সা (Blue print) ও পরিকল্পনা পেশ করেছে, তা এক সর্বব্যাপক (All Comprehensive), জটিল (Complek), অথচ ভারসাম্যপূর্ণ (Balanced) জীবন; এবং ইহা এক মার্জিত, উন্নত ও আল্লায় সমর্পিত আদর্শিক জীবন।

ইসলাম কোন বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থসংরক্ষণের নিমিত্ত বিশেষ কোন শ্রেণীর স্বকপোলকল্পিত জীবনবিধান নহে। ইসলাম সকল দেশের, সর্বকালের সর্বসমাজের সকল মানুষের মুক্তি ও কল্যাণের জন্য আল্লাহর অনুগ্রহের পরম সওগাত,—এক চিরস্থায়ী জীবনবিধি [An eternal code of life]। আপনি ষ্টেশনের কুলি, মিলের শ্রমিক, রিক্সার চালক, মোটরের ড্রাইভার, পল্লীর চাষী বা জেলে, অফিসের পিয়ন, নৌকার মাঝি, দফতরের কেরানী, ব্যাঙ্কের ম্যানেজার বা শহর-বন্দরের কোটিপতি বণিক হউন, কিংবা আপনি ছাত্র, শিক্ষক, অধ্যাপক, লেখক, সাংবাদিক, সম্পাদক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ, সৈনিক, সমাজ-সেবী অথবা চিকিৎসক হউন,—কিংবা আপনি উকিল, মোক্তার ব্যারিষ্টার,

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বিচারক, ম্যাজিষ্ট্রেট, কমিশনার, গভর্ণর, রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট, রাজনীতিবিদ বা কূটনীতিবিদ যাহাই হউন না কেন,—আপনি আফ্রিকার নিগ্রো, ইউরোপের শ্বেতাঙ্গ, তুন্দ্রা-অঞ্চলের এস্কিমো কিংবা সাহারা-গোবীর মরুবাসী, আমাজনের অরণ্যবাসী, তাঁবুর অধিবাসী, শহরবাসী বা মহানগর বাসীই হউন—আপনাদের সকলের জীবনের ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত সামগ্রিক, ন্যায়-বিচারভিত্তিক সুখ ও সমৃদ্ধি, কল্যাণ ও মুক্তি এবং উন্নতি ও প্রগতির সঠিক পথ-নির্দেশ ইসলামের সর্বব্যাপক জীবন বিধানের মধ্যে উজ্জ্বলভাবে লিপিবদ্ধ আছে। এই শাশ্বত জীবন বিধান প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে গোটা মানবতার ভাগ্যোন্নয়ন করে আসছে; দুনিয়ার বহু সমাজ ও রাষ্ট্রবিপ্লবের ধারাকে প্রভাবিত করেছে; বহু সভ্যতা সংস্কৃতির মধ্যে পরিবর্তন ও উৎকর্ষতা দান করেছে। ইসলাম এক সর্বাত্মক (All Pervading) বিশ্ব বিপ্লবের উদ্গাতা। তাই বার্নাডশ' ইসলামের প্রবর্তক হজরত মুহাম্মদ (দঃ) কে The Saviour of Humanity' বলে অখ্যায়িত করেছেন।

ইসলাম আমাদেরকে এক জিহাদী জীবনের দীক্ষা দান করে। মুসলিম তো আজীবন আল্লাহর সৈনিক। খোদার জীবন-বিধান প্রতিষ্ঠার দায়িত্বে সংগ্রাম করা প্রত্যেক মুসলিমেরই জীবনের প্রধান কর্মসূচী। তওহীদের আদর্শ-পূত এক দৃষ্টান্ত মূলক সমাজ Model society) প্রতিষ্ঠার জন্যই এই জিহাদ।

ধনাঢ্য কর্তৃক দরিদ্র-নিপীড়ন রোধকরণ, সমাজে অশান্তি ও ফেতনা ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের মূলোৎপাটনের জন্য জদ্দ ও জিহাদে অংশ গ্রহণ, এবং খোদাদ্রোহীদের নাস্তিকতার প্রসার বন্ধ করণের জন্য এক অবিচল ও অবিশ্রান্ত জিহাদী জিন্দেগী পরিচালনা করাই ইসলামের শিক্ষা। নাস্তিকতা (Atheism) জড়বাদ (Materialism) ও সেকুলারিজম নিশ্চিহ্ন করে আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে কায়েম করাই মুসলিমদের আসল জীবন-ব্রত। অসত্য, অন্যায় ও অবিচারের উৎসমূলকে উৎখাত করাই এর মকসুদ। সত্যের ও আদর্শের জন্য জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত হওয়াকে ইসলাম অভিনন্দিত ও পুরস্কৃত করে। কেননা, দুনিয়ার বুকে শান্তি কায়েম হয় এবং অশান্তি চিরতরে নির্বাসিত করাই ইহার পরিকল্পিত লক্ষ্য।

www.ahlehadeethbd.org

ইসলামী অর্থনীতির "মূলনীতি"

অধ্যাপক মুহম্মদ বসির উদ্দিন সরদার

[এই প্রবন্ধ পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত তাবু জীবনে পঠিত। প্রবন্ধে প্রকাশিত অভিমত লেখকের ব্যক্তিগত]

একজন মুসলমানের লক্ষ্য ও তার সমাজ

মুসলমান একমাত্র আল্লার দাসত্ব ছাড়া আর কারুর দাসত্ব করবেনা। মুসলমানের মস্তক শুধু একমাত্র "আল্লারই" উদ্দেশে অবনত হয়। আল্লাহ তার একমাত্র প্রভু ও উপাস্য। সমাজে তার অধিকার, অন্য মুসলমান বা মানুষের অধিকার একই। সে বিশ্বাস করে "মনুষ্য সম্প্রদায় এক পরিবারভুক্ত"....। এক মানব ও একমানবী হতে সে সৃষ্ট। বিভিন্ন সম্প্রদায় ও পরিবার ভুক্ত হলেও সব মুসলমান ভাই ভাই, একে অপরকে ভাই বলে জানতে হবে। বর্ণে বর্ণে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে, গোষ্ঠিতে গোষ্ঠিতে, কোন ভেদাভেদ নাই। সমাজে বিভিন্ন প্রকারের পেশা থাকতে পারে কিন্তু সে পেশাগত পার্থক শ্রেণীগত পার্থক্যে পরিণত হবে না। ইসলামী সমাজে এমন একটী সমাজ ব্যবস্থা থাকবে যেখানে বিভিন্ন পেশাগত লোক এমন এক ভ্রাতৃত্বের মৈত্রী ও আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ হবে যে, সেখানে সকল শ্রেণী লোপ পেয়ে থাকবে একটি শ্রেণী বা সম্প্রদায়— "মানুষ"।

সমাজে ব্যক্তির যে কাজ হবে তা আত্ম কেন্দ্রীক নয়, ব্যক্তির স্বার্থ, ব্যক্তির সুখ ও সুবিধের জন্যই শুধু ব্যক্তি কাজ করবে বা কাজের প্রেরণা পাবে এরকম ধারণা কোন কালেই কোন মুসলমানের মনে স্থান পাবে না। ইসলামী সমাজ ও অর্থনীতি ব্যক্তি স্বার্থের প্রতিযোগিতার উপর স্থায়ী বা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। ব্যক্তি কর্মের প্রেরণা পাবে, তার স্বপ্ন ও সাধনা হবে আল্লার সন্তুষ্টির জন্য, আল্লা কর্তৃক নির্দেশিত সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য। ব্যক্তির লক্ষ্য হবে এক আল্লার আনুগত্যে বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও এমন এক সমাজ স্থাপন, যেখানে সবাই সুখে ও শান্তিতে বসবাস করতে পারে, সকল জনগণই যেন বৃহত্তর কল্যাণের সুখ আস্বাদন করতে পারে।

"যে পর্যন্ত তোমরা (বিশ্বাসীরা) ভালবাসার বস্তুকে (অকাতরে আল্লার জন্য দান ও) ব্যয় করতে সক্ষম না হবে, সে পর্যন্ত তোমরা প্রকৃত ধর্ম-নিষ্ঠা অর্জন করতে পারবে না। (৩: ৯২) তাহারা "জন কল্যাণজনক কাজে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করে—এই সব লোকই বাস্তবিক কল্যাণ ব্রতী (৩ : ১১৪)।

উপরিউক্ত পবিত্র কোরানের উদ্ধৃতি থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, প্রত্যেক কাজের লক্ষ্য হবে আল্লার সন্তুষ্টি সাধন এবং সেই কাজ হবে জনকল্যাণ মূলক। ভালবাসার বস্তুকে অকাতরে দান ও ব্যয় করার নির্দেশের অর্থ হ'ল অধঃপতিত, নিপীড়িত মানবতার উন্নতি সাধন করা। বিশ্বাসীদের লক্ষ্য হবে একই আল্লার আনুগত্যে এমন একটী বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা যেখানে পৃথিবীর লোক নিজেদেরকে একই পরিবার ভুক্ত বলে মনে করবে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ব্যক্তি, সমাজ ও অর্থ নৈতিক কার্য্যাবলী।

আল্লাহ পৃথিবী ও আকাশ সমূহ সৃষ্টি করেছেন, যা কিছু পৃথিবীতে ও আকাশ সমূহে এবং এই দু'য়ের মাঝখানে রয়েছে—সবই আল্লার। আল্লার সৃষ্টিসমূহ সকল মানুষের জন্য। এ সবের মালিক আল্লাহ। আল্লার প্রতিনিধি হিসেবে মানুষ আল্লার দেওয়া এই সম্পদ সমূহের তত্বাবধান ও রক্ষা করবে এবং নিজেদের প্রয়োজনে সেগুলো কাজে লাগাবে। প্রাকৃতিক সম্পদ ছাড়াও আল্লার সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ ও মহান সম্পদ হ'ল, "মানুষের সৃজনী ও কর্মশক্তি।" আল্লার দেওয়া প্রাকৃতিক সম্পদ মানুষের সৃজনী শক্তির ছোয়া পেয়ে মানুষের ব্যাবহারোপযোগী ঐশ্বর্য্যে পরিণত হয়। প্রায় প্রত্যেক লোকই কমবেশী এই কর্ম ও সৃজনী শক্তির অধিকারী হয়ে পৃথিবীতে আসে। মানুষের এই সৃজনী শক্তিও সব মানুষের—তথা সমগ্র সমাজের জন্য। "মানুষ সম্প্রদায় একই জাতি"—বিশ্ববাসীরা একে অপরের ভাই, রক্ষক ও সহায়ক। মানুষের যুগান্তরকারী প্রতিভা গোটা জাতি তথা সমগ্র মানুষেরই সম্পদ।

সমাজ হল ব্যক্তির সমষ্টি। ইসলামী সমাজে ব্যক্তি ও সমাজের স্বার্থ হবে এক। সমাজের জন্য ব্যক্তির প্রয়োজন, আবার সমাজ ছাড়া একক হিসাবে ব্যক্তির অস্তিত্ব হবে কঠিন ও নগণ্য। কাজেই ব্যক্তির জন্য সমাজের প্রয়োজন। ইসলামী সমাজের গুরুত্ব অসীম। সমাজ ব্যক্তির মানসিক, শারীরিক ও নৈতিক শক্তি সমৃদ্ধির সহায়তা করে। ব্যক্তির সৃজনী শক্তির উন্মেষের ও কর্ম্মশক্তির উন্নতির জন্য সমাজকে সুযোগ করে দিতে হবে এবং এইজন্য ব্যক্তি সমাজের উপর নির্ভরশীল। যে সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তি-মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি ও সম্ভাবনার উন্নতির পূর্ণ সুযোগ রয়েছে, সেই সমাজই কাম্য ও ইসলামী সমাজ। এই সমাজেই চরম উন্নতি ও কল্যাণ সাধন সম্ভবপর হবে। সুযোগের অভাবে ব্যক্তি প্রতিভার এখানে অপচয় হবে না বা অবহেলিত থাকবে না। ইসলামী সমাজেই আল্লার শ্রেষ্ঠ সম্পদ "মানুষ ঐশ্বর্য্যের" উন্নতি হবে সমগ্র মানুষ তথা সমাজের কল্যাণের জন্য।

পূর্বেই বলেছি, প্রাকৃতিক সম্পদও আল্লার, এবং তা' সমগ্র সমাজ বা মানুষের জন্য। আর এই সমগ্র মানুষ হ'ল যারা বর্তমানে রয়েছে ও যারা ভবিষ্যতে এ পৃথিবীতে আসবে। বর্তমান মানুষ আল্লার দেওয়া সম্পদের সমষ্টিগতভাবে একচ্ছত্র দাবীদার হতে পারে না। ভবিষ্যতে যারা আসবে তাদেরও অধিকার থাকবে এ সম্পদে। বর্তমান মানুষ উন্নতিকৃত (Developed) জ্ঞান ও শ্রমের দ্বারা আল্লার দেওয়া প্রাকৃতিক সম্পদকে শুধু তাদের প্রয়োজনের জন্যই কাজে লাগাতে পারে। অপচয় বা অপ্রয়োজনে, বিলাস ঐশ্বর্য্যে, ধ্বংসাত্মক কার্য্যে আল্লার সম্পদকে বিনষ্ট করবার অধিকার বর্তমান মানুষের নাই।

আল্লার সম্পদসমূহ সমগ্র সমাজ তথা মানুষের জন্য। ব্যক্তি সমাজের একজন হিসেবে ব্যক্তিও আল্লার সম্পদে দাবীদার। সমাজ ব্যক্তিকে তার প্রতিভা ও কর্ম্মশক্তির কর্ম্মোপযোগী করে তুলতে সাহায্য করবে। ব্যক্তি তার শক্তি ও শ্রম প্রাকৃতিক সম্পদে কাজে লাগিয়ে যা কিছু অর্জন করবে, এই অর্জিত আয়ের ও সম্পদের উপর সম্পূর্ণ বা একচ্ছত্র অধিকারী সে হবে না বা হতে পারে না। যদিও সে নিজের শ্রমেই এইসব অর্জন করেছে। কাজোপযোগী শ্রমের ও প্রতিভা বিকাশের জন্য সে সমাজের কাছে ঋণী। তাই অর্জিত আয়ের কিছু অংশ সমাজেরও প্রাপ্য। ব্যক্তির

www.ahlehadeethbd.org

প্রয়োজনের অতিরিক্ত ও উদবৃত্ত উপার্জিত সম্পদের অংশ আল্লাহ তথা সমাজের প্রাপ্য। অনর্থক কাজে, বিলাসে এবং অপ্রয়োজনে তা খরচ করবার তার অধিকার নাই। ব্যক্তির এই উদবৃত্ত অর্জিত সম্পদে যাদের প্রয়োজন রয়েছে, উহা তাদের জন্য। সামগ্রিক ভাবে সেটা সমাজের এবং সমগ্র মানব জাতির উন্নতিকল্পে ব্যয়িত হবে। এই নীতিই সত্য ও মনুষ্য সমাজের জন্য মঙ্গলকর। আল্লাহ সুস্পষ্ট ভাবে বলেছেন, "তাদের (যাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত বেশী থাকবে) সম্পদে যাচ্ঞাকারী ও অভাবগ্রস্তদের অধিকার রয়েছে" (৫১ : ১৯)

"কত দান করিবে বলিয়া দাও যাহা উদবৃত্ত তাহাই"—(২ : ২১৯)

আর আমাদের মহানবী বলেছেন, "The son of a man, has no other right that he should have a house wherein he may live and a piece of cloth wherewith he may hide his nakedness and clip of bread and some water. (Tirmizi)

তিনি আবার বলেছেন, "He who has an excess of transport animals, let him give it to him who has none and he who has an excess of provision let him give it to him who has not" [see Islamic Social Frame Work - Raihan Sharif.]

আবু সাইদ আল খুদরী হইতে বর্ণিত আছে যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তির কাছে অতিরিক্ত ধনসম্পদ (প্রয়োজনের বেশী) আছে, তার উচিত ধনসম্পদ যাহার নাই তাহাকে দিয়ে দেওয়া, যে ব্যক্তির নিকট অতিরিক্ত খাদ্যদ্রব্য আছে তাঁর উচিত যার নাই তাহাকে দিয়ে দেওয়া ··· রসুলুল্লাহ (দঃ) এইভাবে বিভিন্ন ধন সম্পদের বর্ণনা দিলেন। ইহাতে আমাদের মনে হইল যে, "কাহারোই তাহার প্রয়োজনের অতিরিক্ত মালের উপর কোন অধিকার নাই"।

[দেখুন ইসলাম কা একতেসাদি নিজাম—মুহম্মদ হেফজুর রহমান।]

ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিরা আল্লার ভালবাসার জন্য জীবিকা থেকে (Substance) আত্মীয় স্বজন, এতিম, পথচারী ও দাসের মুক্তি সাধনের নিমিত্ত নির্বিশেষে (freely) ব্যয় করবে (৬ : ৬)—(?)

বিশ্বাসীরা (তথা মানব সম্প্রদায়) অনর্থক স্ফূর্তি বা অপচয় করে ধনসম্পদ নষ্ট করতে পারবে না (৪ : ২৯) কেননা অপরিমিত ব্যায়ীরা শয়তানেরই ভাই বেরাদর (১৭ : ২৯)। সমাজে এসব অনাচারী অমিতব্যয়ী ও অপব্যয়কারীরা (শয়তানের সহচর) তাদের বিলাস ভোগ-ঐশ্বর্য্য চরিতার্থ করবার জন্য আল্লার সম্পদ নিজেদের মধ্যে কুক্ষিগত করে রাখবার চেষ্টা করে। সমাজে সৃষ্টি করে অভাব অনটন। এই অপব্যয়কারীরা প্রাচুর্য্যের মধ্য থেকে তাদের ক্ষমতা ও বিলাসের খেয়ালখুসীর লিপ্সা মেটায়। অপরপক্ষে সমাজের অধিকাংশই দারিদ্রের নির্মম আঘাতে নিষ্পিষ্ট হয়। সমাজে সৃষ্টি হয় শ্রেণীভেদ। এক শ্রেণী ক্ষমতা, ঐশ্বর্য্য ও বিলাসের লোভে আরও বেশী পেতে চায় এবং সম্পদ কুক্ষিগত করে। আর এক শ্রেণী দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে মানসিক ঔদার্য্য ও জীবনের মহৎ গুণগুলি হারাতে বসে। মানুষের মনে গ্দাজাগ্রত অভাব অনটন তাকে আত্মকেন্দ্রিক করে তোলে, ব্যক্তি স্বার্থ সিদ্ধির জন্য মানুষ অন্যায় কাজ করতে দ্বিধাবোধ করে না। সমাজে আসে অধঃপতন। আল্লাহ বলেন,

The Devil threatens you with poverty and bids you to conduct unseeming'.

www.ahlehadeethbd.org

"শয়তান তোমাদের অন্তরে অভাবের আশঙ্কা জাগিয়ে দেয় এবং তোমাদিগকে কুৎসিৎ কাজের নির্দেশ দেয়। (২ঃ২৬৮)

কিন্তু আল্লাহ মানুষকে ক্ষমা ও অপর্য্যাপ্ত স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আল্লার করুণা ও দান সর্বপ্রসারী (২ঃ২৬৮) আল্লাহ তাঁর সমগ্র বান্দার জন্যই এই বিশ্ব জগতের সৌন্দর্য্য সম্ভার উদ্ঘাটিত করেছেন। পৃথিবীর উত্তম ও উপাদেয় বস্তু সমূহের উপভোগ থেকে আল্লার বান্দাদের বঞ্চিত করবার বা এগুলো মুষ্টিমেয়ের নিকট একচ্ছত্র হিসেবে রাখবার ক্ষমতা ও অধিকার কারুর নেই। (৭ঃ৩১ ও ৩২)

ইসলামী সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তিই তার "পূর্ণ ক্ষমতা ও সম্ভাবনার" বিকাশের পরিপূর্ণ সুযোগ পাবে, তার কর্মক্ষমতা ও শক্তির ব্যবহার করবার উপযুক্ত ক্ষেত্রও সে পাবে। তার শক্তি ও শ্রমের দ্বারা উপার্জিত আয় থেকে প্রয়োজনানুসারে সে তার প্রাপ্য অংশ গ্রহণ করবে। সমাজে থাকবে অপর্যাপ্ত স্বাচ্ছন্দ; অভাব অনটনের অভিশাপ সমাজ থেকে দূর হয়ে যাবে।

ব্যক্তি বনাম সমাজ-মালিকানা

পৃথিবী ও আকাশ সমূহে যে সম্পদ সম্ভার রয়েছে আল্লাহ হ'ল তার মালিক। ব্যক্তি হিসেবে "মানুষ" বা ব্যক্তির সমষ্টি হিসেবে "সমাজ" পৃথিবী ও আকাশ সমূহের সম্পদ-সম্ভারের মালিকানা দাবী করতে পারে না। আল্লাহ এই সম্পদ সম্ভার পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এই মানুষ হ'ল—যারা বর্তমানে পৃথিবীতে রয়েছে এবং যারা ভবিষ্যতে আসবে। এ দুনিয়ার মালিক বা বাদশা মানুষ হ'তে পারে না। যে তা' দাবী করবে, সে আল্লার প্রতিদ্বন্দ্বী এবং মুসলমানদের শত্রু। আল্লার প্রতিনিধি হিসেবে মানুষ আল্লার সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে এবং প্রয়োজনেই তা সমগ্র সমাজ তথা গোটা মানুষ জাতির মঙ্গলের জন্য কাজে লাগাবে। আল্লার সম্পদে প্রত্যেক লোকেরই শ্রম নিয়োগ ক'রে জীবিকা নির্বাহের অধিকার থাকবে। উপার্জিত আয় থেকে নিজের প্রয়োজন মত রেখে উদবৃত্ত অংশ আল্লার পথে তাকে ব্যয় করতে হবে। প্রত্যেক মানুষকে মেনে নিতে হবে পৃথিবী ও আকাশ সমূহের সম্পদ মানুষের কাছে আল্লার আমানত। নিজ স্বার্থ ও খামখেয়ালীর জন্য এই আমানত নষ্ট করবার অধিকার কোন মানুষের নেই। প্রত্যেক মানুষই আল্লার সম্পদে শ্রম নিয়োগ ক'রে উপার্জ্জন করবার এবং সুন্দর ও সার্থক ভাবে বাঁচবার অধিকার পাবে।

জীবন ধারণের জন্য জীবিকার্জ্জনের অধিকার বনাম সম্পত্তি অর্জ্জনের অধিকার

মানুষ আল্লার সৃষ্ট। আল্লাহ পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ মানুষের জন্যই সৃষ্টি করেছেন (২ঃ২৯) প্রত্যেক মানুষ ও জীবজন্তুর জীবন ধারণের সংস্থান এ পৃথিবীতে আল্লাহ করে দিয়েছেন [৬ঃ১৫১; ১১ঃ৬] পৃথিবীর ও আকাশ সমূহের যাবতীয় দ্রব্য সামগ্রী এবং ধন সম্পদ ভোগ ও ব্যবহার করবার সমান অধিকার প্রত্যেকের রয়েছে। আল্লার এই সম্পদে প্রত্যেক মানুষই শ্রম নিয়োগ ক'রে নিজের প্রয়োজন মেটাতে পারে। আল্লার সম্পদে শ্রম নিয়োগ ক'রে প্রয়োজন মত জীবিকার্জ্জনের অধিকার হ'ল মানুষের স্বাভাবিক বা জন্মগত অধিকার। এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করবার ক্ষমতা কোন মানুষ বা উৎপাদন-ব্যবস্থার নেই।

নিজের পরিবার পরিজনের আবশ্যকীয় অভাব সমূহ মেটানোর জন্য পরিশ্রম করা ও প্রয়োজনীয় জীবিকার্জ্জন করা প্রত্যেক মানুষের তথা মুসল-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মানের অবশ্য কর্তব্য। একজন লোক প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহ করতে পারে কিন্তু তার লক্ষ্য হতে হবে অতিরিক্ত সম্পদ জনগণের কল্যাণে নিয়োগ করা। বিলাস, জাঁকজমক বা ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্যে উপার্জ্জন করা ইসলামে নিষিদ্ধ। জীবনকে সার্থক সুন্দর ও স্বাচ্ছন্দময় ক'রে গড়ে তুলবার জন্য প্রত্যেক মানুষকেই আল্লার সম্পদে শ্রম নিয়োগ ক'রে প্রয়োজনীয় জীবিকার্জ্জনের অধিকার ইসলাম দিয়েছে। (৭ : ৩২ ; ২ : ২৬৮) নিছক প্রতিপত্তি. ক্ষমতা অর্জ্জনের জন্য ও ব্যক্তি ইচ্ছা চরিতার্থ করার জন্য সম্পদ সংগ্রহের অধিকার ইসলামে নাই।

আল্লার সম্পদের তত্বাবধানের ভার কে নেবে ? ব্যক্তি, না সমাজ, না প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ?

"To Him belongs what is
In the Heavans and on earth
And all between them
And all beneath the soil
(XX : 6)

"পৃথিবীতেও আকাশ সমূহে এবং উভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে, এবং ভূ-স্তরের নীচে যা কিছু ধন সম্পদ রয়েছে সব আল্লার—"

আল্লাহ অভাব শূন্য, তাঁর সম্পদের কোন প্রয়োজন নেই। আল্লাহ এই সম্পদ সমূহ সকল মানুষের জন্যই সৃষ্টি করেছেন, আমরা পূর্বেই বলেছি যে, আল্লার এই সম্পদ থেকে প্রয়োজনীয় জীবিকার্জ্জনের অধিকার রয়েছে। এখন প্রশ্ন হ'ল আল্লার এই সম্পদ সমূহের তত্বাবধান ব্যক্তির হাতে থাকবে, না ব্যক্তির সমষ্টি—সমাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের উপর ?

আল্লার সম্পদের কর্তৃত্বভার এমন এক সংস্থা বা জনসঙ্ঘের উপর থাকবে যা সমাজের প্রত্যেকের জীবিকার্জ্জনের পথ নিশ্চিত করে দিয়ে সুন্দর সুস্থ সমাজ স্থাপনের সহায়তা করবে। বিশ্ব প্রকৃতির সৌন্দর্য্য সম্ভার ও উপাদেয় বস্তুসমূহ যাতে ক'রে আল্লার প্রত্যেক বান্দা উপভোগ করতে পারে—তার উপায় করে দিতে হবে। প্রত্যেক মানুষের দৈহিক ও মানসিক গুণাবলীর ও শক্তি সমূহের বিকাশ সাধনে সহায়তা ক'রে তাকে আল্লার একজন উপযুক্ত বান্দা হিসেবে বাঁচবার পথ সুগম করে দিতে হবে। এই মহান ও বিরাট দায়িত্ব ভার গ্রহণ ব্যক্তির (Individuals) পক্ষে সম্ভবপর নয়, ব্যক্তির উপর আল্লার সম্পদের কর্তৃত্ব ভার ছেড়ে দেওয়া কোন মতেই চলে না। একক হিসেবে ব্যক্তি-মানুষ দুর্বল। কৃপ্রবৃত্তির প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে তার দ্বারা সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টির সম্ভাবনা যথেষ্ট। আল্লাহ বলেছেন,

Say if you control the treasures of the mercy of my Lord, then you would withhold (them) from fear of spending and man is niggardly (17 : 100)

"বলিয়া দাও আমার প্রভুর রহমতের ভাণ্ডারগুলির অধিকারী যদি তোমরা হইতে, তবে তোমরা হাত গুটিয়ে নিতে ফুরিয়ে যাওয়ার ভয়ে, বস্তুতঃ মানুষ হচ্ছে কৃপণ-স্বভাব।

মানুষ স্বভাবতই কৃপণ। মানুষ বেশীর ভাগই অনুমান ও কল্পনা দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে, বিপথে পরিচালিত হওয়ার প্রবণতাই তাদের বেশী :

And if thou obey most of those in the earth, they lead thee astray from God's way ; they follow but conjecture and they only lie (6:117)

আর তুমি যদি দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের কথামত চলতে থাক, তবে তারা তোমাকে আল্লার পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। তারা তো কেবল মাত্র অনুমানের অনুসরণ করে থাকে। আর তারা তো কেবলমাত্র কল্পনা কল্পনাই করে থাকে। (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

www.ahlehadeethbd.org

শস্যের যাকাত বা উশর সংক্রান্ত মাসায়েল

॥ (মাওলানা হাফেয) মোহাম্মদ ইসহাক ॥

যমীনের উৎপন্ন শস্য হইতে যে অংশ যাকাত হিসাবে দেওয়া হয় উহাকে উশর বলা হয়। উশর অর্থ এক দশমাংশ বা দশ ভাগের এক ভাগ। কোন কোন অবস্থায় যমীনের উৎপন্ন দ্রব্যের একদশমাংশ আদায় অবশ্য কর্তব্য হইয়া দাঁড়ায় বলিয়া উহার উশর নামকরণ করা হইয়াছে।

যে শস্যক্ষেত্র বা বাগান বৃষ্টি, কূপ অথবা নদীর পানিতে উর্বর হয় এবং উহাতে উৎপাদনের জন্য কোন যন্ত্র বা মেশিন দ্বারা পানি সিঞ্চনের প্রয়োজন হয় না কিংবা শস্যের যমীন এমন স্থানে অবস্থিত যে, উহার নিকট পানি থাকায় শস্য বা বৃক্ষ নিজ নিজ শিকড়ের সাহায্যে পানি চুষিয়া লইয়া উর্বরতা শক্তি লাভ করে তাহা হইলে এইরূপ শস্যক্ষেত্র ও বাগানের উৎপন্ন দ্রব্যে উশর বা দশমাংশ আদায় কর্তব্য ; পক্ষান্তরে যে শস্যক্ষেত্র বা বাগান উৎপাদনযোগ্য করিতে কোন মেশিন বা যন্ত্রের সাহায্যে পানি সিঞ্চনের প্রয়োজন হয় উহাতে অর্ধ দশমাংশ বা বিশ ভাগের একভাগ শস্য-যাকাত আদায় করা কর্তব্য। হাদীস শরীফের আলোকে উহার প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উমর নবী সঃ হইতে বর্ণনা করেন ঃ

فيما سقت السماء والعيون او كان عشريا العشر وماسقى بالنضح نصف العشر ٠

রসূলুল্লাহ সঃ বলেন, যে শস্যক্ষেত্র বৃষ্টি ও কূপ দ্বারা পানি-সিক্ত হয় উহা হইতে উৎপাদনের দশমাংশ দেওয়া কর্তব্য, আর যাহা পানি সিঞ্চন করিয়া সিক্ত করা হয় উহাতে অর্ধেক উশর (বিশ ভাগের এক ভাগ) দেওয়া কর্তব্য।—বুখারী।

উভয় অবস্থাতেই কৃষকের শ্রমের দিকে লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। প্রথম বর্ণিত অবস্থায় শ্রম অপেক্ষাকৃত অল্প হওয়ায় যাকাতের হারও অপেক্ষাকৃত অধিক অর্থাৎ এক দশমাংশ। শেষোক্ত অবস্থায় পরিশ্রম অধিক, অথবা পানি দাম দিয়া ক্রয় করা হয় ; যথা, নদীর এলাকায় সেচ কর আদায় করা হয় ; অথবা পানি লাভ করিতে ব্যয় বাড়িয়া যায়—বিদ্যুৎ অথবা ইঞ্জিনের সাহায্যে চালিত নলকূপে যেরূপ হইয়া থাকে, এরূপ অবস্থায় যাকাতের হার অপেক্ষাকৃত অল্প। উহাকে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এক দশমাংশ হইতে কমাইয়া বিশ ভাগের এক ভাগ করা হইয়াছে। কোন যমীন বা বাগান পানিসিক্ত করিতে যদি উভয়বিধ উপায় কার্যকরী হয় যথা কখনও বৃষ্টি হইল, আবার কখনও যন্ত্রাদির দ্বারা পানি সিঞ্চন করা হইল, এরূপ অবস্থায় উহাতে এক দশমাংশের ৪-এর তিন ভাগ প্রদত্ত হইবে। যথা স্বাভাবিক বর্ষণে ফলিত ফসলে দুইমন যাকাত প্রদত্ত হইলে উক্ত অবস্থায় দেড়মন দিতে হইবে। যদি বেশীর ভাগ বৃষ্টি হয় কিন্তু দু-একবার পাম্প দ্বারাও পানি সিঞ্চিত হয় তবে এমতাবস্থায় আধিক্যের উপর হুকুম হইবে। প্রথম অবস্থায় উশর এবং শেষোক্ত অবস্থায় উশরের অর্ধেক দেওয়া কর্তব্য।

ইমাম আহমদ, ইমাম সুফ্‌য়ান সওরী, ইমাম 'আতা এবং ইমাম আবু হানীফা রহঃরও ইহাই অভিমত। ইমাম শাফেয়ী রহঃর এক অভিমতও অনুরূপ। ইমাম ইবনে কুদামা লিখিয়াছেন, এই মসলায় তাঁহাদের বিরুদ্ধ অভিমত পোষণকারী কেহই নাই। [১] আল্লামা যুরকানীও উহার সহিত ঐক্যমত নকল করিয়াছেন [২]

ফসলের নেসাব

যমীনের উৎপন্ন ফসল হইতে উশর প্রদানের 'নেসাব' শরীঅত নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে। উহার অনুসরণ অপরিহার্য। শস্য যদি ঐ নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত উৎপন্ন হয় তবেই উশর ওয়াজেব হইবে। নতুবা হইবে না। হযরত আবু সাঈদ খুদরী এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সঃ) হইতে হাদীস রেওয়ায়ত করিয়াছেন। আল্লার রসূল বলিয়াছেন,

لا يحل فى البر والتمر زكوة حتى يبلغ خمسة اوسق ۔

"গম ও খেজুর পাঁচ ওসক (প্রায় ২০/মণ) পরিমাণ না হইলে উহাতে যাকাত বা উশর আদায় করা আবশ্যক নহে।" [৩]

কোন কোন লোক কোরআনের আয়ত [৪] ও প্রথমোক্ত হাদীসের ব্যাপকতার আশ্রয় লইয়া প্রমাণ করিতে গিয়া বলেন যে, যমীনের উৎপন্ন দ্রব্যে উশর ফরয হওয়ার জন্য কোন নেসাব নাই; বরং অল্পই হউক অথবা অধিকই হউক উহাতে উশর কিংবা উশরের অর্ধেক দিতে হইবে। যথা, যমীনে দশ সের গম উৎপন্ন হইলে উহা হইতেও এক সের অথবা অর্ধ সের প্রদত্ত হইবে। ইমাম আবূ হানীফা রহঃ এবং অপর কয়েকজন বিদ্বান ছাড়া এই অভিমত আর কেহই গ্রহণ করেন নাই। সাধারণতঃ বিদ্বানগণ সকলে উপরোক্ত অভিমতের বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন এবং ইহাই বিশুদ্ধ ও সঠিক। কারণ, কোরআনের আয়াত এবং প্রথমোক্ত হাদীসের 'আম হুকুমকে পাঁচ ওসকের বর্ণনা সম্বলিত পরবর্তী হাদীস খাস করিয়া দিয়াছে। এই দুইটি হাদীস পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করার পর মুহাদ্দিস কুল-শিরোমণি হযরত ইমাম বুখারী রহঃ যে মন্তব্য করিয়াছেন, উহার মর্ম নিম্নরূপ ঃ

"আবূ সাঈদ খুদরী রাঃর বর্ণিত হাদীসটি ইবনে 'উমর রাঃর বর্ণিত হাদীসের তফসীর। [৫]

[১] মিরআতুল মাফাতিহ, (৩)—৬২ পৃঃ

[২] যুরকানী : শরহে মু'আত্তা (২)—৩৫৮ পৃঃ

[৩] নাসায়ী তা'লীকাত সহ (১) ২৮১ পৃঃ ও বুখারী আসাহ্‌হুল মাতাবে' (১) ২০১ পৃঃ

[৪] ومما اخرجنا لكم من الارض الاية

[৫] বুখারী আসাহ্‌হুল মাতাবে' (১) ২০১ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যে সকল দ্রব্যের উশর দিতে হইবে:

যে সকল উৎপন্ন দ্রব্যে উশর আদায় করা আবশ্যক সংক্ষেপে উহার মোটামোটি তালিকা ও আহ্কাম একের পর এক নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) বাগান সমূহ হইতে লভ্য ফল:

রসূলুল্লাহ্ সঃ এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে শুধুমাত্র খেজুর ও আঙ্গুরের উশর গ্রহণ করার উল্লেখ হাদীসে পাওয়া যায়। উহা ছাড়া কোন ফল হইতে উশর গ্রহণ করা হয় নাই। ইমাম মালেক উক্ত দ্বিবিধ ফলের আহ্কাম বর্ণনা করার পর বলেন,

"খেজুর ও আঙ্গুর ছাড়া কোন ফলের মধ্যে উশর ওয়াজিব না হওয়ার ব্যাপারে আমাদের মধ্যে কোন মত বিরোধ নাই। বিদ্বানগণের নিকট হইতে আমি অনুরূপই শ্রবণ করিয়াছি।" [৬]

উক্ত দ্বিবিধ ফলের উশরের নিয়ম হইতেছে ফল পাকার নিকটবর্তী সময়ে বিচক্ষণ কর্মচারী বাগানে ঘুরিয়া ফিরিয়া সকলগুলি ফল পর্যবেক্ষণ করিবেন এবং বাগানে কত মণ তাজা ও রসাল ফল হইতে পারে আর শুষ্ক হওয়ার পর উহার পরিমাণ কত হইবে তাহা আন্দাজ করিবেন। যথা, একটি বাগানে ১৫০ মণ রসাল ফল হইবে বলিয়া আন্দাজ করা হইল এবং শুষ্ক হওয়ার পর উহা ১০০ মণ হইবে বলিয়া অনুমান করা হইল। এই ক্ষেত্রে এক দশমাংশ হিসাবে একশত মণে দশ মণ অথবা উশরের অর্ধেক হিসাবে পাঁচ মণ দিতে হইবে। এই পরিমাণ তিনি খাতায় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন। অতঃপর ফল কর্তন করার পর শুষ্ক হইলে পুনরায় তথায় গমন করিয়া তিনি উশর অথবা উশরের অর্ধেক আদায় করিবেন।

শুষ্ক খেজুর অথবা মোনাক্কা উশররূপে গৃহীত হইবে—তাজা ফল লওয়া হইবে না। এ সম্পর্কিত হাদীসের তর্জমা নিম্নরূপ:

"ইনাব বিন উসাইদ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ নির্দেশ দিয়াছেন যে, খেজুরের মতই আঙ্গুরেরও পরিমাপ করা হইবে এবং মুনাক্কারূপে উহার উশর আদায় করা হইবে; যেরূপ শুষ্ক খেজুর দ্বারা খেজুরের উশর আদায় করা হয়।" [৭]

খেজুর ও আঙ্গুর পরিমাপ করা হইয়া গেলে পরে বাগানের মালিক আযাদ হইলেন—এখন তিনি ফল তাজা তাজা বিক্রিও করিতে পারেন, নিজেও খাইতে পারেন অথবা বন্ধু বান্ধবদিগকে তোহফারূপেও দিতে পারেন।

উশরের মাল পরিমাপ করার কৌশল

উভয়পক্ষের (মালদার ও হকদার) প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পরিমাপের এই রীতিটি জারী করা হইয়াছে। কারণ, এই ফল শুষ্ক ও রসাল উভয় অবস্থায়ই খাওয়া যায়। সুতরাং যদি পরিমাপের পূর্বে উহা ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হইত তাহা হইলে হকদারদের ক্ষতির কারণ ছিল। অপর পক্ষে উশর আদায় করার পূর্বে উহার ব্যবহার হইতে মালিকদিগকে বারিত রাখা হইলে তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইতেন এবং বিপদে নিপতিত হইতেন। এই রীতিতে মালিকের খেয়ানতের সম্ভাবনা থাকে না। তাহার উপর হকদারদের হক সুনির্দিষ্ট হইয়া যায়। তহসীলদার যথাসময়ে আসিয়া আদায় করিয়া লইবেন।

[৬] মুওয়াত্তা যুরকানী সহ ৩৬৯ পৃঃ

[৭] আউন সহ আবু দাউদ (২) ২৪ পৃঃ

www.ahlehadeethbd.org

এই প্রসঙ্গে শরীঅতের তরফ হইতে একদিক দিয়া মালদারদের পক্ষপাতিত্বও করা হইয়াছে। হাদীসে নিম্নরূপভাবে উহার উল্লেখ রহিয়াছে। রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন :

"যখন কোন বাগানের পরিমাপ কর তখন (সম্ভাব্য) ফলের এক তৃতীয়াংশ বাদ দাও আর এক তৃতীয়াংশ না হইলে অন্ততঃ এক চতুর্থাংশ বাদ দিয়া রাখ। [৮]

ইহার তাৎপর্য দ্বিবিধ। (১) আসল পরিমাপেই এক তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশ বাদ দাও কিংবা (২) উশর আদায় করার সময় সেই পরিমাণ বাদ দাও। যেমন, কোন বাগানের শুষ্ক ফলের পরিমাণ একশত মণ। কাজেই উহা হইতে ৩৩/ মণ অথবা ২৫/ মণ বাদ দিতে হইবে কিংবা উশরের দশ মণ হইতে সোয়া তিন মণ অথবা আড়াই মণ বাদ দিতে হইবে। কেননা বাগানের মালিককে নিজ হইতেও গরীব, মিসকীন ও শ্রমজীবিদের সহিতও সহানুভূতি সুলভ ব্যবহার করিতে হয়। অধিকন্তু বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের হকও আদায় করিতে হয়।

যে সকল বস্তুর মূল্য দ্বারা যাকাত দেয়

উক্ত দ্বিবিধ ফল ব্যতীত অন্যান্য মওসুমী ফলে উশর দিতে হয় না। মালিক উহা বিক্রয় করিয়া সেই অর্থে বৎসরে যাহা মোনাফা করিবেন উহার যাকাত আদায় করিবেন। (যথা আমাদের দেশে আম, কাঠাল, লিচু প্রভৃতি মওসুমী ফল।)

গম, ধান, ছোলা প্রভৃতির উশর

(২) গম, ধান, ছোলা প্রভৃতি মানুষের খাদ্যোপযোগী শস্য নেসাব পরিমাণ হইলে উপরোক্ত বর্ণনা মুতাবিক উশর ওয়াজিব হইবে। যদি নেসাব পরিমাণ না হয় তবে উশর দিতে হইবে না। ইমাম মালিকের মতে খোসাযুক্ত যব এবং খোসাবিহীন গম স্বতন্ত্রভাবে নেসাব পরিমাণ না হইলেও সর্বসমেত যদি নেসাব পরিমাণ হয় তাহা হইলে উশর ওয়াজিব হইবে। (ধান আমাদের দেশের প্রধান ফসল, উহার নেসাবের পরিমান প্রায় ২০ মণ। ধান উৎপাদন কারীগণের এই পরিমাণ ধান উৎপন্ন হইলে অবস্থানুসারে এক দশমাংশ অথবা এক বিশাংস অবশ্যই হকদারগণকে দিতে হইবে।)

[৩] সর্বপ্রকার ডাল—ছোলা, মাষ, মুগ, মসুর, মটর প্রভৃতির উশর সম্পর্কে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। ইমাম মালেকের মতে ডাল জাতীয় শস্যগুলি প্রত্যেকটি স্বতন্ত্রভাবেই হউক অথবা সবগুলির সমন্বয়েই হউক উভয় অবস্থাতেই উশর আদায় করিতে হইবে। অপর পক্ষে ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আবূহানীফা এবং অন্যান্য ইমামগণের মতে উহার মধ্যে যে শস্যটি নেসাব পরিমাণ হইবে উহার উশর দিতে হইবে আর যাহা নেসাব পরিমাণ হইবে না তাহার উশর দেওয়া আবশ্যক নহে। শেষোক্ত অভিমতটিকেই অগ্রাধিকার দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

[৪] গুড়, চিনি প্রভৃতি স্বতন্ত্রভাবেই হউক অথবা সর্বসমেতই হউক উভয় অবস্থাতেই উহা নেসাব পরিমাণ হইলে উশর দিতে হইবে; কেননা এই সকল বস্তুর মূল উপকরণ অভিন্ন।

[৫] তৈলের বীজ—সরিষা, তিল, তিসি, যাইতুন প্রভৃতি নেসাব পরিমাণ হইলে উহার তৈল বাহির করার পর উশর আদায় করা বাঞ্ছনীয় বলিয়া ইমাম মালেক মন্তব্য করিয়াছেন।

তর্জমা—মোহাম্মদ আবদুছ ছামাদ
আল-ইত্তিসাম, ১৭। ১২। ৬৫ ইং সংখ্যা।

[৮] আউন সহ আবূ দাউদ (২) ২৪ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

পুস্তক পরিচিতি

সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ

প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা ৬৫—১২৮ পৃঃ। সঙ্কলক আবুল কাসিম মুহাম্মদ আদমুদ্দীন এম, এ, সহকারী সম্পাদক, বাংলা ইসলামী বিশ্বকোষ, বাঙলা একাডেমী, ঢাকা ; সাবেক নিযাম অধ্যাপক, বিশ্বভারতী, শান্তি নিকেতন, বীরভূম ; ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ, ইসলামিক ইন্টারমেডিয়েট কলেজ, নওগাঁ, রাজশাহী। মূল্য তিন টাকা।

পূর্ববর্তী সংখ্যার ন্যায় ইহাতেও রহিয়াছে সাধারণ জ্ঞানের কথা, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি আবিষ্কার সমূহ, ইসলামী শাস্ত্র ও বিধান সমূহের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা, মুসলিম মনীষিগণের জীবনী, বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক, কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, রাজনীতিক, আবিষ্কারক, ধর্মীয় নেতা ও ঐতিহাসিক ব্যক্তিগণের জীবনী এবং অন্যান্য জরুরী বিষয় সমূহ।

আলোচ্য সংখ্যায় সংক্ষিপ্ত আকারে মোট ১৭৩টি প্রবন্ধ রহিয়াছে। নমুনা স্বরূপ জীবনীমূলক কয়েকটি প্রবন্ধ নিম্নে হুবহু উধৃত হইল ;

আবদুর রহমান, মাওলানা, মুবারকপুরী
(ইন্তিকাল ১৩৫৩/১৯৩৫)

বিখ্যাত আহলে হাদীস আলেম ও বিশিষ্ট হাদীস শাস্ত্রবিদ। ভারতের উত্তর প্রদেশের আযমগড় জিলার মোবারকপুরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মাওলানা হাফিয আবদুর রহীম। ইনি প্রাথমিক শিক্ষা মওলবী খোদাবখশ আযমগড়ী ও মাওলানা হাজী মুহাম্মদ সলীমের নিকট লাভ করেন। অতঃপর মওলবী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ মোআবীর নিকট উচ্চতর শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর প্রসিদ্ধ আহলে হাদীস আলেম হাফিয আবদুল্লাহ গাযীপুরীর নিকট হাদীস, তফসীর, ফিকহ ও অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তারপর দিল্লীর মাওলানা সাইয়িদ নযীর হুসায়ন মুহাদ্দিস (মিয়া সাহেব), শায়খ হুসায়ন 'আরব ইয়ামানী ও মুহাম্মদ মছালীশহরীর নিকট হইতে হাদীসের সনদ লাভ করেন। শিক্ষা সমাপ্তির পর জন্মস্থান মুবারকপুরেই শিক্ষাকার্যে ব্রতী হন। ইহার পর আরার মাদ্‌রাসা আহমদীয়া, বলরামপুর মাদ্‌রাসা, গোণ্ড মাদ্‌রাসা, কলিকাতার কলুটোলা মাদ্‌রাসা ও দিল্লীর মিয়া সাহেবের মাদ্‌রাসায় অধ্যাপনা করেন। বর্ধমানের মাওলানা নি'মাতুল্লাহ, শায়খ তকীউদ্দিন আলহিলালী আল মাররাকশী ইহার ছাত্রগণের মধ্যে অন্যতম।

সুনানে আবি দাউদের শরহ আওনুল মা'বূদের রচনা কার্যে উহার গ্রন্থকার মাওলানা শামসুল হক দিয়ানবীকেও তিনি সাহায্য করেন। এই কার্য্যের জন্য যে সংঘ ছিল তাহাতে কাযী ইউসুফ হুসায়ন খানপুরী হাযারাবী, মওলবী মুহাম্মদ শাহজাহানপুরী প্রমুখ প্রসিদ্ধ আলেমও ছিলেন। কিন্তু মূল গ্রন্থকার মাওলানা আবদুর রহমানের উপরই অধিক নির্ভর করিতেন।

মাওলানা শওকত নিমাবী হানাফী তকলীদী মাস'আলাগুলির সমর্থনে 'বলুগুল মারাম' গ্রন্থের অনুকরণে 'আসারুসসুনান' নামে একখানি হাদীস সংগ্রহ সংকলন করেন। ইহাতে বাছিয়া বাছিয়া হানাফী মযহাবের মসলাগুলির সমর্থনসূচক হাদীস বিনা-বিচারে সংগ্রহ করিয়া দেওয়া হয়।

www.ahlehadeethbd.org

মাওলানা আবদুর রহমান মুবারকপুরী এই গ্রন্থে সংগৃহীত হাদীসগুলির প্রত্যেকটির বিশ্বস্ততা, দুর্বলতা প্রভৃতি, সনদের আলোচনা সহ, বর্ণনা করিয়া 'আবকারুল মিনান ফী তানকীদে আসারিস্ সুনান' নামে এক বিরাট গ্রন্থ রচনা করেন।

তাঁহার সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ কীর্তি তাঁহার 'তুহফাতুল্ আহয়াজী ফী শরহে জামিয়ুত তিরমিজি' নামে জামেউৎ তিরমিজির বিস্তারিত শরহ। ইহা সুনানে আবি দাউদের শরহ আউনুল মা'বূদের ন্যায় বিরাট চারি খণ্ডে সমাপ্ত। চারি খণ্ডই ছাপা হইয়াছে। তিনি ফাতাওয়া নাযীরিয়া' নামে মাওলানা সাইয়্যিদ নযীর হুসায়নের ফতওয়াগুলিও বর্তমান আকারে সম্পাদনা করিয়া প্রকাশ করেন।

এতদ্ব্যতীত তিনি বিভিন্ন বিষয়ে আরও ১২ খানি পুস্তক উর্দুতে প্রণয়ন করেন।

আবদুর রহীম মুন্সী, শায়খ

[১৮৫৯—১৯২১] ইহার পিতার নাম শায়খ গোলাম ইয়াহইয়া। ইনি ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ২৪ পরগনা জিলার বশিরহাট মহকুমার অন্তর্গত মোহাম্মদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ও টাকীর জমিদার তৎকালীন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট রাধামাধব বসুর গৃহে লালিত পালিত হন। শায়খ আবদুর রহীম ব্যাল্যে 'টাক-মধ্য বাঙলা স্কুলে' শিক্ষালাভ করিয়া কলিকাতা সিটি স্কুলে অধ্যয়ন করেন। বসন্ত রোগে আক্রান্ত হওয়ায় তিনি এণ্ট্র্যান্স পরীক্ষা দিতে পারেন নাই। তিনি আজীবন সাহিত্য সাধনা করেন এবং বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির সহ-সভাপতি ছিলেন। ইনি নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি রচনা ও নিম্নলিখিত পত্রিকাগুলি সম্পাদনা করেন। ১৯৩১ খৃঃ তিনি ইন্তিকাল করেন।

১। হযরত মুহাম্মদের জীবন চরিত ও ধর্মনীতি, [১২৯৪ | ১৮৮৭] ২। মওলবী মুহাম্মদ সেরাজুদ্দীন, মওলবী রিয়াযুদ্দীন আহমদ ও মওলবী রিয়াযুদ্দীন আহমদ মাশহাদী সহযোগে "এছলাম তত্ত্ব" ১ম খণ্ড, ১২৯৫, ২য় খণ্ড, ১২৯৬। ৩। ধর্মযুদ্ধ বা জিহাদ [১৮৯০], ৪। ইসলাম [১৮৯৬]. ৫। নামায তত্ত্ব [১৮৯৮], ৬। হজ্জবিধি [১৯০৩] ৭। ইসলাম ইতিবৃত্ত, ২য় খণ্ড, খোলাফায়ে রাশেদীন হইতে শুরু, [১৯১০] ৮। নামায শিক্ষা, [১৯১৭], ৯। ইসলাম নীতি, ২য় ভাগ [১৯২৫, ১৯২৭]. ১০। কুরআন ও হাদীসের নির্দেশাবলী [১৯২৬], ১১। রোযা তত্ত্ব [১৯২৮], ১২। খোৎবা [১৯৩২], ১৩। Washington Arving ও Al-hambra উপন্যাস গ্রন্থের Al hambra ও Pilgrim of Love অংশদ্বয়ের ভাবানুবাদ—'আলহামরা ও প্রণয়যাত্রী [১৯২০]।

পত্রিকা: ১। সুধাকর [সাপ্তাহিক] ১৮৮৯, ২। মিহির [মাসিক] ১৮৯২ একবৎসর চলে, ৩। মিহির ও সুধাকর [সাপ্তাহিক], সম্পাদক, ১৮৯৮—১৯০৪, ৪। ফয [মাসিক] ১৮৯৭, ৫। মোসলেম হিতৈষী [সাপ্তাহিক] ১৯১০—১৯১৪, ৬। মোসলেম প্রতিভা [মাসিক], ৭। ইসলাম দর্পণ [মাসিক]

আবদুল আযীয ইবনে সউদ

[১৮৮০—১৯৫৩] ইনি আবদুল আযীয ইবনে আবদির রহমান ইবনে ফয়সল। ইবনে স'উদ নজ্‌দের রাজধানী রিয়াযে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা আবদুর রহমান [মৃত্যু

Contents

১৯২৮ নজদের সুলতান আমির ফয়সলের চারি পুত্রের মধ্যে চতুর্থ ছিলেন। ফয়সলের মৃত্যুর পর মধ্য আরবে ভীষণ গোলযোগ শুরু হয়। ইঁহার দুই পুত্র সিংহাসন লইয়া বিবাদ করিতে থাকেন, ১৮৭৫ এ তুরস্ক হাসা অধিকার করে। অন্যদিকে ইবন রশীদ বংশীয় বিরোধী রাজা ক্রমশ দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। অবশেষে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে আমীর মোহাম্মদ রিয়ায অধিকার করিয়া ওয়াহ্হাবী রাজত্বের অবসান ঘটান। আবদুর রহমান পরিবার সহ দেশ ত্যাগ করেন। কিছুকাল বাহরানে অবস্থান করার পর তিনি কুয়াইতে গমন করেন ও শায়খ মোবারক ইবনে সাওয়াহের আশ্রয়ে বাস করিতে থাকেন।

১৯০০ খৃষ্টাব্দে আবদুর রহমান স্মৃতি রাজ্য উদ্ধার করিতে গিয়া বিফল মনোরথ হন। ইহাতে তিনি পুত্র আবদুল আযীযের সপক্ষে নযদের শাসনকর্তার পদ ত্যাগ করেন। আবদুল আযীয ১৯০১ খৃঃ এ মাত্র ২০০ শত সৈন্য লইয়া মরুভূমিতে অভিযান করেন। রিয়াযের নিকট আসিয়া তিনি ১৫ জন সাহসী অনুচর বাছিয়া ল'ন এবং নিশাযোগে রিয়াযে প্রবেশ করিয়া উহা অধিকার করেন। এখানেই তিনি নযদের সুলতানরূপে ঘোষিত হন।

ইহার পর ইবনে স'উদ পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলি দখল করিতে ও তুরস্কের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে থাকেন। ১৯০৪ খৃঃ বুকাইরের যুদ্ধে ইবনে স'উদের বিজয় লাভের পর ১৯০৬ খৃঃ ইবনে রশীদের মৃত্যু হয়। ফলে ইবনে স'উদ নির্বিঘ্নে তাহার পূর্ব পুরুষের রাজ্যের একচ্ছত্র-অধিপতি হইলেন। এই সময়ে তিনি আরবে খাঁটী ইসলামের প্রবর্তন ও ইখওয়ান পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিতে শুরু করেন। ইহার ফলে আরবের চিরাচরিত গোত্রগত কলহ দূরীভূত হইয়া পূর্ণ ইসলামী ভ্রাতৃত্ব স্থাপিত হয়। বেদুইনগণকে স্থায়ী বাসিন্দায় পরিণত করিয়া আরবকে শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করার পরিকল্পনাও তিনি এখন হইতেই কার্য্যকরী করিতে শুরু করেন। আলআর্তাবিয়ার দশ হাজার যাযাবর অধিবাসীর বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দেন। পনর বৎসরের মধ্যে আরবের বিভিন্ন স্থানে এরূপ শত শত স্থায়ী লোকালয়ের পত্তন হয়। তিনি দেশে শরীয়ত আইন প্রবর্তন করেন। প্রত্যেকটি লোকালয়ে স্থায়ী সেনাদল রাখার ব্যবস্থা করা হয়। ফলে দেশে কৃষ্টি ও শিল্পের প্রসার হয়।

১৯১৩ এ ইবনে স'উদ হাসা পুনরধিকার করেন। ১৯১৫ এর জানুয়ারীতে জাররারের যুদ্ধে তিনি তুরস্কের বিরুদ্ধাচরণ করেন। ঐ বৎসর ডিসেম্বর মাসে ব্রিটেনের সহিত বন্ধুত্বসূচক সন্ধিতে আবদ্ধ হন।

১৯১৯ এ ব্রিটিশ সরকারের উসকানীতে হেজাযের শরীফ হুসায়ন খুরমা মরুদ্যান আক্রমণের চেষ্টা করিলে তুরবায় ইবনে স'উদের সেনাদল অতর্কিতে তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া নির্মূল করিয়া দেয়। ইবনে স'উদ ১৯২০ এ আসীর এবং পর বৎসর আগষ্ট মাসে হাইল অধিকার করেন। এই সময় দক্ষিণে বীশা ও উত্তরে খয়বর ও তাইমা অধিকৃত হয়। ১৯২২ এ জওফ তাঁহার রাজ্যভুক্ত হয়।

১৯২৪ এ ইবনে স'উদ তায়েফ অধিকার করিয়া হেজায আক্রমণ করেন। শরীফ হুসায়ন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আলীর সপক্ষে পদত্যাগ করিতে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বাধ্য হন। আলী মক্কা ত্যাগ করেন। নভেম্বর মাসে শান্তিপূর্ণ ভাবে মক্কা অধিকৃত হয়। অতঃপর চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকাগুলি ব্যতীত সমগ্র হেজায ওয়াহহাবী সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। ইবনে স'উদ সর্বপ্রথম ১৯২৪ খৃঃ এর ডিসেম্বর মাসে মক্কাতে প্রবেশ করেন। শুধু মদীনা ও জিদ্দা হাশিমী শরীফ আলীর অধীনে রহিল। কিন্তু এই দুইটী শহরও বিশৃঙ্খলভাবে অবরোধ করা হয়। ১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে মদীনা ও ইহার পক্ষকাল পর জিদ্দা আত্মসমর্পণ করে। ১৯২৬ এর ৮ই জানুয়ারী মক্কায় ইবনে স'উদ হিজাযের সুলতান ঘোষিত হন। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে সাম্রাজ্যের নামকরণ করা হয়, "সউদী আরব সাম্রাজ্য।"

১৯৫০এ ইবনে স'উদের সিংহাসনারোহণের উৎসব পালিত হয়। তিনি ৯ই নভেম্বর ১৯৫৩ সালে মক্কার নিকট ইন্তিকাল করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র স'উদ ইবনু আব্দিল আযীয আস-স'উদ (জন্ম ১৯০৫) সুলতান ঘোষিত হন। ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে ২রা নভেম্বর স'উদ সিংহাসন ত্যাগ করেন ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ফয়সল ইবনু আব্দিল আযীয সুলতান হন।

আবদুল আযীয, শাহ (১৭৪৬—১৮২৪)

ইনি দিল্লীর প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস শাহ ওলীউল্লাহর জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। ১১৫৯/১৭৪৬ খৃঃ দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যশিক্ষা সমাপ্তির পর পিতার নিকটই হাদীস, তফসীর, ফিকহ, উসূল প্রভৃতি বিদ্যা শিক্ষা করেন। ১৫ বৎসর বয়সেই শাহ ওলীউল্লাহ (রঃ) এর ইন্তিকাল (১১৭৬ | ১৭৬২) হইলে তিনি তাঁহার পিতামহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাই রহীমিয়ায় শিক্ষাদান কার্যে নিয়োজিত হন। আজীবন শিক্ষাদান, গ্রন্থ রচনা, ফতোয়া প্রদান ও ওয়ায (বক্তৃতা) প্রদান কার্যে রত থাকেন। ইনি ১২৩৯/১৮২৪ খৃঃএ মাত্র তিন কন্যা রাখিয়া ইন্তিকাল করেন।

শাহ আবদুল আযীয হাদীসের উপর আমল করিতেন। তিনি স্বয়ং একজন মুজতাহিদ ইমাম ছিলেন। ইমামের পশ্চাতে তিনি কিরাআত পড়া ফরয বলিয়া স্বীকার করিতেন ও তদনুসারে আমল করিতেন। তিনি নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি রচনা করেন:

১। ফৎহুল আযীয, একখানি ফারসী সংক্ষিপ্ত তফসীর। ইহার দুই খণ্ড মাত্র সমাপ্ত। ১ম খণ্ডে সুরা ফাতেহা হইতে সাইয়াকুল পারার প্রথম চতুর্থাংশ, দ্বিতীয় খণ্ডে পারা তাবারাকাল্লাযী ও ত্রিংশ পারার তফসীর রহিয়াছে। ২। বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন, ফারসী ভাষায় মুহাদ্দিসগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী। ৩। 'উজালায়ে নাফে'আ', ফারসী উসূলে হাদীস গ্রন্থ। ৪। সিররুস্ শাহাদাতাইন, হাসান ও হুসায়নের শাহাদত সম্বন্ধে। ৫। ফারসী মজমূ'আয়ে ফাতাওয়া। ৬। আযীযুল একতেবান ফী ফাযায়েলে আখয়ারেন নাস। আরবীতে চারি খলিফার গুণ বর্ণনা। ৭। তুহফায়ে ইসনা আশারিয়া (ফারসী), শীয়াদের বিরুদ্ধে। ৮। তকরীর দিলপিযীর (ফারসী), উপদেশমূলক গ্রন্থ। ৯। হিদায়াতুল মুমিনীন (উর্দু) মুহররমের বিদ'আত হওয়া সম্পর্কে। [তারাজেমে ওলামায়ে হাদীস।]

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আবদুল আলী, বাহরুল উলুম, মোল্লা

(১১৪৩—১২৩৫)

মোল্লা বাহরুল উলুম ১১৪৩ হি ১৭৩২ খৃঃএর কাছাকাছি আউধের সহালী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত করার পর তিনি হাফিয রহমত খানের নিকট যান। হাফিয রহমত খান তাঁহাকে যথাযোগ্য সম্মানের সহিত গ্রহণ করেন এবং তাঁহার জন্য একটি বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দেন। যতদিন হাফিয রহমত জীবিত ছিলেন ততদিন আবদুল আলী তাঁহার নিকট শাহজাহানপুরেই অবস্থান করেন। অতঃপর তিনি রামপুর রাজ্যে গমন করেন। কিন্তু সেখানে তাঁহার কোনও ব্যবস্থা না হওয়ায় তিনি লোহারু রাজ্যের মুনশী বদরুদ্দীন লোহারীর আমন্ত্রণে তাঁহার নিকট যান। সেখানে তিনি বদরুদ্দীন লোহারী কর্তৃক স্থাপিত মাদরাসায় ৪০০ টাকা বেতনে শিক্ষক নিযুক্ত হন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটে। এই সময় কর্ণাটকের নওয়াব মুহাম্মদ আলী আনোয়ারুদ্দীন খান তাঁহাকে কর্ণাটকে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান। সেখানে নওয়াব তাঁহাকে বাহরুল উলুম উপাধি প্রদান করেন এবং তাঁহার জন্য একটি দারুল-উলুম স্থাপন করেন। এইখানে শিক্ষাদানে রত অবস্থায় ৮০ বৎসর বয়সে ১২৩৫ হিজরীর রজব মাসে ইন্তিকাল করেন।

বাহরুল উলুম একজন বিখ্যাত আলেম এবং ১৮শ শতাব্দীর প্রথম শ্রেণীর পাক-ভারতীয় দার্শনিক ছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি সর্ব্বাধিক প্রসিদ্ধ :

১। আরকানে আরবা'আ, উসুলে ফিকহ, ২। রিসালা মীর যাহেদের হাসিয়া। ৩। তাহযীবে জালালীয়ার হাশিয়া যাহিদীয়ার হাশিয়া ৪। শরহ সালামাহ। ৫। উজালায়ে নাফি'আ। ৬। ফওয়াতিহুর রহমূত শরহ মুসল্লামুস সবুত। ৭। ইবন হুমামের তহরীর গ্রন্থের মোল্লা নিযামুদ্দীনের ব্যাখ্যার তাকমিলা নামক ব্যাখ্যা। ৮। তনবীরুল আবসার, মনার গ্রন্থের ফারসী ভাষ্য। ৯। শীরাযীর সদরার হাশিয়া। ১০। শরহেফিকহে আকবর। ১১। শরহ হিদায়াতুস সরফ। ১২। রিসালায়ে আহওয়ালে কিয়ামত। ১৩। রিসালায়ে তওহীদ। ১৪। তানাযযুলাতে সিত্তা। ১৫। শরহ মসনবী মওলানা রূম।

আবদুল কাদির জীলানী রঃ (১০৪৭—১১০৯)

পূর্ণ নাম মুহয়ুদ্দীন আবু মুহাম্মাদ আবদুল কাদির ইবন আবি সালেহ যংগীদোস্ত। হাম্বলী মযহাব অবলম্বী বিখ্যাত ওয়ায়েয, মুহাদ্দিস, ফকীহ ও সুফী। ইহার নামানুসারে সুফীদের কাদিরী তরীকার (সাধনপন্থার) নামকরণ হইয়াছে। ইনি ৪৭০ হিঃ/১০৪৭—৮ খৃঃ-এ কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণে ইরানের গীলান বা জীলান অঞ্চলের নীফ বা নাইফ নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। উচ্চ শিক্ষার জন্য ১৮ বৎসর বয়সে ইনি বাগদাদে প্রেরিত হন। বাগদাদে আবদুল কাদির তবরীযীর (মৃঃ ৫০২/১১০৯) নিকট ভাষাতত্ত্ব এবং অপর কয়েকজন ওস্তাদের নিকট হাম্বলী ফিকহ শিক্ষা করেন। তাঁহার গ্রন্থসমূহে তিনি সাধারণতঃ হিবাতুল্লাহ আল মুবারক ও আবু নসর মুহাম্মদ হইতেই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ৪৮৮ হইতে ৫২১ হিঃ পর্যন্ত সময় তাঁহার জীবনের আর কোন ঘটনা জানা যায় না তবে এই সময় তিনি হজ্জ ও বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার ৪৯টি পুত্র কন্যার মধ্যে একটির জন্ম হইয়াছিল

www.ahlehadeethbd.org

Contents

৫০৮ হিজরীতে। আবদুল কাদির আবুল খায়র মুহাম্মদ বিন মুসলিম আদ্‌দাব্বাসের (মৃঃ ৫২৫) নিকট তাসাউফ শিক্ষা করেন এবং প্রসিদ্ধ হাম্বলী ফকীহ ও কাযী এবং হাম্বলী ফিকহ শিক্ষাদান কার্যের বিখ্যাত মাদরাসার প্রধান শিক্ষক আবু সা'দ মুবারক আল মুখররিমীর নিকট হইতে সুফী খিরকা গ্রহণ করেন। ইহার নিকট তিনি ফিকহও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ৫২১ হিজরীতে তিনি জনসাধারণে বক্তৃতা দিতে শুরু করেন। ক্রমাগত তাঁহার শ্রোতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় বাগদাদের হালবা গেটের নিকট বক্তৃতার একটি স্থান নির্ধারিত করিয়া লন। অতঃপর জনসাধারণের অর্থে মুবারক আল মুখররিমীর মাদরাসা গৃহটি বর্ধিত করা হয় এবং তিনি উহার প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন।

আবদুল কাদির বহু গ্রন্থ রচনা করেন তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান ঃ ১। আলগুণিয়াতু লি তালিবে তরীকেল হক্ক, সংক্ষেপে গুণিয়াতুত্ তালিবীন, ২। আল ফৎহুর রব্বানী. ৩। ফুতুহুল গায়ব, ৪। হিযবুল বাশায়েরেল খায়রাত প্রভৃতি।

তাঁহার গ্রন্থগুলি হইতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি কুর'আন, হাদীস, ফিকহ, কালাম প্রভৃতি ইসলামী শাস্ত্রগুলিতে সুপণ্ডিত ছিলেন। আল-গুণইয়া গ্রন্থে তিনি প্রতিপন্ন করেন যে, হাদীসে উল্লিখিত ৭২ গোরো ও ৭৩ ফিরকার মধ্যে আহলুল হাদীস দলই মুক্তি পাইবার যোগ্য — তিনি তকলীদ স্বীকার করিতেন না। তিনি ৫৬১/ ১১৬৬ এ ইন্তিকাল করেন।

তাঁহার ইন্তিকালের প্রায় একশত বৎসর পর হইতে তাঁহার সম্বন্ধে তাঁহার ভক্ত সূফীগণ নানা প্রকার অলীক ও ভিত্তিহীন গল্পগুজব প্রচার করিয়া আসিতেছে। তাঁহার নামে 'কসীদাতুল গওসিয়া' নামে যে কসীদা প্রচলিত তাহা তাঁহার রচিত এ সম্বন্ধে কোন সনদ বা যুক্তি সঙ্গত প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং কসীদার আভ্যন্তরীণ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলে উহা তাঁহার রচনা নহে বলিয়াই প্রতীয়মান হয়।

আবদুল কাদির, শাহ দেহলাবী (১৭৫৩—১৮১৩)

ইনি দিল্লীর প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলাবীর তৃতীয় পুত্র। ইনি ১১৬৭/ ১৭৫৩-৪ সালে দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন ও পিতার নিকটই বিভিন্ন এলম শিক্ষা করেন। জীবনে অধিকাংশ সময় দিল্লীর আকবরাবাদী মছজিদে কুরআন, হাদীস, ফিকহ প্রভৃতি শাস্ত্র শিক্ষাদান কার্যে অতিবাহিত করেন। ইনি ১৮ বৎসর পরিশ্রম করিয়া ১২০৫/ ১৭৯০—১ সালে মু'যিহুল কুর'আন নামে কুর'আনের একখানি উর্দু তফসীর প্রণয়ন করেন। তফসীরখানি বিভিন্ন স্থানে ছাপা হইয়াছে। ইনি ৯ই রজব ১২২৮ হিজরী সনে (১৮১৩ খৃঃ) ইন্তিকাল করেন।

আবদুল গণী, শাহ (১১৭০ —১২২৭ হিঃ)

দিল্লীর প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস শাহ ওলীউল্লাহের চতুর্থ পুত্র এবং মাওলানা শাহ ইসমাঈল শহীদ (রঃ) এর পিতা। ইনি নিজেও বিখ্যাত আলেম ছিলেন ও আজীবন শিক্ষাদান কার্যে রত ছিলেন। ইনি শাহ আবদুল আযীযের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। দেওবন্দ মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানুতাবী ইহার শাগরিদ ছিলেন।

আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস রাঃ (৫১৯ খৃঃ—৬৯০ খৃঃ)

ইনি হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এর চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ) এর পুত্র। তাঁহার মাতা ছিলেন উম্মুল মুমিনীন হযরত মায়মুনা (রঃ) এর ভগ্নি

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সুবাবা বিন্তুল হারিস। হিজরতের তিন বৎসর পূর্বে ৬১৯ খৃষ্টাব্দে আবদুল্লাহ জন্মগ্রহণ করেন। ইহার ১৩ বৎসর বয়সে হযরতের ইন্তিকাল হয়। ইনি সাহাবাগণের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠতম ফকীহ, মুফাসসির ও জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। হযরত আবু বকর ও হযরত উমর রাঃ এর সময় গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। লোককে কুর'আন ও হাদীস শিক্ষাদান ইঁহার অন্যতম প্রধান কাজ ছিল। হযরত উসমান (রাঃ) কর্তৃক ইনি আমীরুল হাজ্জ নিযুক্ত হন। ৩৬ হিজরী সনে উষ্ট্রযুদ্ধের পর হযরত আলী ইঁহাকে বসরার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। সিফফীনের যুদ্ধে হযরত আলীর (রাঃ) সেনাদলের বাম বাহিনী পরিচালিত করেন। হযরত আলী (রাঃ) নিহত হওয়ার পর তিনি ৪০ হিজরী সনে হিজাযে যান ও তথা হইতে তায়েফে যান। ইনি আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়রের সময় ৭৬ হিজরীতে ৬৯৩ খৃঃ এ ৭১ বৎসর বয়সে তায়েফে ইন্তিকাল করেন। বহু সাহাবী ও তাবিঈ তাঁহার নিকট হইতে হাদীস বিশেষতঃ তফসীর সংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাকে رأس المفسرين বা তফসীর কারকদের প্রধান বলা হইত। ইনি আবদুল্লাহ নামে পাঁচজন বিশিষ্ট পণ্ডিত সাহাবীর অন্যতম।

আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) (৬০৯—৬৯৩ খৃঃ)

ইনি নবুওতের ১ বৎসর পূর্বে (৬০৯ খৃঃ) জন্মগ্রহণ করেন। ইনি শৈশবেই পিতার সহিত ইসলাম গ্রহণ করেন, পিতার সহিত হিজরত ও আসহাবুস সুফফার সঙ্গে অবস্থান করেন। প্রাপ্ত বয়স্ক না হওয়ায় জন্য ইনি বদর ও উহুদ যুদ্ধে যোগদানের অনুমতি পান নাই। খন্দকের যুদ্ধ হইতেই তিনি যুদ্ধে যোগদান করিতে শুরু করেন। হযরতের (দঃ) ইন্তিকালের পর তিনি খালিদ ইবনুল ওলীদের বাহিনীতে যোগদান করেন ও ইয়ামামার যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। ২১ হিঃ/৬৪২ খৃঃ-এ তিনি নাহরওয়ানের যুদ্ধে যোগদান করেন। অতঃপর হযরত উমর (রাঃ) কর্তৃক তাঁহার স্থলাভিষিক্ত নির্বাচনের জন্য গঠিত সংসদের সদস্য মনোনীত হন। ইনি হযরত উসমান (রাঃ) কর্তৃক প্রথমে মিসরে ও পরে (৩০ হিঃ/৬৫০-১খৃঃ) এ তাবারিস্তানে প্রেরিত হন। হযরত আলী (রাঃ) ও মু'আবীয়ার মধ্যে বিবাদ মীমাংসার জন্য ৩৭হিঃ। ৬৫৭ খৃঃ-এ গঠিত সালিসী সভার সদস্য ছিলেন। ৪৯ হিঃ সনে তিনি ইয়াযীদ ইবনু মু'আবিয়ার অধীনে রোমকদের বিরুদ্ধে অভিযানে যোগদান করেন। ইহার পর তিনি মক্কায় স্থায়ীভাবে বাস করিতে থাকেন। মক্কাতেই ৭৩ হিঃ/৬৯৩ খৃঃ-এ আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়র নিহত হওয়ার কয়েক মাস পর যুলহিজ্জাহ মাসে হজ্জের পর ইন্তিকাল করেন। আবদুল্লাহ ইবনু উমর অত্যন্ত পরহেযগার ব্যক্তি ছিলেন। ইনিও পাঁচজন বিশিষ্ট আবদুল্লাহের অন্যতম ছিলেন। কথিত আছে ইন্তিকালের পূর্বে তিনি সহস্রাধিক ক্রীতদাস আযাদ করিয়া দেন। তিনি রসূলুল্লার (দঃ) অধিক হাদীস রেওয়ায়ত কারীগণের অন্যতম।

আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ রাঃ (৫৯০—৬৫৩ খৃঃ)

ইনি ৫৯০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি জন্মগ্রহণ করেন এবং ইসলাম প্রচারের শুরুর দিকেই ইসলাম গ্রহণ করেন। এমন কি কাহারও কাহারও মতে ইনি ৬ষ্ঠ মুসলিম। ইনি আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন, পরে মদীনায় রসূলুল্লাহ (সঃ) এর সহিত মিলিত হন। ইনি বদর যুদ্ধ হইতে শুরু করিয়া সকল যুদ্ধেই যোগদান করেন। ইনি রসূলুল্লাহ (সঃ) এর পাদুকা, মিসওয়াক, বিছানা ও ওযুর

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পানির তত্বাবধায়ক ছিলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) এর সহিত তাঁহার সাহচর্য এত ঘনিষ্ঠ ছিল যে, লোকে তাঁহাকে অনেক সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) এর পরিবারের লোক বলিয়া ভ্রম করিত। ইনি ৫ জন সর্বাধিক ফকীহ আবদুল্লাহের অন্যতম।

হযরতের ইন্তিকালের পর ইবনে মাস'উদ সিরিয়া অভিযানে যোগদান করেন। তিনি হযরত উমর কর্তৃক লোকদিগকে কুর'আন ও শরীয়ত শিক্ষা দেওয়ার জন্য কুফায় প্রেরিত হন। তিনি তথাকার বায়তুল মালেরও তত্বাবধায়ক ছিলেন। সেখানে তিনি আমরের সহিত কুফার শাসনকর্তাও নিযুক্ত হন। হযরত উমরের ইন্তিকালের পরও কিছুকাল তিনি সেখানে ছিলেন। অতঃপর হযরত উসমান তাঁহাকে মদীনায় আহ্বান করেন এবং এখানেই তিনি কিঞ্চিদধিক ৬০ বৎসর বয়সে ৩২ হিঃ/৬৫৩ খৃঃ-এ ইন্তিকাল করেন।

আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়র রাঃ (৬২২ —৬৯৩খৃঃ)

ইনি প্রসিদ্ধ সাহাবী যুবায়রের পুত্র এবং নিজেও একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী ছিলেন। ইঁহার মাতা প্রথম খলিফা হযরত আবুবকর (রাঃ) এর কন্যা হযরত আসমা (রাঃ)। ইনি হিজরতের বৎসর (৬২২ খৃঃ) কুবায় জন্মগ্রহণ করেন। ৮ বৎসর বয়সে তিনি রাসূলুল্লাহ (দঃ) এর হস্তে বায়'আত হন। ইঁহার ১০ বৎসর বয়ক্রমকালে হযরতের (দঃ) ওফাত হয়। ইবনুয যুবায়র পিতার সহিত ইয়ারমুকের যুদ্ধে ১৪ হিঃ/৬৩৫ খৃঃ যোগদান করেন। ইহার তিন বৎসর পর পিতার সহিত আমর ইবনুল আসের বাহিনীতে যোগদান করেন। ইফরিকিয়া বিজয়ে আবদুল্লাহ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং ২৯/৬৪৯-৫০ এ পাদরী গ্রেগরিয়াসকে একটি যুদ্ধে নিহত করেন। পরবর্তী বৎসর তিনি সা'ঈদ ইবনুল আসের সহিত খোরাসান বিজয়ে অংশ গ্রহণ করেন। এই বৎসরই হযরত উসমান (রাঃ) কর্তৃক কুর'আন মজীদের বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রস্তুত কার্যের জন্য নিযুক্ত সংসদের অন্যতম সদস্য নিযুক্ত হন। বিদ্রোহীগণ কর্তৃক (৩৫/৬৫৬, হযরত উসমান (রাঃ) এর গৃহ আক্রান্ত হইলে তিনি অতিশয় সাহসের সহিত গৃহ রক্ষা করিতে সচেষ্ট হন। উষ্ট্রযুদ্ধে (৩৬/৬৫৬) ইনি হযরত আ'ইশার পদাতিক বাহিনীর সেনাপতিত্ব করেন। ইহার পর তিনি হযরত আলী (রাঃ) ও মু'আবিয়ার মধ্যে গৃহযুদ্ধে অংশ গ্রহণ হইতে বিরত থাকেন। পরে ইনি মু'আবিয়ার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন কিন্তু তৎপুত্র ইয়াযীদকে খলীফারূপে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন এবং মক্কায় আশ্রয় লন। মদীনা ধ্বংসের পর ইয়াযীদের সৈন্য মক্কা অবরোধ করিলে ইবনুয যুবায়র তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। ইহার পর জনসাধারণ কর্তৃক তিনি ৬৪/৬৮৩ সালে খলীফা মনোনীত হন। হিজায, ইরাক, ইয়ামন ও খোরাসান তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করে। ৯ বৎসর কাল তিনি উমাইয়া খলীফাদিগকে অগ্রাহ্য করেন। অতঃপর খলীফা আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ানের সেনাপতি হাজ্জাজ বিন ইউসুফ মক্কা আক্রমণ করিলে তিনি ৭৩ হিঃ/৬৯৩ খৃঃ-এ তৎকর্তৃক পরাজিত ও যুদ্ধাবস্থায় নিহত হন।

আবদুল্লাহ গযনবী (১২৩০—১২৯৮ হিঃ)

আবদুল্লাহ গযনবী ১২৩০ হিঃ সনে গযনীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা ও পিতামহ উভয়েরই নাম ছিল মুহাম্মদ এবং উভয়েই আলেম ও আবেদ ছিলেন। আবদুল্লাহ মাওলানা শায়খ হাবীবুল্লাহ কান্দাহারীর নিকট প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন এবং তাঁহার উপদেশ মতেই তিনি শাহ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ইসমাঈল শহীদ রচিত তাকবিয়াতুল ঈমান গ্রন্থ খানি অধ্যয়ন করেন। ফলে তিনি শিরক ও তওহীদ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করেন।

অতঃপর সহীহ বুখারী ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া কুর'আন হাদীস অনুযায়ী আমল শুরু করেন। এক কথায় তিনি আহলুল হাদীস মতবাদ গ্রহণ করেন। ফলে তদানীন্তন মুকাল্লিদ আলেমগণ তাঁহার ঘোরতর শত্রু হইয়া দাঁড়ায় ও আফগানিস্তানের আমীরের আদেশে তাঁহাকে নির্যাতিত ও নির্বাসিত হইতে হয়। তিনি সপরিবারে অমৃতসরে আসিয়া বসবাস শুরু করেন। এখানে আসিয়া তিনি কুরআন ও সুন্নাহ প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। মাওলানা আবদুল্লাহ গযনবীর ১২টি পুত্র ও ১৫টি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষাদীক্ষায় এই পরিবারটি পাক-ভারতে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। মাওলানা আবদুল্লাহ গযনবীর প্রথম পুত্র আবদুল জাব্বার গযনবী প্রসিদ্ধ আলেম ও হাদীস-বিশারদ ছিলেন এবং ইমাম নামে অভিহিত হন। ইঁহার পুত্র স্বনামধন্য মাওলানা দাউদ গযনবী। দ্বিতীয় পুত্র মুহাম্মদ গযনবী (মৃঃ ১২৯৩ হিঃ) আরবী তফসীর জামেউল বায়ানের একখানি হাশিয়া রচনা করেন। ইহার পুত্র মাওলানা আবদুল আউয়াল নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি রচনা করেন। ১। হাশিয়া রিয়াযুস সালেকীন (উর্দূ), ২। নসরুল বারী, তরজমা সহীহুল বুখারী (উর্দূ), ৩। রিয়াযুস সালেহীনের উর্দূ তরজমা এবং ৪। মিশকাতুল মাসাবীহের উর্দূ তরজমা।

আবদুল্লাহিল কাফী আল-কুরাইশী, মাওলানা (১৯০০—১৯৬০)

উত্তর বঙ্গের প্রসিদ্ধ আলেম, অদ্বিতীয় বাগ্মী, তার্কিক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও রাজনীতিক। ইঁহার পিতা ছিলেন প্রসিদ্ধ আলেম মাওলানা আবদুল হাদী রাঃ (দ্রে)। মাওলানা আবদুল্লাহিল কাফী রঃ ১৯০০ খৃঃ এ তাঁহার মাতুলালয় বর্ধমান জিলার টুবগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যে তিনি স্বীয় পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মাওলানা আবদুল্লাহিল বাকীর (দ্রঃ) নিকট শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর রংপুর ও কলিকাতার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ করেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে খিলাফত আন্দোলনে যোগদানের মাধ্যমে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। ১৯১৯ হইতে ১৯২২ পর্যন্ত তিনি উর্দূ "জামানা" পত্রিকার সম্পাদকতা করেন। ১৯২২ হইতে ১৯২৫ পর্যন্ত জম'ঈয়তুল উলামার সহ-সম্পাদক ছিলেন। ১৯২৪ খৃঃ এর ২৯শে নভেম্বর/ ১৪ই অগ্রহায়ণ ১৩৩১ সালে তিনি 'সাত্যগ্রহী' নামক এক খানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকা খানি ১৯২৭ খৃঃ পর্যন্ত চলিয়াছিল। ১৯৩৩ হইতে ১৭৩৭ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে বহু সভা সমিতিতে বক্তৃতা করেন। ১৯৩৭ মার্চ মাসে পিত্ত-শূল ব্যথার জন্য কলিকাতায় অস্ত্রোপচার করা হয়। ১৯৪০ এ দিল্লীতে নিখিল ভারত জাতীয়তাবাদী মুসলিম কনফারেন্সে যোগদান করেন। ১৯৪২ এ হজ্জ সমাপন করেন। এই সময় হইতে ১৯৪৫ পর্যন্ত সময় বঙ্গ, বিহার ও আসামের বিভিন্ন স্থানে বহু সভা সমিতিতে বক্তৃতা করেন। ১৯৪৬ এর ১৮, ১৯ ও ২০শে এপ্রিল রংপুরের হারাগাছে তৎ কর্তৃক নিখিল বঙ্গ ও আসাম আহলে হাদীস কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে তিনি সভাপতিত্ব করেন। ১৯৪৭ এ কলিকাতায় জমঈয়ত কাউন্সিলের সভা হয়। ১৯৪৮,

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এপ্রিল পাবনায় নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলে হাদীসের অফিস স্থানান্তরিত করেন। ১৯৫৯ এ পাবনায় প্রেস স্থাপন করেন ও রাজশাহীতে আহলে হাদীছ কনফারেন্স অনুষ্ঠিত করেন। এই কনফারেন্সেও তিনি সভাপতিত্ব করেন। পাবনা হইতে মুহররম ১৩৬৯ হিঃ/১৯৪৯ খৃঃ হইতে "তর্জুমানুল হাদীছ" নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯৫০তেই শাসনতন্ত্র আন্দোলনে ইসলামী ফ্রন্ট গঠন করেন পাবনা মফস্বল টাউন হওয়ায় নানা অসুবিধার জন্য ১৯৫৬ খৃঃ এ জমঈয়ত অফিস ও তর্জুমানুল হাদীস ঢাকা ৮৬ নং কাজী আলাউদ্দিন রোডে স্থানান্তরিত করা হয়। এখান হইতে ৭ই অক্টোবর ১৯৫৭ হইতে 'আরাফাত' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল্লাহিল কাফী রঃ ২১শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭ বাং/ ৮ই যুলহিজ্জা ১৩৭১ হিঃ/৪ঠা জুন ১৯৬০ খৃঃ শনিবার সকাল ৪-৩০ মিনিটে ঢাকায় তাঁহার পিত্তশূল ব্যথার জন্য দ্বিতীয় বার অপারেশন করার ফলে ইন্তিকাল করেন।

মাওলানা আবদুল্লাহিল কাফী আজীবন ইসলামী শাস্ত্র সমূহের চর্চা করিয়াছিলেন। এজন্য তিনি বিরাট একটি পুস্তকাগারও স্থাপন করেন। তিনি একজন অপরাজেয় তার্কিক ছিলেন। হানাফী মাওলানা রুহুল আমিনকে অনেকবার তর্কে পরাজিত করেন। তিনি ইসলাম, আহলে হাদীস সম্প্রদায় এবং দেশের জন্য উৎসর্গিত প্রাণ ছিলেন। আল-ইসলাম, মোহাম্মদী, জামানা, সত্যাগ্রহী, তর্জুমানুল হাদীছ ও আরাফাতে তাঁহার বহু জ্ঞানগর্ভ ও গবেষণা মূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তিনি নিম্নলিখিত পুস্তক-গুলি রচনা করিয়াছিলেন। ১। নবুওতে মোহাম্মদী, ২। ইসলামী অর্থনীতির ক, খ, ৩। ধনবণ্টনের রকমারী ফর্মুলা, ৪। ইসলামী ফ্রন্ট কনফারেন্সের অভিভাষণ. ১৯৫৪ ডিসেম্বর, পাবনা, ৫। ইসলাম বনাম কম্যুনিজম, ৬। যওউললামে জুম'আ সংক্রান্ত, ৭। তারাবীহ, ৮। ঈদে কুরবান, ৯। সিয়ামে রমযান, ১০। জন্মনিরোধ, ১১। নিরুদ্দিষ্ট পুরুষের স্ত্রী, ১২। গুরুবাদ, ১৩। আহলে কিবলার পিছনে নামায, ১৪। মুসাফাহা, ১৫। তিন তালাক, ১৬। আহলে হাদীস আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, ১৭। মুর্গী আগে জন্মেছে না ডিম, ১৮। ইসলামী শাসনতন্ত্রের সূত্র, ১৯। কালেমায়ে তাইয়্যিবা, ২০। পাক শাসন সংবিধান, ২১। আহলে হাদীস পরিচিতি, ২২। সমস্যার সমাধান পদ্ধতি ও ইমামগণের রীতি।

আবদুল্লাহিল বাকী আলকুরায়শী,
মাওলানা আবুল হাসান

(১৮৯০—১৯৫২)

উত্তর বঙ্গের প্রসিদ্ধ আলেম অদ্বিতীয় বাগ্মী, তার্কিক, সাহিত্যিক ও রাজনীতিক। ইনি প্রসিদ্ধ আলেম ও পীর মাওলানা আবদুল হাদীর (দ্রঃ) জ্যেষ্ঠ পুত্র ও মাওলানা আবদুল্লাহিল কাফীর (দ্রঃ) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। ইনি ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে স্বীয় মাতুলালয় বর্ধমান জিলার টুব গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যে তৎকালীন নিজ গৃহ লালবাড়ীতে পিতার নিকট ও মাওলানা আবদুল ওহহাব নাবীনার নিকট শিক্ষালাভ করিয়া কানপুরে যান ও সেখানকার মাদরাসায় শিক্ষালাভ করেন। ইনি ১৯১৬ খৃষ্টাব্দ হইতে রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে যোগদান করেন। ১৯২০ এ দিনাজপুর কংগ্রেস কর্তৃক অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতি হন। ১৯৩০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সালে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯৩৪এ ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। অতঃপর ১৯৪৬ খৃঃ-এ মুসলিম লীগে যোগদান করেন ও প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। পরে পাকিস্তান গণ পরিষদেরও সদস্য হন। ইন্তিকাল পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শাসনতন্ত্রের যে সকল ইসলামী ধারা গৃহীত হয় তাহাতে তাঁহার যথেষ্ট প্রভাব ছিল। তিনি হজ্জ সমাধা করেন। ইনি ১৯৫২ সালের ১লা ডিসেম্বর ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ২ স্ত্রী, তিন পুত্র, ৬ কন্যা, বহু দৌহিত্র ও দৌহিত্রী এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজন বর্তমান ছিল।

মাওলানা আবদুল্লাহিল বাকী কুশাগ্রবুদ্ধি রাজনীতিক ছিলেন। তিনি বলিতে গেলে দিনাজপুরের মুকুটহীন রাজা ছিলেন। সাহিত্য ক্ষেত্রেও তাঁহার দান অপরিসীম ছিল। আল-ইসলাম পত্রিকায় ইঁহার বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ ছাপা হয়। আজীবন তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত বিরাট পুস্তকাগারে ইসলামী শাস্ত্র সমূহের চর্চা করিয়াছিলেন। ইঁহার 'পীরের ধ্যান' নামে একখানি পুস্তক ছাপা হয়।

আবদুল হাই লখনৌবী (১৮৪৮-১৮৮৬)

ইঁহার পূর্ণ নাম আবুল হাসানাত মুহাম্মাদ আবদুল হাই। ইহার পিতার নাম মওলবী আবদুল হালীম। ইনি ফিরিঙ্গী মহলের বিখ্যাত মাদ্রাসার সহিত যুক্ত ছিলেন। আবদুল হাই বুন্দেল খণ্ডের বান্দা নামক স্থানে ১২৬৪। ১৮৪৮ এ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ১৭ বৎসর বয়স পর্যন্ত পিতার নিকট শিক্ষা লাভ করেন। এই সময় তিনি অধ্যাপনা কার্য্যে পিতাকে সাহায্য করিতেন। তিনি দুইবার হজ্জ সমাপন করেন ও মক্কার মুফতী আহমদ বিন যায়নী দাহলান এর নিকট হাদীস অধ্যয়ন করিয়া ইজাযত লাভ করেন। পাক-ভারতীয় মাদ্রাসা সমূহে প্রচলিত বহু পাঠ্য পুস্তকের টীকা লিখেন। এতদ্ব্যতীত ফিকহ প্রভৃতি বিষয়ে বহু গ্রন্থও রচনা করেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থ গুলির মধ্যে ১। হিদায়ার হাশিয়া, ২। নাফি'উল কবীর, ৩। ফাওয়াই-দুল বাহিয়া ফী তারাজিমিল হানাফিয়া প্রভৃতি প্রধান। ইনি হিদায়া প্রভৃতির হাশিয়া, টীকা প্রভৃতিতে হানাফী মাসআলায় হাদীস বিরোধিতা, আলেমগণের স্ববিরোধিতা প্রভৃতির উপর আলোক পাত করিয়াছেন। ইনি লখনৌতে ১৩০৪/১৮৮৬ এ ইন্তিকাল করেন।

আবদুক হাক হাক্কানী (মৃঃ ১৩৩৯ হিঃ)

শামসুল উলামা মাওলানা আবু মুহাম্মাদ আবদুল হাক্ক আল-হাক্কানী আদদিহ্লাবী দিল্লীর প্রসিদ্ধ আলেম ও মুহাদ্দিস। ইনি ১২৯৯ হিজরী সনে তাঁহার কুরআনের উর্দূ তফসীর রচনা করেন। কিন্তু পরে যখন দেখিলেন যে, এক দিকে কতক লোক জিন্ন, বিহিশত, দোযখ, মুজিযা প্রভৃতি অবিশ্বাস করিতেছে আবার অন্য দিকে বহুলোক পীর পূজা, কবর পূজা প্রভৃতি অসংখ্য শির্ক ও বিদআতের প্রতি ঝুকিয়া পড়িয়াছে তখন তিনি তাঁহার তফসীরে পুনরায় বিস্তারিত ভাবে ঐসমস্ত বিষয় সন্নিবেশিত করিয়া বিশেষতঃ স্যার সাইয়িদ আহমদের পূর্বোক্ত শ্রেণীর মতবাদ গুলির উত্তর দিয়া বিরাট ৪খণ্ডে রচনা করেন। এই তফসীর (তফসীরে হাক্কানী) ১৩১৪ হিজরীর ৪ঠা শা'বান সমাপ্ত করেন। ইহা তিনি হায়দরাবাদের তৎকালীন নিযাম

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মহামান্য মীর মাহবুব আলী খান বাহাদুরের (১৮৫৯-১৯১১) নামে উৎসর্গ করেন। ইনি ১৩৩৯ হিঃ সালে ইন্তিকাল করেন।

আবদুল হাদী, মওলানা, সাইয়্যিদ (১৮৪১-১৯০৬)

মাওলানা আবদুল হাদী ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রাম জেলার সুলতানপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চট্টগ্রাম মুহসিনিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষা লাভের পর দিল্লীতে প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস মাওলানা সাইয়্যিদ নযীর হুসায়নের নিকট হাদীস শিক্ষা করেন। শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি একজন পাক্কা আহলে হাদীসরূপে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। ফলে গোড়া হানাফী পিতা ও আত্মীয় স্বজনের কোপে পতিত হন। শোনা যায় সকলে মিলিয়া এমন "কুলাঙ্গার" (?) সন্তানকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করে। তাঁহার এক ভগ্নি এই ষড়যন্ত্রের কথা অবগত হইয়া তাঁহাকে জানাইয়া দিলে তিনি কপর্দক হীন অবস্থায় রাত্রিকালে প্রাণ লইয়া গৃহত্যাগ করেন। ইহার পরে তিনি হুগলীতে যান এবং সেখানে তিনি তাঁহার দুর সম্পর্কের চাচা মাদ্রাসার এক শিক্ষকের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইহারই চেষ্টায় তিনি প্রথমে হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে ও পরে হুগলী মাদ্রাসায় শিক্ষকের পদ লাভ করেন। তিনি তাঁহার এই চাচার এক কন্যাকে বিবাহ করেন। কিছু দিন পর তাঁহার এই স্ত্রীর ইন্তিকাল হয় এবং মযহাব সংক্রান্ত মতভেদের জন্য শ্বশুরের সহিত ঘোর মতবিরোধ হয়। ফলে তিনি 'ওহহাবী' হওয়ার অভিযোগে মাদ্রাসার শিক্ষকতার পদ হইতে অপসারিত হন। কিছু দিন পর তিনি বর্ধমান জিলার রসুলপুর পরগণার-বর্তমানে টুবগ্রাম নামে পরিচিত গ্রামের সিদ্দীকী বংশীয় শাহ দিয়াস তুল্লাহর পৌত্রীকে বিবাহ করেন। এখানেও তিনি একমাত্র শ্যালক মুন্সী শুজাআত আলী ব্যতীত আর সকলেরই বিরাগভাজন হন। ইহার পর তিনি রংপুরের বদরগঞ্জ থানার লালবাড়ী গ্রামে গিয়া বসবাস করেন ও এখানে এক বিরাট মাদ্রসা স্থাপন করেন। উত্তর বঙ্গের আহলে হাদীসদের নেতৃত্বের ভারও ক্রমে ক্রমে তাঁহার হাতে আসে। লালবাড়ীর তৎকালীন জমিদারের সহিত ধর্ম-বিষয়ে মতভেদ হওয়ায় তিনি সে স্থান ত্যাগ করিয়া করতোয়া নদী পার হইয়া দিনাজপুরের শরীফপুর পরগনার "বস্তীর আড়া" বর্তমানে পার্বতীপুর লাল মনিরহাট লাইনের খোলাহাটি ষ্টেশনের নিকট নুরুল হোদা নামক স্থানে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। সেখানেও তিনি নুরুল হোদা মাদ্রাসা নামে-একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এই মাদ্রাসাই বর্তমানে বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়া নুরুল হোদা হাইস্কুলে পরিণত হইয়াছে। মাওলানা আবদুল হাদী ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে নুরুল হোদায় ইন্তিকাল করেন। ইন্তিকালের সময় তাঁহার ৪ কন্যা ও দুইপুত্র মাওলানা আবদুল্লাহিল বাকী (১৮৯০-১৮৫২) ও মাওলানা আবদুল্লাহিল কাফী (১৯০০-১৯৬০) সাহেবান বর্তমান ছিলেন।

আব্বাস আলী, মওলানা (১৮৫৯-১৯৩২)

মওলানা আব্বাস আলী মরহুম ১২৬৬ বাংলা/১৮৫৯ ইং সালে চব্বিশ পরগনা জিলার বশীর হাট মহকুমার অন্তর্গত চণ্ডীপুর গ্রামে বিখ্যাত আলেম বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যে কিছুকাল গ্রাম্য পাঠশালায় শিক্ষা লাভের পর স্বীয় পিতৃব্য মাওলানা মুনিরুদ্দীনের নিকট আরবী, ফারসী অধ্যয়ন করেন। তৎপর বিভিন্ন মাদরাসায় আরবী, ফারসী, উর্দু শিক্ষা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করেন। সর্বশেষে টাঙ্গাইল জমিদার বাড়ীর মাদরাসায় মাওলানা আবদুর রহমান কান্দাহারীর নিকট ১৫ বৎসরকাল আরবী সাহিত্য, কুরআন, হাদীস, তফসীর প্রভৃতি শিক্ষা করেন। শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি সেখানেই আরও ১৫ বৎসর শিক্ষকতা করেন। তারপর স্বীয় গ্রামে প্রত্যাবর্তন করিয়া ইসলাম সম্বন্ধে অজ্ঞ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেশ বাসীর মধ্যে ইসলামী প্রচারে মনোযোগ দেন। তাঁহার প্রচারের ফলে ২৪ পরগণা, যশোহর, খুলনা, হুগলী, হাওড়া, বর্ধমান প্রভৃতি জেলার বহু লোক তাঁহার হস্তে বাইয়াত গ্রহণ করেন।

হিদায়াত কার্যে লিপ্ত থাকাকালে তিনি ইসলাম সম্বন্ধীয় পুথি-পুস্তকের তীব্র অভাব অনুভব করেন। তজ্জন্য তিনি 'চলিত' ভাষায় ছন্দে পুথি রচনা করিতে শুরু করেন। ইহার প্রথম গ্রন্থ 'বারক্কোল মোয়াহেদীন'। তৎপর 'মাসায়েলে জরুরিয়া' নামে একখানি দীনী মাসায়েল সংক্রান্ত পুস্তকও সঙ্কলন করেন। পুস্তক ছাপানের সুবিধার জন্য কলিকাতা তাঁতি বাগানের হাজী আবদুল্লাহ মরহুমের সহায়তায় নূর আলী লেনে আলতাফী প্রেস স্থাপন করেন। এই প্রেসে তিনি প্রথমে নিজের পুস্তকদ্বয় ও তাঁহার চাচা মাওলানা মুনিরুদ্দীন কৃত 'মুণীরুল হুদা' গ্রন্থখানি ছাপাইয়া প্রকাশ করেন। উপরিউক্ত গ্রন্থ দুই খানি ব্যতীত তিনি 'ফতুহুশ শাম', 'ফতুহুল ইরাক,' 'ফতুহুল মিসর' জুম'আর নামাযের খুতবার বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি গ্রন্থ অনুবাদ ও প্রকাশ করেন। ইহার পর তিনি মুসলিমগণের মধ্যে দ্রুত ইসলাম প্রচারের জন্য 'মোহাম্মদী' নামে একখানি সংবাদ পত্র প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হন। ইহা প্রথমে ৪ পৃষ্ঠার মাসিক ছিল। পরে উহা সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। মাওলানা মুহাম্মদ আকরাম খাঁ সাহেব (বর্তমানে 'আজাদ' সম্পাদক) সর্বপ্রথম এই মোহাম্মদীর সম্পাদকরূপে সাংবাদিকতার 'হাতে খড়ি' করেন। পরে ইহার মালিকানা মাওলানা আব্বাস আলীর বংশধরদের হাত হইতে তাঁহার হাতে যায়। ইহার পর মাওলানা আব্বাস আলী কুর'আনের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। অমানুষিক পরিশ্রমের ফলে শেষ বয়সে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। ফলে তিনি পল্লী জীবন যাপন করিতে বাধ্য হন। গ্রামে আসিয়াও তিনি একটি ইসলামী মাদরাসা স্থাপন, রাস্তাঘাট নির্মাণ প্রভৃতি বহু জনহিতকর কার্য করেন। দীর্ঘদিন রোগ ভোগের পর তিনি ৭৩ বৎসর বয়সে ১৯৩২ সালে ইন্তিকাল করেন।

মাওলানা আব্বাস আলী নিষ্ঠাবান আহলে হাদীস ছিলেন। কিন্তু তা সত্বেও তাঁহার জন-হিতৈষণা ও অমায়িক ব্যবহারের জন্য সকল সম্প্রদায়ের লোকই এমন কি হিন্দুগণও তাঁহাকে গভীর শ্রদ্ধা করিত।

সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষের যে নমুনা উপরে পেশ করা হইল তাহাতেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন এই গ্রন্থখানী কতখানি মূল্যবান এবং জ্ঞান অনুসন্ধানীদের জন্য কিরূপ অপরিহার্য। এই বিশ্বকোষটির একটিবৈশিষ্ট্য এই যে, ধর্ম বিষয়ে এবং ধর্মীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের উপর যথাযোগ্য আলোকপাত করা হইয়াছে। আহলে হাদীস ও হানাফী উভয় সম্প্রদায়ের আলেমগণের প্রতি পূর্ণ সুবিচার করিয়া ন্যায়নীতির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে—কোনদিকেই পক্ষপাতিত্ব করা হয় নাই। নৈর্ব্যক্তিক আলোচনা এই পুস্তকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

প্রত্যেক জ্ঞানসাধকের জন্য এই গ্রন্থখানা একটি অপরিহার্য সম্বলরূপে বিবেচিত হইবে। হাই স্কুল, কলেজ, সিনিয়ার মাদরাসা, আলীয়া মাদরাসা এবং পাঠাগার সমূহে এই গ্রন্থের প্রতিটি কপি রাখা একান্ত প্রয়োজন। আমরা উহার বহুল প্রচার কামনা করি।

শিক্ষিত, সুধী ও জ্ঞানপিপাসুদের নিকট উহার যথার্থ মূল্যায়ন হইলেই গ্রন্থকারের শ্রম সার্থক হইবে।

প্রাপ্তিস্থান: **আলহাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, ৮৬, কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২**

এবং প্রকাশিকা—**বেগম আমেনা খাতুন, ৯, ময়মনসিংহ লেন, ঢাকা—২**

www.ahlehadeethbd.org

যুদ্ধাবস্থা ও সাহিত্য

॥ আজহারুল ইসলাম ॥

শিল্পী ও সাহিত্যিকেরা সর্বদাই জ্ঞানানুসন্ধানে রত থাকেন এবং ব্যক্তি-ধর্মে অনেকটা নিষ্ঠাবান হন। এজন্যে তাদেরকে স্বতন্ত্র বা অসামাজিক জীব বলা হয়ে থাকে। তারা যা সৃষ্টি করেন তারা মূল বিষয় মানব জীবনের ব্যক্তিগত বা সামাজিক রূপ থাকলেও তারা নৈর্ব্যক্তিক মেজাজে দেখেন মানুষকে। সাধারণ মানব সমাজ থেকে তারা একটা দূরত্ব রচনা করেন। মানবিক আশা, আকাংখা ও আবেগে পুলকিত হয়েও তারা স্থির, ধীর ও সদা অনুসন্ধানরত থাকেন।

আজ আমাদের দেশে সংকটকাল উপস্থিত। ললিতকলা ও জ্ঞান চর্চায় যারা দিন কাটিয়েছেন তারাও বিক্ষুব্ধ হয়েছেন দেশ প্রেমের তীব্র অনুভূতিতে। নাগরিক হিসেবে তাদের যা কর্তব্য সে সম্পর্কে তারা সচেতন হয়েছেন। যার যেখানে স্থান হতে পারে সেখানে কাজ করার জন্য আজ এক শ্রেণীর শিল্পী সাহিত্যিক প্রস্তুত। নিজ নিজ কাজে রত থেকেও কঠিন মাটির স্পর্শে, দশকোটি নরনারীর প্রাণস্পন্দনের অনুভবে তারা কর্মের চারিত্র্য পরিবর্তনের প্রমাণ পাচ্ছেন। গত মহাযুদ্ধে ডান কার্ক বিপর্যয়ের পর ইংরেজ সাহিত্যিক ও বিদ্বজ্জন সমাজ তাই করেছিলেন

যে সংকটের কথা এখানে বলছি তা সকলেরই জানা আছে। কিন্তু তার দৈর্ঘ প্রস্ত সবাই উপলব্ধি করেছেন বলে মনে হয় না। এই উপলব্ধির গভীরতা প্রদর্শনে সহায়তা করাই হচ্ছে আজ সত্যিকার সাহিত্যিকদের প্রধান কর্তব্য। এক জন্মাবধি হিংসুক, পরশ্রীকাতর ও সদা ধ্বংসকামী রাষ্ট্রশক্তির অতর্কিত আক্রমনের বেদনা প্রত্যেক পাকিস্তানীর বুকে বেজেছে। এখন যুদ্ধ বিরতি, চুক্তি ইত্যাদি ঘোষিত হলেও যুদ্ধ অবসান ঘটানর সদিচ্ছা শত্রুপক্ষের নেই। ঘরের বউ যার চুরি করে নেয় তার তা ফেরত না দেয়া পর্যন্ত কোন প্রকার রফা নিষ্পত্তি হয় না। ধর্ম-নিরপেক্ষতা একটি মামুলি সস্তা মত বিশ্বাস। এটা ভারতীয় সমর মায়াবাদের মতই একটা ব্যাপার। এর উদ্গাতারা মনে করে সারা দুনিয়ার লোককে নানা কৌশল ও ছলনায় প্রত্যাদিষ্ট ধর্মপথ থেকে সরিয়ে আনা তাদের একমাত্র কর্তব্য। ইসলামের প্রসারধর্মী রূপ দেখে তারা আতঙ্কিত হয় এবং তারা ধর্ম নিরপেক্ষতার ভান করে। বস্তুতঃ ধর্ম-নিরপেক্ষতা অর্বাচীনের সুখ স্বপ্ন। কেননা ভারত ধর্মনিরপেক্ষতার চাতুরী খেলে বৈদিক হিন্দু ধর্মের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করে।

যুদ্ধ বিরতি ঘটেছে সত্য। তবে যুদ্ধ বিরতি, শান্তির ললিত বাণী, মৈত্রীর সামরিক অভিনয়ের ষ্ট্রাটেজিক প্রয়োজন মাঝে মাঝে হয় তা মনে রাখলে ফল ভালোই হবে। এটা সত্য যে, ধর্ম-নিরপেক্ষ, গান্ধীবাদী ভারতের যুদ্ধের লক্ষ্য হয়েছিলো তারই যমজ ভ্রাত পাকিস্তান। ইসলামের বিস্তার ক্ষেত্র হবে পাকিস্তান এটা তাদের নিকট অসহ্য। পাকিস্তানে প্রসারধর্মী ইসলামের আদর্শ ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী বটে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তাই আজ 'মুক্ত ভারতে মুক্ত ইসলামের' আবাস ভূমি পাকিস্তান বিপন্ন দেখতে পাচ্ছি। রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনের জন্যে যে সব সরকারী পরিকল্পনার কাজ শুরু হয়েছিলো তাতে বাধা পড়েছে।

আমাদের মধ্যে এমন লোকের অভাব নেই যারা বাইরের সংকটকে কোন সংকট মনে করে না, বরং তার কার্য কারণ খুঁজতে যেয়ে বিজ্ঞতা সূচক গাম্ভীর্য প্রকাশ করে। এক যুগ আগে আমাদের লেখকদের মধ্যে যারা কম্যুনিষ্ট আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে যুক্ত বঙ্গের খোয়াব দেখছিলেন তারা স্বীকার করতে প্রস্তুত নন যে, ধর্মনিরপেক্ষ ভারত পাকিস্তান আক্রমন করার জন্যে লালায়িত। তাদের কাছে এটা ধ্রুব সত্য যে, গান্ধীবাদী ভারত কখনো কোন দেশ আক্রমণ করতে পারে না। এই আক্রমণ ক উপলক্ষ করে রেডিও প্রভৃতি মঞ্চ থেকে যা বলা বা গাওয়া হলো তা তাদের সমর্থন পায়নি। তারা বেশ কায়দা করে বললেনঃ এখন একটা সময় এসেছে যখন যে যত বেশি ঘৃণা-বিদ্বেষ দিয়ে সাহিত্য রচনা করতে পারবেন তার লেখা তত সাফল্য লাভ করবে। এসব কথার মূল প্রেরণা কোথায় তা বুঝতে বেশী কষ্ট হয় না। এদেরই এজেন্টরা কিছু দিন পূর্বেও প্রকাশ্য রাজনৈতিক সভায় ও ব্যবস্থা পরিষদে যে কণ্ড করেছেন তা ভোলার নয়।

যাহোক, আমাদের দেশে কম্যুনিষ্ট স্বভাব বেশি প্রসার লাভ করতে পারবে না। কারণ পাকিস্তান ইসলামের আবাসভূমি। কম্যুনিষ্টরা এখানে সশস্ত্র বিপ্লব করতে পারবে না কোনদিন। শুধু তাদের একমাত্র আশা বাইরে থেকে কিছু হয় কিনা। তাও এবার দিবা স্বপ্নের মতো উঠে গেছে। ধর্ম নিরপেক্ষ ভারত ভরসা পেয়েছিলো কম্যুনিষ্ট স্বভাবাপন্ন পাকিস্তানীরা ভেতর থেকে এদেশের প্রতিরোধ শক্তিকে বিনষ্ট করে জমি তৈরী করে রেখেছে। তাই আশা করেছিলো তাদের অঙ্কিত সামরিক অভিযান সহজেই অনেকদূর অগ্রসর হবে। তারা জানে পাকিস্তানের কোন বিশেষ অংশে কম্যুনিষ্ট স্বভাবাপন্ন লোকেরা ক্ষমতার গদীতে পর্যন্ত আরোহণ করেছিলো।

বর্তমান পরিস্থিতি কম্যুনিষ্ট স্বভাবাপন্ন ও যুক্তবঙ্গের ধ্বজাধারী লোকেরা পরস্পর সম্পূরক ও সহকারী তাদের মধ্যে মতবিরোধ ও গৃহবিবাদ যা দেখা যায় তা বাহ্যিক। আসলে তারা নেতৃত্ব করার জন্যে ষোল আনা চেষ্টায় মত্ত। সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম নেই। তারা কিভাবে কাজ করছে তার বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। এই ব্যাপারে তাদের ভারতীয় মুরুব্বীরা কম উত্তাপ দেয় নি। বস্তুতঃ তাদের মুরুব্বীরা এবার সারা পৃথিবীকে জানিয়ে দিয়েছে যে, তাদের এই উত্তাপ দান পাকিস্তান ধ্বংসে পর্যবসিত হতে পারে। সুতরাং আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে যারা গণ্ডগোল করে তারা কম্যুনিষ্ট স্বভাবাপন্ন লেখকবর্গ। মাটির ওপরে যদি তারা তা না করতে পারে তবে মাটির নীচে থেকে তা করে।

দেশ-প্রেমিক মাত্রেই আজ তাদের ওপর রুষ্ট। পঞ্চম বাহিনীসুলভ কার্য কে না ঘৃণা করে। কিন্তু শিল্পী, সাহিত্যিক ও জ্ঞানী সমাজের কম্যুনিষ্ট বিদ্বেষ গভীরতর। ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে আমরা যে সব আদর্শকে মৌলিক বলে জানি কম্যুনিষ্ট তথা ধর্মনিরপেক্ষ বা নাস্তিকেরা তা একেবারে বাতিল করে দিয়েছে। আমরা সর্বান্তঃকরণে সর্বকার্যে ধর্মের আধিপত্য

www.ahlehadeethbd.org

Contents

চাই কিন্তু তারা চায় ধর্ম নিরপেক্ষতা। আমরা চাই ব্যক্তিসত্বার পূর্ণ বিকাশ আর তারা চায় সমষ্টি-তন্ত্রের এমন প্রকাশ যাতে মানুষ ম্যাশিনে পরিণত হয়। আমাদের অবিচলিত আস্থা গণতন্ত্রের ওপর তাদের একমাত্র বিশ্বাস 'সঞ্চালক তন্ত্র' অর্থাৎ সহজ ভাষায় শ্রমিক তন্ত্র। বস্তুতঃ শ্রমিকতন্ত্র কথাটা এত সৌখীন ও বাগাড়ম্বর পূর্ণ যে, তা ভাবের ঘরে চুরি ছাড়া কিছুই বলা যায় না। বাস্তব ক্ষেত্রে সর্ব্বত্রই দেখা গেছে শ্রমিক সমাজের কলকাঠি ঘোরায় ওপর তলার দু চারজন দলাধিপতি, অধিকাংশ ক্ষেত্রে একজন ডিক্টেটর। প্রত্যেক নাগরিকের সুখ দুঃখ, শিক্ষা সংস্কৃতি ও কর্ম ও অবসর বিনোদন নিয়ন্ত্রণ করে ডিক্টেটর। সেখানে ব্যক্তির সার্থকতা আত্মবিকাশে নয় বরং রাষ্ট্রের কাছে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদনে।

ধর্ম বিনাশী কোন ব্যবস্থার কথা শুনলে এদেশের লোকের মনে কি হয় তাই বললাম। আমাদের শিল্পী, সাহিত্যিক ও জ্ঞানী সমাজ ব্যক্তি বিনাশী ব্যবস্থাকে খুবই ভয় ও ঘৃণা করেন। ব্যক্তি স্বাধীনতা যদি স্বীকৃত না হয় তা'হলে লেখক বিকাশ লাভ করবেন কি করে। সাহিত্যকে সম্পূর্ণ স্বাধীন করতে হলে ব্যক্তির পূর্ণ প্রকাশ স্বীকার করতেই হবে। এ বিষয়ে আমাদের পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আইয়ুব খানের ধারণা পরিষ্কার। তিনি লেখকের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পূর্ণতায় বিশ্বাসী-রাইটাস গিল্ডের দ্বিতীয় বার্ষিক (ঢাকা) অধিবেশনে যে ভাষণ প্রদান করেন তাতে তিনি লেখকদের স্বাধীনতার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি প্রদান করেন। এমন কি লেখক যদি তাঁর মতের বিরুদ্ধে লিখে নতুন পথ খোঁজেন তা হলেও তিনি তাকে সহ্য করতে রাজী আছেন। এটা সত্য যে, ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে লেখকেরা শুধু পূর্ব নির্দিষ্ট পথে অর্থাৎ প্রথা, শাস্ত্র ও ঐতিহ্যের পথেই অগ্রসর হন না বরং তারা নতুন পথ খোঁজেন এবং নতুন ঐতিহ্যের ভিত্তি নির্মাণ করেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন, তাদের অন্তর্নিহিত শক্তি ও প্রেরণা বলে সারা জীবনের অনুশীলন ও সাধনা দিয়ে সুন্দর-অসুন্দর ও সত্য-অসত্য বিচার করতে হয়। কিন্তু কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রে ডিক্টেটরদের আদেশ মত কাজ করতে হয়। সেখানে শিল্প, সাহিত্য ও চিন্তায় ডিক্টেটরশীপ পাকা করতে হয়।

লেখকেরা সমাজের একটি ক্ষুদ্র কিন্তু প্রভাব শালী অংশ। এই অংশে স্বাধীনতা থাকলে তা বৃহত্তর সমাজে ছড়িয়ে যায়। কম্যুনিষ্ট শাসকদের কাজ হলো এই নিত্য প্রকাশমান অংশকে বোবা রেখে জনগণের চিত্ত ডিক্টেটরের তৈরী ছাচে ঢালাই করা। তা করতে পারলেই জনগণের চিত্তকে বশে আনা এবং অনুগত রাখা যায় সুতরাং যে সব শিল্পী, সাহিত্যিক ও মননশীল ব্যক্তি ডিক্টেটেরদের রাজ্যে কর্তাভজা হন তারা যথেষ্ট প্রসাদ ও পুরস্কার লাভও করেন। আমাদের দেশের যে সব লেখক কম্যুনিষ্ট মতবাদের দিকে ঝুঁকে আছেন তাদের মধ্যেও কিছু কিছু পুরস্কার মিলতে দেখা যায়। তারা কর্তাভজা বলে নয়। বরং রাষ্ট্রের প্রকৃত সমস্যা বলে তাদের মধ্যে সিনিয়ার এডুকেশন সার্ভিস, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগিরী, সাহিত্য পুরস্কার, নানা ধরণের সরকারী চাকুরীর প্রসাদ বিতরণ করা হয়। উদ্দেশ্যে : তাদেরকে ভালো মানুষ করা। কিন্তু ফল যা হবার তাই হয়। লেপের ভিতর ইঁদুর পোষে কে কবে নিস্তার পেয়েছে ? বস্তুতঃ এদের অসহিষ্ণুতা ও হিংসা বৃত্তির প্রাবল্য দেখে আশ্চর্য হতে হয়। ধর্ম, রাষ্ট্র ও সমাজ সম্পর্কিত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রচলিত সত্যাদর্শের বিরুদ্ধে তারা যরূপ উগ্রভাবে ঘৃণা সৃষ্টি করে তেমন আর কেউ করে না। সত্য দৃষ্টির পরোয়া না করে পরের অ ডডা পালন এদের ধর্মকার্য। পাকিস্তানের সাহিত্য রাজ্যে তারা তাদের ক্ষমতা লাভ ও শাসন প্রবর্তনের জন্যে যে সব পন্থা অবলম্বন করেছে তা অপূর্ব। আমাদের ওপর তালার লোকেরা সাহিত্য সংস্কৃতির ব্যাপারে অজ্ঞ বা উদাসীন থাকায় তা' সম্ভব হ'তে পেরেছে।

কম্যুনিষ্ট স্বভাবাপন্ন সাহিত্যিকদের কথা আমরা বরাবরই ওয়াকিফহাল ছিলাম। আজকের দিনের যুদ্ধাবস্থায় তারা যখন চুপ মেরে বসে দেশ-প্রেমিক সাহিত্যিকদের লেখার সমালোচনা করছে তখন সমস্যাটা অন্যভাবে দেখা দিয়েছে। রেডিওতে দেশাত্মবোধক গান বেশী গাওয়া হলে তার সমালোচনা হয় এবং বলা হয় "ওসব আর কি। দু' একটা গান ছাড়া আর গাইবার মতো কোন গান রচিত হয়নি।" এদেরকে আমরা দীর্ঘকাল থেকে চিনি। গত যুগে আজাদ পত্রিকায় এদের কম সমালোচনা হয়নি। ইউনিভার্সিটি, একাডেমি ও নানা সরকারী প্রতিষ্ঠানে এদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি-দেরকে যখন স্থান দেয়া হয় তখন প্রতিবাদও করা হয়েছে।

যা হোক এতদিন বাদানুবাদের মধ্যে এদের সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা আজ সংঘবদ্ধভাবে ও বলিষ্ঠ আওয়াজে দেশবাসীকে জানাতে হবে। স্পষ্ট করে বলবার দিন এসেছে কম্যুনিজম তত্ত্ব ও আদর্শের দিক দিয়ে ভ্রান্ত এবং মনুষ্যত্ব বিকাশের পথে প্রতিবন্ধক। কম্যুনিষ্টরা তাদের আদর্শের রূপ দিতে যেয়ে হৃদয়হীন হন্তার ভূমিকাও পালন করে। কলকাতার কম্যুনিষ্টরা এসব ভালো করেই জানে। ভারতের সামরিক অভিযানের সময় যদি পাকিস্তানের জনগণ তা উপলব্ধি না করতে পারে তবে দেশে পঞ্চম বাহিনী সুলভ কার্যের সুবিধা হবে। এতে আমাদের জাতীয় মর্যাদা ও নিরাপত্তা দারুণভাবে বিঘ্নিত হবে। কিছুদিন পূর্বে 'আবদুল্লাহ একাডেমীর' এক সভায় জনৈক বক্তা বর্ণচোরা কম্যুনিষ্ট লেখকের প্রতিরোধোদ্যত সাহিত্য সমাজে আনাগোনা ব্যাপারে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেন। এই অপ্রিয় ভাষণের ফলে তাঁর একটু সমালোচনা হয়। কিন্তু কথাটা যে একান্ত জরুরী তাতে সন্দেহ নেই। অকাজের কাজী নিয়ে একাডেমী তৈরী হলে তা ফেল মারবে সন্দেহ নেই। ইতিপূর্বেই অশুভ শক্তির শিকড় নানা প্রতিষ্ঠানে গেড়েছে। সুতরাং সেই শক্তির শিকড়গুলোকে একেবারে উৎপাটিত না করলে প্রতিক্রিয়াশীল লেখকদের প্রচ্ছন্ন দেশদ্রোহী চেষ্টা ধ্বংস করা যাবে না। এজন্যেই আমি সেদিন আবদুল্লাহ একাডেমির বক্তাকে সাধুবাদ জানিয়ে দিলাম।

স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে আজ দেশ জুড়ে যে প্রতিরোধ শক্তি গড়ে উঠেছে তাকে আমরা অভিনন্দিত করি। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের পূর্ণ রূপ সকলের মধ্যে বিকাশের জন্যে সাহিত্যকে স্বাধীন হতে হবে। চিন্তা ও সৃষ্টির স্বাধীনতা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আমাদের রাষ্ট্রে স্বীকৃত। আত্মপ্রকাশের সুনিশ্চয়তার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে আমাদের সাহিত্য সমাজ। বৈদেশিক সরকারের মুন্সীখানার হংগীতে রচিত কোন সাহিত্য এ দেশে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। ডিক্টেটরী সমাজের অবাঞ্ছিত আদর্শ ইসলামের আবাসভূমি পাকিস্তানে কাম্য হতে পারে না। যারা একাডেমিক ধাঁচে বক্তৃতা করে আমাদের দেশের সাহিত্যিক হাওয়াকে অন্যদিকে ফিরিয়ে দিতে চায় তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। আমাদের দেশের সাহিত্যের বিশেষ মন মেজাজকে যারা কুসংস্কার বলে তারা আর যাই হোক দেশপ্রেমিক সাহিত্যিক নন।

কম্যুনিষ্ট মার্কা সাহিত্য সম্পর্কে এত কথা বলার উদ্দেশ্য হলো আমাদের এক শ্রেণীর সাহিত্যিক শিল্পীরা বিদেশের প্রসাদ লাভের জন্যে সর্বদা লালায়িত। চীনের সংগে আমাদের বন্ধুত্বের সুযোগে তারা পরমত সহিষ্ণুতাহীন সাহিত্য প্রচেষ্টার একটা ছুতা পেতে চায়। ইসলামের পরমত সহিষ্ণুতা বড় শিক্ষা। এই শিক্ষার সংকোচন আমাদের জাতীয় ও রাষ্ট্রিক আদর্শের শত্রু। সুতরাং এই শত্রুর নিধন অনিবার্য। পাকিস্তানের ভাবাদর্শহীন কম্যুনিষ্ট শক্তির কতকগুলো চারা গাছ আমাদের সাহিত্যের বাগানে এখনো রোপিত আছে। সেগুলো মহীরুহতে পরিণত হলে বিপদ হবে। সময় থাকতেই যদি এগুলোকে নির্মূল না করা হয় আমাদের সংগ্রাম প্রচেষ্টা জোরদার হবে না।

এগুলো অনেক আগেই নির্মূল হয়ে যেতো কিন্তু আমাদের দেশে কিছু পরিমাণে ফ্যাসিষ্ট ভাবাপন্ন লোকের আবির্ভাব হওয়ায় তাতে বাধা পড়েছে। ফ্যাসিজম আমরা চাই না। পাকিস্তানে এর উৎখাত হতে বাধ্য। ইসলাম যে রাষ্ট্রের মেরুদণ্ড সেখানে ফাসিজম ও তৎসহ পুঁজিবাদ স্বাভাবিক ভাবেই পটল তুলবে। অবশ্য এর জন্যে একটু সময়ের দরকার, সুতরাং কম্যুনিজম, ফ্যাসিজম ও পুঁজিবাদ আজ যে সমস্যার সৃষ্টি করেছে তার অপযুক্তকাল শেষ হবেই এবিষয়ে কারুর দ্বিমত থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। যাহোক সর্বগ্রাসী ভারতীয় সেনাদল যখন আমাদের উপর হামলা করবার প্রয়াস পেয়েছে, তখন কম্যুনিষ্টদের প্রসার নীতিকে প্রশ্রয় দিলে গণতন্ত্র অর্থাৎ পরমত সহিষ্ণুতার আত্মহত্যাকে স্বীকার করে নিতে হবে। দেশের কোন কাণ্ডজ্ঞান সম্পন্ন লোক এই ব্যবস্থায় রাজী হবেন না জানি।

আজ যুদ্ধাবস্থার যুগে যে হৃদয়াবেগ আমাদের সকল চিন্তা ও কর্মে প্রেরণা দান করবে তা হচ্ছে নিখাদ স্বদেশপ্রেম। মানুষ দেশের শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস থেকে এই প্রেম অর্জন করে এবং ধর্মীয় ও ঐতিহ্যিক আবেগ তাকে প্রেরণা যোগায়। যুদ্ধে সাহিত্যিকদের বেশী কিছু করার আছে বলে কেউ কেউ মনে করেন না। তারা নাক সিটকান এবং বলেন যুদ্ধের হৈ চৈ সাহিত্যে এনে সাহিত্যকে খর্ব্ব করা হয়। এদের কথাই উপরে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। স্বদেশের প্রতি আনুগত্য দ্বিধাগ্রস্ত

www.ahlehadeethbd.org

হলেই মাছায় এই ধরণের যুক্তি আসে। ইসলাম, মুসলমান, তাহজীব তমদ্দুন কথাগুলো এদের কানে বিষ ঢালে।

স্বদেশ প্রেম যাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে না, যারা মনে করেন এশিয়া মহাদেশের কম্যুনিজমই একমাত্র ভরসা তাদের প্রতি আমাদের নিকট বিনীত আরজ: এই দেশ যখন শত্রুর সম্মুখীন, তখন তা রক্ষা করাইতো কাণ্ডজ্ঞানের নির্দেশ। সে সময়ে শক্তিশালী লেখকেরা যদি কলম না চালান তবে চালাবেন কবে? আর আমরা স্বাধীনতার যুগে এমন কি ই বা লিখে ফেলেছি যে তা করলে আমাদের সাহিত্য খাঁটো হবে। যুদ্ধের দিনে আমরা অনেক কার্যই ব্যয় সংকোচ করেছি, তাকে সংখেপে করেছি। তেমনি ভাবে যদি সাহিত্যের তথাকথিত অগ্রগতিকে একটু সংকোচ করে দেশাত্মক বোধের সংঙ্গে সংগতি রেখে ও শত্রু ধ্বংসের আগ্রহ বুকে নিয়ে আমাদের বিরাট সাহিত্য প্রচেষ্টাকে একটু সংখেপ করি তাতে সাহিত্য বিপন্ন হবে কেন? তা তো হবে কাণ্ডজ্ঞানের নির্দেশেই। কাণ্ডজ্ঞান ব'লে এতে আমাদের সাহিত্য সকল বাঁধ ভেঙে এগিয়ে যাবে।

বর্ষশেষের নিবেদন

দ্বাদশ বর্ষের তর্জুমানুল হাদীস এই সংখ্যায় সমাপ্ত হইল। আগামী সংখ্যা হইতে ইন্‌শা আল্লাহ উহার ত্রয়োদশ বর্ষ শুরু হইবে। এই উপলক্ষে আমরা রহমানুর রহীম আল্লার দরগাহে আমাদের হৃদয়ের নিভৃততম প্রদেশের গভীরতম শুক্‌রীয়াহ্ জানাইতেছি। আমাদের গ্রাহক, অনুগ্রাহক এবং পাঠকবর্গের খেদমতেও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

ইসলামের যে সুউচ্চ আদর্শ ও অনাবিল শিক্ষা প্রচারের মহান ব্রত উদযাপনের প্রতিজ্ঞা লইয়া তর্জুমানুল হাদীস আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল এবং উহার প্রতিষ্ঠাতা হযরতুল আল্লামা মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহঃ) তাঁহার নিরলস সাধনা ও অক্লান্ত শ্রমে উহার যে পথ নির্দেশিত করিয়া গিয়াছেন আমরা সেই চিহ্ন ধরিয়াই আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া সাধ্যানুসারে লক্ষ্যপথে আগাইয়া চলিয়াছি।

আমরা জানি—আমাদের ত্রুটি ঘটিয়াছে অনেক। বিশেষ করিয়া আদর্শানুগ রচনার অভাবে পত্রিকার নিয়মিত প্রকাশ ব্যাহত হইয়াছে বারবার। কিন্তু আমাদের গ্রাহকবর্গ উহা অম্লান বদনে সহ্য করিয়া আসিয়াছেন। আমরা আগামীতে প্রত্রিকার প্রকাশ যথাসাধ্য নিয়মিত করার এবং আমাদের আদর্শের অনুকুল বিভিন্ন রুচির জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ দ্বারা পত্রিকাটিকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করিব ইন্‌শা-আল্লাহ।

আমরা ইসলামী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ লেখকগণের সহযোগিতা একান্তভাবে কামনা করিতেছি। তর্জুমানের প্রতি যাঁহারা দরদ রাখেন, উহার স্থায়িত্ব ও উন্নতি যাঁহারা কামনা করেন, হৃদয়ে উহার জন্য শুভেচ্ছা যাঁহারা পোষণ করেন তাঁহাদের খেদমতে আমাদের ঐকান্তিক নিবেদন—তাঁহারা মেহেরবানী পূর্বক গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া উহার অগ্রগতির পথকে সহজ ও সুগম এবং উহার দুর্বল খাদেমগণের হৃদয়ে শক্তি ও উৎসাহ সঞ্চার করিবেন।

www.ahlehadeethbd.org

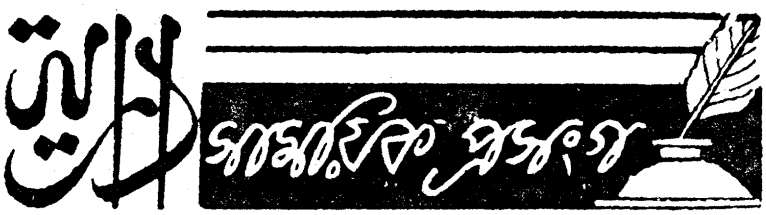

رأي সাময়িক প্রসঙ্গ

بسم الله الرحمن الرحيم

শিক্ষার মাধ্যম ও বাহন

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ

قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ

"কোন কওমের নিকট রাসূল আমার বক্তব্য যাহাতে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করিতে পারে সেইজন্য আমি প্রত্যেক কওমের জন্য তাহাদের ভাষা-ভাষীকেই রাসূল মনোনীত করিয়াছি। কওমের ভাষা-ভাষী ছাড়া অপর কাহাকেও কোনও কওমের জন্য রাসূল মনোনীত করি নাই।"—সূরা ইবরাহীম, ৪।

আল্লাহ তা'আলার এই কালাম হইতে নিঃসন্দেহে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, যে অঞ্চলের লোক সচরাচর যে ভাষায় কথা বলিয়া থাকে সেই অঞ্চলের লোককে সকল প্রকার শিক্ষা—বিশেষতঃ ইসলামী বিষয়সমূহের শিক্ষা তাহাদের মাতৃভাষার মাধ্যমেই দিতে হইবে। [illegible]দের মাতৃভাষাতেই ইসলামী বিষয়গুলির আলোচনা করিতে হইবে। কওমের লোকের মাতৃভাষার মাধ্যমেই তাহাদের মধ্যে ইসলাম প্রচার করিতে হইবে। তাহাদের হিদায়াতের জন্য তাহাদের মাতৃভাষায় বই পত্র রচনা, প্রণয়ন ও প্রকাশ করিতে হইবে। শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষা ছাড়া অপর কোন ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান বা প্রচারের প্রচেষ্টা আল্লাহ তা'আলার অনুসৃত রীতির বিরোধী।

পূর্ব পাকিস্তানী লোক প্রধানতঃ ও মুখ্যতঃ বাংলা-ভাষী। কাজেই পূর্ব পাকিস্তানে সকল প্রকার ইসলামী শিক্ষাদান কার্য, ইসলাম প্রচার কার্য, ইসলামী পুস্তকাদি রচনা ও প্রকাশন, ওয়ায নসীহত প্রভৃতি ইসলামী যাবতীয় তৎপরতা বাংলা ভাষার মাধ্যমে চালানই বাঞ্ছনীয়।

বাংলা-না-জানা যে সব আলিম সাহেবান পূর্ব পাকিস্তানে পূর্ব-পাকিস্তানী জনসাধারণের অবোধ-গম্য উর্দূ ভাষায় ওয়ায নসীহত করিয়া থাকেন তাঁহাদের ওয়ায নসীহত দ্বারা জনসাধারণ কতখানি উপকৃত হয় তাহা কাহারও অজানা নাই। তাই প্রায়ই দেখা যায় যে, তাঁহাদের ওয়াযের বাংলা

www.ahlehadeethbd.org

তরজমা করিয়া লোকদেরে বুঝাইবার জন্য ঐ সকল আলিম সাহেবান সঙ্গে তরজমাকারী লোক লইয়া সফর করিয়া থাকেন। ইহাও স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা ভাষা ছাড়া ইসলামী বিষয়সমূহের শিক্ষাদান অর্থহীন ও পণ্ডশ্রম মাত্র।

অতীব পরিতাপের বিষয় এই যে, কোন কোন বাংলা-না-জানা বঙ্গবিখ্যাত পীর-মাওলানা এখনও প্রচার করিয়া থাকেন যে, বাংলা ভাষা কাফির-মুশরিকের ভাষা। কাজেই বাংলা ভাষার মাধ্যমে ইসলামী বিষয়ের শিক্ষাদান কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় নয়। তাঁহাদের খিদমতে আরয এই—কুরআন নাযিল হইবার অব্যবহিত পূর্বে হাযার হাযার বৎসর ধরিয়া আরবী ভাষা কাফির মুশরিকদেরই ভাষা ছিল। তাহা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের ঐ ভাষাটিকেই ইসলামের জন্য মনোনীত করিয়াছিলেন কেন? আল্লাহ তা'আলা এইজন্যই তো ঐ আরবী ভাষাকে মনোনীত করিয়াছিলেন যে, তিনি ইসলামকে আদিতে ও মুখ্যভাবে যে কওমের মধ্যে প্রচার করিতে চাহিয়াছিলেন সেই কওমটির মাতৃভাষা ছিল আরবী। বস্তুতঃ মাতৃভাষার মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষা দানের বিরোধী যাঁহারা—তাঁহারা নিজ স্বার্থের জন্যই য়াহূদী আলিমদের ন্যায় আল্লাহ তা'আলার স্পষ্ট নীতির বিরোধিতা করিয়া থাকেন।

ইহা সর্ববাদী সম্মত সত্য যে, মানুষ নিজ মাতৃভাষার মাধ্যমেই চিন্তা করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি বাল্যকাল হইতে বাংলা ভাষায় কথা বলিয়া আসিয়াছে সে যখন অপর কোন ভাষায় কিছু বলিতে চায় তখন ঐ কথাটি তাহার মনে প্রথমে বাংলা ভাষাতেই উদয় হয়। তারপর তাহার অন্তরে ঐ কথাটার অপর ভাষায় তরজমা হয় এবং তারপর সে ঐ ভাষায় উহা প্রকাশ করে। সেইরূপ কোন ব্যক্তি যখন তাহার মাতৃভাষা ছাড়া তাহার জানা অপর কোন ভাষায় কোন কথা শুনে তখন তাহার অন্তর ঐ কথাটি তাহার নিজ মাতৃভাষায় তরজমা করিবার পরে ঐ কথাটির মর্ম বুঝিয়া থাকে কাজেই মানুষ যে কোন ভাষায় যাহা কিছু বলে অথবা যাহা কিছু শুনে সব কিছুই বলিবার ও বুঝিবার জন্য। সে নিজ মাতৃভাষাকে মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করিতে বাধ্য। ইহা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষাদানই হইতেছে মানব মনের স্বাভাবিক গতি। মাতৃভাষার মাধ্যমে যাহা শিক্ষা করা হয় তাহা সরাসরি মনের ভিতর গিয়া প্রবেশ করে।

এই প্রসঙ্গে সংগত বোধে একটি ঘটনা বর্ণনা করিতেছি। ইং ১৯৪৪ সনে ঢাকা শহরে কাযী আলাউদ্দীন রোডের চৌমাথায় একটি ওয়ায মহফিল অনুষ্ঠিত হয়। ঐ মহফিলে প্রধান বক্তা ছিলেন মরহুম মাওলানা আবদুল্লাহিল কাফী সাহেব। এই এলাকার লোকের মাতৃভাষা মূলতঃ বাংলা হইলেও তাঁহারা উরদূও মোটামুটি বুঝেন। মাওলানা মরহুম উক্ত মহফিলে বাংলা ভাষায় ওয়ায শুরু করিলে মহল্লার প্রধানগণ বাংলা ভাষায় ওয়ায শুনিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন এবং মওলানা সাহেবকে উর্দু ভাষায় ওয়ায করিতে অনুরোধ করেন। তাহাতে মাওলানা সাহেব তাঁহার নীতি অনুযায়ী বিশুদ্ধ উর্দু ভাষায় ওয়ায আরম্ভ করেন। অল্প-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ক্ষণ পরেই প্রধানগণ বলেন যে, তাঁহারা তাঁহার ঐ উর্দু ভাষায় ওয়াযের তুলনায় বাংলা ভাষায়ই ভাল বুঝিতেছিলেন। কাজেই মাওলানা সাহেব যেন বাংলা ভাষাতেই ওয়ায করেন। অনন্তর মাওলানা সাহেব রসূলুল্লাহ সঃ র সীরাত সম্পর্কে বাংলা ভাষায় দীর্ঘ বক্তৃতা করেন এবং হাযার হাযার শ্রোতা তন্ময় হইয়া ওয়ায শুনিতে থাকেন।

আট দশ বৎসর পূর্বে ডাঃ জেংকিন্‌স ভাইস চ্যান্সেলার থাকাকালে ঢাকা ইউনিভার্সিটি কমিশনের সম্মুখে সাক্ষ্য দান কালে আমি কমিশনকে বলিয়াছিলাম যে, ইউনিভার্সিটীর ইসলামিক বিভাগে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধ হওয়ার পথে যে সকল অন্তরায় রহিয়াছে তন্মধ্যে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে উর্দু গ্রহণ করা অন্যতম। ইহার মাধ্যম বাংলা করিতে হইবে। কমিশনের সেই দিনে উপস্থিত তিনজন মেম্বারই এ বিষয় আমার সহিত কিছু আলোচনার পর আমার উক্ত মতের যৌক্তিকতা স্বীকার করেন এবং তাঁহাদের রিপোর্টে ইহা সন্নিবিষ্ট করেন।—[ঢাকা ইউনিভার্সিটী কমিশন রিপোর্ট দ্রষ্টব্য।]

অবশেষে বক্তব্য এই যে আল্লাহ তাআলার কালামের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীর মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান নিঃসন্দেহে সুপ্রতিষ্ঠিত ও অবধারিত নীতি। অধিকন্তু ইহাই শিক্ষাবিদদেরও বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত।

সুখের বিষয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বি, এ, পাস পর্যন্ত সর্ববিষয়ে শিক্ষার বাহনরূপে পূর্বপাকিস্তানীর মাতৃভাষা বাংলাকে ইতিমধ্যে স্বীকৃতি দান করিয়াছেন এবং আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে তাঁহারা এম, এ শ্রেণী সমূহেও বাংলা ভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

কিন্তু বড়ই দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় এই যে, যাহারা নিজেদেরে আল্লাহ তাআলার ও তাঁহার রাসূলের কালামের ধারক-বাহক বলিয়া দাবী করেন তাঁহারাই যুগের পর যুগ ধরিয়া আল্লাহ তাআলার এই স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ নীতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়া চলিয়াছেন। আল্লাহ তাঁহাদেরে সিরাত মুসতাকীমের দিকে চালিত করুন। আমীন।

এবারের ফিৎরা

ছোট বড়, ধনী নির্ধন, নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকল মুসলমানের পক্ষে ফিৎরা দেওয়া ওয়াজিব। সহীহ হাদীস মুতাবিক প্রত্যেককে ১ (এক) সা করিয়া ফিৎরা দিতে হইবে। উহা ৮০ তোলা ওযনে প্রায় দুই সের এগার ছটাক। এই পরিমাণ খেজুর, গম, পনির কিসমস কিম্বা আমাদের প্রধান খাদ্য চাউল—অথবা উহার যে কোন একটির মূল্য সদকা-ই-ফিৎরা রূপে দেওয়া যাইতে পারে।

ঢাকায় কণ্ট্রোল দরে চাউলের মূল্য ৬৬ পয়সা, সুতরাং ২ সের ১১ ছটাক চাউলের মূল্য প্রায় ১৭৮ পয়সা (১৸১০ এক টাকা সাড়ে বার আনা) আর গমের মূল্য প্রতি সের ৩৭ পয়সা হিসাবে ২ সের এগার ছটাকের মূল্য প্রায় ৯৯ পয়সা অর্থাৎ প্রকৃত প্রস্তাবে ১ টাকা)। ঢাকায় উপরোক্ত হিসাবে অবস্থা অনুসারে যে কোন একটির মূল্য আর অন্যান্য স্থানে উপরোক্ত একটি দ্রব্য অথবা উহার স্থানীয় মূল্যানুসারে ফিৎরা পরিশোধ করিতে হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

মরহুম আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকুরায়শীর অবিস্মরণীয় অবদান

ফিকাহ বন্দী

বনাম

অনুসরণীয় ইমামগণের নীতি

তফ্‌সীর, হাদীস, ইল্‌মে হাদীস, শরহে আহাদীস, ফিক্‌হ, আকায়িদ, ইল্‌মে কালাম, তারীখ, রিজাল প্রভৃতি বিষয়ে সর্বমোট ৭৭ খানা প্রামাণ্য মৌল গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত তথ্য সমৃদ্ধ এই গবেষণামূলক পুস্তকে আছে :—

মহামতি ইমামগণের আদর্শ ও নীতির জ্ঞানগর্ভ ইতিহাসনির্ভর আলোচনা।

মূল্য : সাধারণ বাঁধাই : ২'০০

বোর্ড বাঁধাই : ২'৫০

পূর্ব-পাক জমঈয়তে আহলে-হাদীস

কর্তৃক

প্রকাশিত ও পরিবেশিত পুস্তকের পরিচয়সহ

বিস্তারিত তালিকা---

(ভাল বই পড়ুন)

পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ৭ (সাত) পয়সার ডাক টিকিটসহ চিঠি পাঠাইলে যে কেহ ঘরে বসিয়া উহা বিনামূল্যে পাইতে পারেন।

প্রাপ্তিস্থান :

৮৬ নং কাজী আলাউদ্দীন রোড ঢাকা—২

মোতিয়ারূক

মোতিয়ারূক বিভিন্ন রোগের বিশেষতঃ মোতিয়াবীনের [চক্ষের ছানির] মহৌষধ। মোতিয়ারূক ব্যবহারে অল্প দিনে অপারেশন ব্যতীত মোতিয়াবীন রোগ হইতে মুক্তি পাওয়া যায়।

মোতিয়ারূক চোখের দৃষ্টিক্ষীণতা, পরদা পড়া, ঝুলিয়া যাওয়া, আচড় লাগা ও চক্ষু লাল হওয়া প্রভৃতির জন্য বিশেষ উপকারী।

মোতিয়ারূক দৃষ্টিশক্তি সতেজ করে, ফলে চশমা ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না।

মোতিয়ারূক যাবতীয় চক্ষু রোগের জন্য অব্যর্থ মহৌষধ।

ঔষধ ও বিস্তারিত তথ্যের জন্য লিখুন :

ম্যানেজার,
হায়তুল হিকমত
লোহারীমণ্ডী, লাহোর, পশ্চিম পাকিস্তান।

www.ahlehadeethbd.org

Tarjumanul Hadeeth
Phone : 45490

Regd No. DA -130

মরহুম আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্‌কুরায়শীর
অমর অবদান

দীর্ঘদিনের অক্লান্ত সাধনা ও ব্যাপক গবেষণার অমৃত ফল

আহলে-হাদীস পরিচিতি

আহলে হাদীস আন্দোলন, উহার আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য এবং প্রকৃত পরিচয় জানিতে হইলে এই বই আপনাকে অবশ্যই পড়িতে হইবে।

মূল্য : বোর্ডবাঁধাই : তিন টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান : আল্-হাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দী রোড, ঢাকা—২

লেখকদের প্রতি আরজ

- তর্জুমানুল হাদীসে ইস্‌লামী দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন যে কোন উপযুক্ত লেখা—সমাজ, দর্শন, ইতিহাস ও মণীষিদের জীবন চরিত্র-সম্পর্কিত আলোচনামূলক প্রবন্ধ, তরজমা ও কবিতা ছাপান হয়। নূতন লেখক-লেখিকাদের উৎসাহ দেওয়া হয়।
- উৎকৃষ্ট মৌলিক রচনার জন্য লেখকদিগকে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়।
- রচনাসমূহ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কাররূপে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। লেখায় দুই ছত্রের মাঝে একছত্র পরিমাণ ফাঁক রাখিতে হইবে।
- অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠান হয় না। অতএব রচনার নকল রাখা বাঞ্ছনীয়।
- বেয়ারিং খামে প্রেরিত কোন রচনা গ্রহণ করা হয় না।
- রচনা সম্পর্কে সম্পাদকের মতামতই চূড়ান্ত। অমনোনীত রচনা সম্পর্কে কোনরূপ কৈফিয়ত দিতে সম্পাদক বাধ্য নন।
- তর্জুমানুল হাদীসে প্রকাশিত রচনার যুক্তিযুক্ত সমালোচনা সাদরে গ্রহণ করা হয়।

—সম্পাদক

Printed and Published by Md. Abdul Bari At Al-Hadeeth Printing and House, 86, Qaz. Alauddin Road.

www.ahlehadeethbd.org